# আই হ্যাজ্

# আই হ্যাজ্

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দি বিহার সাহিত্য ভবন লিঃ
৫, ডফ্ লেন কলিকাতা-৬

প্রকাশক : শ্রীশক্তিকুমার ভাদুড়ী
দি বিহার সাহিত্য ভবন লিঃ
৫, ডক্‌ লেন কলিকাতা ৬

দ্বিতীয় সংস্করণ
১লা শ্রাবণ, ১৩৫৬

মুদ্রাকর : শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে
নিউ মদন প্রেস
২৫, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদপট
খালেদ্ চৌধুরী
ব্লক নির্মাণ ও কভার প্রিন্টিং
রিপ্রোডাকসান সিণ্ডিকেট
৭।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা

বাঁধাই :
বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
৬১।১ মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা
দাম — ৪॥০ টাকা

প্রথম জীবনে—

যাঁহার রচনা আমাকে রস-সাহিত্যের

প্রতি আকৃষ্ট করে ও প্রেরণা দেয়,—

সেই

পরমা শ্রদ্ধাভাজন ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

উদ্দেশে

গ্রন্থকার

# বিহার সাহিত্য ভবন লিঃ-এর

—প্রকাশিত পুস্তকাবলী—

**চীনযাত্রী**—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—৩৲

**অষ্টক**—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—২৸৹

**বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ**—শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী—৩৲

**দাদামশায়ের শ্রেষ্ঠগল্প** (যন্ত্রস্থ)—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

**স্বাধীনতা** ( যন্ত্রস্থ )—শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

# আই হ্যাজ্ ( I has )

শিবু বি-এ পর্যন্ত পড়লে, কিন্তু বরাবরই লিখলে—'আই হ্যাজ্' (I has)। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতো—"জ্ঞান হলে বুঝবে।"

১

তোমরা

"পূর্ণিয়ার সঙ্গে আমার বিশ বছরের পরিচয়। শুনে লোকে শিউরে ওঠে,—কৈফিয়ৎ দিতেও হয় কম নয়।

কেহ ভাবেন,—পত্নী-বিয়োগ-বিধুর হবেন;—প্রগাঢ় প্রণয়ী ছিলেন, আত্মহত্যা করতে পারেন না তাই Slow poison হিসাবে ম্যালেরিয়ার শরণ নিয়ে থাকবেন। নচেৎ এত দেশ থাকতে পেন্‌সন্ নিয়ে লোক পূর্ণিয়ায় আসে কেনো!

বিচক্ষণ বিষয়ী ও বুদ্ধিজীবীরা ভাবেন,—চেহারা দেখে বোঝনা,—পূর্ণিয়ার Excise এর ( এক্‌সাইজের ) সাইজ্ বেশ দরাজ; দু' একখানা গাঁজার দোকান হাতাবার ফিকিরে আছেন বোধ হয়। গাঁজার গরজ না থাকলে কাশী ছেড়ে এ সাজা কেউ নেয়! আবার কেঁচে তাজা হতে চান,—বোঝনা? ইত্যাদি।—

শুনে আনন্দ ও গর্ব দুই অনুভব করি। বাঙ্গালীর ব্রেন্ অত্যন্ত সাফ্, চট্ বুঝে নেয়;—তাই ইংরেজও নাকি তাদের ভয় করে—শুনতে পাই। হুতোসে বজেট্ বাড়তেও দেখতে পাই।

আমার বরাবর একটা গর্ব ছিল—আমি বিশুদ্ধ বাঙ্গালী। যেহেতু যত রকমের ভয় আছে আমার মধ্যে তার কোনটারই অভাব ছিল না।

চাকরি বাঙ্গালীর বড় পরিচয়,—সেটা করতেই হয়েছিল, তবে ভস্ম হবার ভয়ে কোন দিন প্রভুর সঙ্গে চার চক্ষু এক করা হয়নি,—নেপথ্যই সুপথ্য ছিল।

শাস্ত্র যদিও শোনান—বিশ্বাসই ধর্মের মূল, আমার দুর্ভাগ্যে—ভয়ই ধর্মের মূল হয়ে দাঁড়ায়। তাড়াতাড়ি চাকরি বিসর্জন দিয়ে—ধর্মার্জনে ঝুঁকলুম,—কাশী রওনা হয়ে পড়লুম।

কাশী পরিচিতের আড্ডা। পথে বেরুলেই "কিহে,—তুমি ?—কবে . তার পর সবই ধর্মকথা—"গৌর, অনুকূল, রাজেন—সবাই যে এখানে। মনে আছে তো ?—চলো চায়ের দোকানে—সবাইকে পাবে।"

গিয়ে দেখি,—বিশ্বনাথের চরণামৃত হিসাবে বাটি বাটি চলছে ! তাতে প্লান্টার পোষণ, হরিজন শোধন বেমালুম হয়েও যাচ্ছে। একদম—ত্রয়োগুণাঃ।—সবাই পাকা ফল,—বোঁটা খসলেই হয়।

"এই যে—কবে ? আরে এসো এসো। বেশ করেছ—আর কেনো !" সবার হাতেই চায়ের কাপ্;—"একটু চিনি দাও বাবা—আপিনটে ধরচেনা।"

—"দেখচ তো—আমাদের কাছেই বেটাদের মন্দামী—ভালো-মানুষ পেয়েছেন কিনা ! এইবার ঠেকেছেন দানবের হাতে,—জার্মাণী হে জার্মাণী। জগদম্বা আছেন ! খবর রাখচতো ? আগে থেকে কিছু রং কিনে রাখতে পারলে"......ইত্যাদি।

দেখি সবই জাহান্নমের যাত্রী।

তিন ঘণ্টা অথর্ববেদ শুনে বাসায় ফিরলুম, ভাবতে ভাবতে—এ যে—"যে ভয়ে পালাও তুমি" !

খাই-দাই বেড়াই। কিছুদিন কাটলো, কিন্তু ধর্মের নেশা জমে না।

পথে অমূকূলের সঙ্গে দেখা।

"কিহে—আর যে বড় দেখতে পাইনা! এখানে একবার এলে আর যাবার জো নেই,—খাবার সুখ কেমন, বাজারটা দেখেছ তো—মায় শুষনি সজ্‌নে, হাঁসের ডিম্! উদিকে—খয়রা থেকে খাসি। যাবে কোথা!"

দুচার কথার পর বললুম—"কাশী এলুম, আজো মহাপুরুষ দর্শন হলনা, তোমরা তো অনেক দেখে থাকবে"...

"তোমার সখ্ থাকে তো অনিলকে পাঠিয়ে দেব।"

* * * *

দিন কাটেনা,—লাইব্রেরির মেম্বার হয়ে বই এনে পড়ি। হাতে ঢের সময়, ভাবি—পাড়ার গরীবদের ছেলেদের পড়াই। একখানা বেঞ্চিও কিনলুম। তিনখানা হিন্দি প্রথম পাঠ আনলুম। আমার গয়লাকে আর পাড়ার দু'এক জনকে আমার ইচ্ছা জানিয়ে ছেলে সংগ্রহ করে দিতে বললুম।

অনিলের প্রত্যাশায় থাকি। সে আমার পরিচিত নয়,—এসে না ফিরে যায়।

সেটা বৃহস্পতিবার বৈকাল, বোধ হয় বারবেলাই ছিল। একলা বসে ভাবচি,—তাই তো, এমন দুর্লভ মানব-জন্মটা বৃথাই হয়ে গেল, কিছুই করা হ'ল না। কাশী এসেও মহাপুরুষ মেলে না।

হঠাৎ রাস্তা থেকে—নাম ধরে ডাক!—"বাড়ী আছেন কি?"

জানালায় উপস্থিত হতেই—

"আপনার নাম * * * ? অনুকূল বাবু পাঠিয়ে দিলেন, তাঁকে কিছু বলেছিলেন কি ?"

"আপনিই অনিল বাবু ? এলুম বলে।"

দেবতার বেড়া-জাল—জাগ্রত-পীঠ। একটু বৈরাগ্যের বেগ্‌ এসেছে—অমনি সাড়া পৌচেছে! তা না তো আর লোক কাশী আসে!

তাড়াতাড়ি খদ্দরের কোটটা চড়াতে চড়াতে রাস্তায়।

অনিল বাবুর সঙ্গে আলাপ করতে করতে চলা গেল।

কপালের দৌড় ওপর দিকে,—চোখ ছোট, নাক টেপাখীর মত, গলা লম্বা, লোকটি ছিপছিপে, খয়ের রং। জোলাপী-আলাপি—পেটে কিছু রেখে কথা কয় না। দশ মিনিটেই পরমাত্মীয় হয়ে দাঁড়ালো। প্রচণ্ড স্বদেশী। যে-কথাই হোক,—সেই ফোড়ায় হাত, আর দীর্ঘনিশ্বাস। রাবড়ির কথাতেও তাই,—"আর কি সে সোনার-লঙ্কা রেখেছে, চোনা মেলেনা মশাই,—ভগবতী এখন রাজভোগ, গোরার পেটে গোয়াল। আর কি সেদিন আসবে—সে অর্জ্জুন—সে গাণ্ডীব!"

মিনিট খানেক অন্যমনস্ক,—নীরব। সশব্দ নিশ্বাস ফেলে,—"আপনি ব্রাহ্মণ—দেবতা, ঠিক করে বলুন আর কত দিন"……ইত্যাদি।

অনিলের খাঁটি 'সিন্‌সিয়ারিটি' দেখে আমি মুগ্ধ। বললুম—"তুমি কাশীতে কেন ভাই ?"

"আপনারা যা করবার করছেন—করবেনও, হোকনা তিল্‌ তিল্‌, Breathes there a man—সে বিশ্বাস আমার আছে। কিন্তু ভারত বরাবরই ধর্মক্ষেত্র,—এখানে মহাপুরুষ ছাড়া কিছুই হ'তে পারেনা ;—এক গণ্ডুষে সাগর শুষতে তাঁরাই পারেন। মুহূর্ত্তে Man of War মাটি নেবে,—চড়ায় ঠেকে ঠাণ্ডা!"

বলতেই হল—"তাঁরা ইচ্ছা করলে কি না পারেন।"

"তাইতো ঘুরে মরচি ; রয়েছেনও বহুৎ। কিন্তু ওই যা বললেন—'ইচ্ছা করলেই'। কেউ নোয়না মশাই, সবারই এক কথা,—তাঁদের কাছে যে সব এক,—না আছে জাতি না আছে দেশ ; —মশাই, মিস্টার, মোঁসো—সব এক,—বাপে শালায় ভেদ নাই। মুস্কিল তো ওই। আচ্ছা, আমিও ছাড়বার পাত্র নই ! আসুন—এই আশ্রম।"

কোলাহলপূর্ণ পচা গলির মধ্যে গাবে গায়ে কেবল বাড়ী। সেই চাপের মধ্যে আশ্রম—ত্রিতল। দ্বারে—বংশ-ভূষণ বিস্তৃত-বক্ষ বিকটাক্ষ দুই নিরেট জোয়ান—খইনি টিপছিলো। অনিলকে দেখে দাঁড়িয়ে সেলাম করলে।

"মহারাজ হায় ?"

"যাইয়ে।"

আমি ভীতু লোক। ভোজপুরী তাল-বেতাল দেখে আমার আধ্যাত্মিক অবস্থা বিগড়ে বানচাল !

অনিল বুঝতে পেরে বললে,—"এখানে সকল মিঞাই জোড় হাত—যিনি যত বড়ই হোন। সব শরণ নিয়ে বসে আছে,—প্রভাব কত !—কপাল-ভাঙা লোকই আসে।"

কতক সামলালুম।

অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে দ্বিতলে হাজির।

কে ?

আজ্ঞে আমি।

মুরারি ? আর কে ?

দোর খুলে দিলেন। প্রশস্ত ঘর। সতরঞ্চির ওপর ফরাস। বসতে বললেন।

বেশ হৃষ্টপুষ্ট পুরুষ—আন্দাজ আটচল্লিশ, নরুণ পেড়ে ধুতি আর আটত্রিশ

ইস্কির গেঞ্জী। চক্ষু যেন আমার ওপর 'এক্স্-রে' ফেলে প্লেগ্-স্পট্ খুঁজছে!

ভাবচি,—মহাপুরুষ কই?

অনিল প্রণাম করলে। তবে নিশ্চয় ইনিই,—আমি একেবারে সাষ্টাঙ্গ।

বললেন—"অত ভক্তি কেন? বসো। কাশীতে কি মনে করে?"

এই বলতে বলতে গায়ে হাত দিয়ে টিপেটুপে—"ও—খদ্দর"—বলে সুখাসনে গিয়ে বসলেন।—খদ্দরের কাঁচা-পাকা আছে নাকি,—টিপলেন কেনো?

মহাপুরুষ স্পর্শে আমার অন্তরটা কেঁপে আধ্যাত্মিক ভাব একদম অন্তর্হিত।

—"হ্যাঁ—কাশীতে কি মনে করে,—পাপ গোপন না প্রায়শ্চিত্ত মানসে। এখানে ত চোদ্দ আনা আসামীই আশ্রয় নেয়। ধর্ম্মের মত বর্ম্ম আর নেই কিনা।"

"আজ্ঞে আমি………"

"বুঝেছি—পেন্‌সেন্ নিয়েছ। শরীর ত বেশ দেখচি—তাড়াতাড়ি কি ছিল?—

—"গরীবের ছেলেদের শিক্ষিত করে চোখ ফুটিয়ে অশান্তি বাড়াবার মাথাব্যথা—আর—

—"তাদেরও মাথা খাওয়া? কাশী-বাস করে লোক এই করতে নাকি?"

শুনে আমার আর রক্ত নেই—একদম কাট্! এ খবরও—উঃ কি ক্ষমতা! কথা বেরয় না। ঢোক্ গিলে বললুম—"মাপ করবেন—সময় কাটাবার জন্যেই"……

"হুঁ—তাই Burk's Impeachment of Warren Hastings পড়া দরকার! কাশীবাসের স্বাধ্যায় বটে! কেন—কাশীখণ্ড অপাঠ্য বুঝি?"

কি সর্ব্বনাশ—এ খবরও…উঃ কি কঠোর সাধনাই করেছেন,…কলিযুগেও

…বাপ্ একেবারে আসল ওরেবাদ! এমনি তেমনি নয়—একদম্ ওম্নি-scient!

আমার আর কথা সরেনা, জিভ ঠেলে ঠেলে বললুম—"কি করব 'কাশীখণ্ড' পড়তে তিন বার চেষ্টা করেছি, পঞ্চাশ পৃষ্ঠা পড়েও জঙ্গল, পাহাড় আর পশুপক্ষী পার হতে পারিনি! তাই"……

—"ও: না রস না রেটরিক না আর্ট,—মজা পাওনা! কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না। আগে বনজঙ্গল সাফ্ করতে হয়। ঋষিরা মুক্ষু ছিলেন না,—ওসব trial pages,—অধ্যবসায় পরীক্ষার জন্যে, অভিনিবেশ যাচাযের জন্যে,—বুঝলে ?"

আমি একেবারে লাড্ডু মেরে পদানত।

"যাও—এর উপকার ওর উপকার ছাড়ো, নিজের চরকায় তেল দাওগে। 'পত্রিকা' পড়ে কোন্ বর্তিকা জ্বালবে শুনি? খবরদার!—

—"যাও—বেঞ্চি বিক্রি করে, হিন্দি প্রথম-পাঠ তিনখানা পুড়িয়ে 'কাশীখণ্ড' শেষ করে,—তার পর এসো। হ্যাঁ—খদ্দর আর খবরের কাগজ কাশীবাসের আসবাব নয়। বুঝলে ?"

আমার হাড হিম—এযে অস্থিভেদী সার্চলাইট তিনখানা প্রথম-পাঠ পর্যন্ত! উঃ অষ্টসিদ্ধির স্পষ্ট মূর্তি।—এতবড সিদ্ধ-পুরুষ যে মহাভারতে মেলেনা। দর্শনে অঘমর্ষণ,—ধন্য হলুম। ভেতরটা সুড্ সুড়্ করে উঠলো। কাশীর অঙ্কুর বোধ হয় সাড়া দিলে। ক্রমে ফল ধরবেই। লেগে থাকতে হবে।

বললেন—"কাশী এসেছ,—ব্রাহ্মণের ছেলে, এখন কেবল নিত্য গঙ্গাস্নান, বিশ্বনাথ দর্শন আর কাশীখণ্ড পাঠ—এই তোমার রুটিন্ রইলো। মুরারী মাঝে মাঝে খোঁজ খবর নিযে আসবে। বুঝলে,—যাও।"

আমি both সাষ্টাঙ্গ and হিমাঙ্গ হয়ে অনিলের সঙ্গে বাইরে বেরিযে বাঁচলুম।

উঃ মহাপুরুষের কি প্রভাব, একেবারে আউতে আধসেদ্ধ করে দিয়েছেন। চক্ষুর এমন ফোকাসিং জ্যোতি দেখিনি! বুঝলুম অর্জ্জুন কেন বিশ্বরূপ দেখে আড়ষ্ট মেরেছিলেন। রাস্তায় সব চলন্ত জীর্ণ শীর্ণ চির-অভ্যস্ত বিষণ্ণ দারিদ্দির-মূর্ত্তি দেখে স্ফূর্তি এলো।

অনিল বললে—"আপনার জোর ভাগ্য! প্রসন্ন না হলে এত কথা ক'ন না, উন্নতির এমন চুম্বুক উপদেশও দেন না। আশ্চর্য হবেন না—ত্রিকালের ডকুমেন্ট্‌ রাখেন।"

বললুম,—"তোমার সঙ্গে যে একটি কথাও কইলেন না?"

"আমার এখন—নয়নে নয়নে।"

"তোমাকে মুরারি মুরারি"......

"ঠাকুরদের নাম ছাড়া অন্য নাম তো উচ্চারণ করেন না। বুঝে নিতে হয়।"

বাসায় ফিরে ডায়ারিতে লিখলুম—"১৯শে চৈত্র—মহাপুরুষ দর্শন। একদম আসল। জীবনের স্মরণীয় দিন, জন্ম সার্থক। আজ বুঝলুম জীবনটা বৃথাই নষ্ট করেছি। কিছুই করা হয় নি। মহাপুরুষদেব সঙ্গ সহ্য করবার সামর্থ্য পর্যন্তও নাই। যেন অগ্নিদেবতা—ঝলসে গেছি, কি প্রভাব! তাই বোধ হয় সাধু সঙ্গে লোক পুড়ে সোনা হয়। চেষ্টা করতে হবে, কিন্তু আর যে সাহস হয় না!"

অনিলকে হিন্দি-পাঠ তিনখানা দিয়ে বললুম—"তুমি ভাই গরীবের ছেলেদের দিয়ে দিও"—

বললে—"বাপরে, পুড়িয়ে ফেলতে বললেন না?"

"তবে যা হয় কোরো।"

"বরং বেঞ্চিখানা নিয়ে যাই।"

যাক্,—বার্ক্ ফেরৎ দিলুম, খবরের কাগজ নেওয়া খতম্।

কিন্তু থাকি কি নিয়ে? মহাপুরুষের সুমধুর প্রোগ্রাম্ কাম দিলে না! পঁচিশ বছর গরম জলে নেয়ে - গঙ্গাস্নান সইল না। তিন দিনেই সান্নিপাতিকের শঙ্কা! ডাক্তার বললেন—"এ বয়সে নতুন কিছু attempt করতে যাওয়ার নাম গোঁয়াতুর্মি, honourable exception কেবল আফিম ধরাটা।"

দ্বিতীয় করণীয়—বিশ্বনাথ দর্শন। একটি দিন মাত্র সে ভিড়ের মধ্যে গিয়ে—স্বেদ কম্প শ্বাসরোধ,—সমাধির সূত্রপাৎ। বুঝেও সইলনা। যেন ফাঁড়া কাটিয়ে ফিরলুম। তারপর দূরে থেকে—প্রণাম। কাশীখণ্ডের কথা পূর্বেই বলেছি। এখন করি কি?

সমার ( summer ) এসে এ-সমস্যার সমাধান করে দিলে। গরমে কাজকর্মের নাম ভুলিয়ে দিলে। জানোয়ারের মত দিনরাত কাটাই। গ্রীষ্মটা প্রথম বছরেই সাঁতলে একপুরু ছাল নিয়ে সরলেন। বোধহয় হাড় ক'খানা দ্বিতীয় বছরের জন্যে রাখলেন। যদি বাঁচি তো দুর্ভাবনার কথা।

অনিল আসে,—সুবাতাস পাইনা। বলে "কোসে আঁব-পোড়া আর ডাভের সরবৎ লাগান—এপোপ্লেক্সি ঘেঁশবে না।"

ওরে বাবা, তাও আছে, শুনে শিউরে উঠি। এপোপ্লেক্সি সামলাতে কাশী এলুম নাকি! কাজ মন্দ নয়।

অনুকূলের সঙ্গে দেখা;—"এই যে এখনও আছ দেখচি!"

"কেন বলদিকি?"

"কালভৈরব সদয় না হলে এখানে কারুর থাকবার যো নেই;—দর্শন হয়ে গেছে বুঝি?"

"কই আমিতো কোথাও যাইনি—কেবল তোমার অনিলের সাহায্যে মহাপুরুষ দর্শনটী হয়ে গেছে ভাই—enough, একদম দেবতা।"

অনুকূল বললে, "তবে তো হয়েই গেছে,--ওই একেই সব।"

বললুম—"কি আশ্চর্য ক্ষমতা,—তেমনি প্রভাব এ যুগে এখনও যে এমন জাবালি থাকতে পারেন তা বিশ্বাসই করতুম না।"

"জাবালি বলচ' কি—কত জাবালির জন্মদাতা।"

"আরো আছেন নাকি ?"

"বহুৎ,—গলিতে গলিতে প্রচ্ছন্ন রয়েছেন। মহানির্বাণ দেন আর কারা! ওঁদের কৃপাতেই চলে যাচ্ছে, বেশ আছি। অন্নপূর্ণার রাজ্য—উপায় হযেই যায় ভাই।—"

বলতে বলতে ব্যস্তভাবে—"সে ছেলেটি ?"

"কোন্ ছেলেটি ?"

"ওই যে ঐখানটায় দাঁড়িয়েছিল হে, খদ্দরের সার্ট গায়ে, খালি পা,—হাতে 'মাদার' (Mother) বলে একখানা মোটা বই,—দেখনি ?—মাথা খেলে, —আচ্ছা এখন চললুম।—যাবে কোথা !"

অনুকূল বিচলিত ভাবে বেরিয়ে গেল।

আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম—ব্যাপার কি ? কিছু পাবে বুঝি! বোধ হয় সুদে কিছু খাটায—তা না তো চলে কি করে! তাই বলছিল —বেশ আছি।

অনেকেই তো কিছু করেনা দেখলুম,—চলে কি করে ? বলে—মহাপুরুষের কৃপায। তাই হবে।—অনিল আবার বলছিল—এখনো সব 'তা-বড়ো' আছেন,—দেখাবে।

বলেছি—"এঁরই আগে যোগ্য হই, তার পর ভাই।"

অনিল এলেই দেশের দুর্দশার কথা শোনায়। ইংরেজের ওপর আগুন হয়ে ওঠে। কেবলি বলে,—"এতে কি ইচ্ছে হয় বলুন। মানুষে সইতে পারে ? —নয় কি,—কি বলেন ? আমার তো মশাই……"

আরো অনেক ভীষণ ভীষণ প্রস্তাব। আমি ভীতু মানুষ, এখনও মহাপুরুষের চক্ষু তরক্ষুর মত যেন চারদিকে উঁকি মারে, একলা ঘরে শিউরে উঠি।

বলি,—"ওসব কথা থাক অনিল। মহাপুরুষের অন্তর্দৃষ্টি দেখেছ' তো। ওঁদের wireless ( বে-তার ) সর্বত্রই।"

সে বলে—"দেশের জন্য কিছু করা ধর্ম নয় কি! ধর্মের বাইরে তো যাচ্ছিনা।—"

—"আচ্ছা আপনার সঙ্গে তো অনেকের আলাপ—দয়া করে আমাকে দেউস্করের "দেশের কথা" একখানা আনিয়ে দিন।—না হয় ঠিকানাটা লিখে দিন।"

অতিষ্ঠ করে তুললে। যেখানে যাই, কি ঘাটে, কি চায়ের দোকানে, কি পার্কে, একজন না একজন অনিল—ইংরেজের ওপর বারুদ বনে বসে আছে,—গরম হাওয়া ছাড়ছে! এদিকে শুভ বৈশাখও প্রচণ্ড মূর্তিতে স্বরু হয় হয়,—মারমার মূর্তিতে সেই 'সমার' ( summer ) আসছেন! যাই কোথা?

বিশ্বনাথের বাউণ্ডি বেজায় কোলাহলপূর্ণ। একদিন সহরের বাইরে সিদ্ধ মহাত্মা তুলসীদাসের প্রতিষ্ঠিত 'সঙ্কট-মোচন' দর্শনে গেলুম। শান্ত নির্জন স্থান,—ভারি আরাম বোধ করলুম, ফিরতে আর ইচ্ছা হয় না! পড়ে রইলুম। তিনি আমার অবস্থা বুঝলেন। সন্ধ্যা দেখে তাঁকে কাতর নিবেদন জানিয়ে উদাস প্রাণে সেই জন-বিরল শান্তিকুঞ্জ ছেড়ে বাসায় ফিরতেই হল।

দোর খুলে ঢুকতেই দেখি একখানা পোস্ট-কার্ড পড়ে। ল্যাম্পটা জ্বেলে পড়ে দেখি—সত্বর পূর্ণিয়ায় পৌছুবার জরুরী অনুরোধ।

প্রাণ যেন বলে দিলে,—সঙ্কটমোচনের কৃপা।

পূর্ণিয়া কোন্ দিকে, কোথায়? জিওগ্রাফি ভুলে গেছি। তা হোক,—ইতস্ততঃ করবার মত মন ছিল না। কোথাও যেন যেতে পারলে বাঁচি। শুনেছি,—পাপীরা কাশীতে টেঁকতে পারেনা। কি করবো,—পুণ্যের কোন দাবীই ছিলনা।

বাক্স, বাসন, বেডিং, বাসা—নিশ্চয়ই তাঁরা পুণ্যাত্মা হবেন। তাঁরাই রইলেন। পাপ plus আমি প্রাতেই বেরিয়ে পড়লুম। কারো সঙ্গে সাক্ষাতের সময় হলনা;—মহাপুরুষ অন্তর্যামী, তাঁকে জানানো—নিশ্চয়ই বাহুল্য। উদ্দেশ্যে কেবল প্রণামটা জানালুম।

## ২

বি-এন্, ডবলু রেল ধরেছিলুম। অহোরাত্র ছারপোকাদের রক্ত খাইয়ে পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে কাটলো। তিনবার গাড়ী বদলেও ভাগ্য বদল হলনা! রাত পোয়াতেই আবার প্রভাত। বাঃ এ তো সে দেশ নয়!—দুধারে জলা আর মাঠ! ঝাঁকে ঝাঁকে জলবিহারী পক্ষীর সমাবেশ! ঠাণ্ডা হাওয়ায় গা জুড়িয়ে দিল,—বাঁচলুম। কোথায় এলুম? এখানে এটা কি বোশেখ মাস নয়?

দেড় দিনে পূর্ণিয়া পেলুম এবং দ্বিতীয় প্রহরে বাসা। বন জঙ্গল ঝোঁপ-ঝাঁপ আর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পাকায় কাঁচায় বাড়ী,—যেন পল্লী প্রবেশ করলুম। ও-প্রদেশে এখন সবুজ পাতা দেখতে হলে—সবুজ চশমা চোখে লাগাতে হয়, এ যে একেবারে সবুজ কুন্তলা! এ সময় সেখানে কা কা রবই পক্ষীরব, এখানে চতুর্দ্দিকেই পাপিয়া, চাতক, বউ-কথা-কও আর কোকিলের কাকলি যেন বিমান-বক্ষে তরঙ্গ তুলে রেখেছে,—রাত্রেও। দেহে মনে বসন্তের বাতাস বুলিয়ে দিলে;—ভারী ভাল লাগলো।

সেটা ছিল ডাক্তারের বাসা. বেয়রামীও আসে, বাবুরাও আসেন। পাঁচ দিনেই পরিচয় হয়ে গেল। বাসিন্দে বাঙালী এক আনারও কম ;— উপার্জন উপলক্ষেই অধিকাংশের আগমন। কর্মে, ধর্মের সংস্রব প্রায় সকলেরি,—'ধর্মাধিকরণে' কেহ কেরাণী কেহ উকীল, সুতরাং সব শিক্ষিত এবং দীক্ষিতও। বেশ নির্বিবাদী নিরীহ,—হাসি গল্প পাসা তাস,—ব্যস। সংবাদপত্রের দৌরাত্ম্য কি পুস্তকাগারের বালাই নেই। কি আরাম! Perfect rest বা সমাধির স্থানই এই।

বৃক্ষ-লতাদির ঘন সন্নিবেশ, সবুজ-শ্রী আর বিহঙ্গ কলরব,—একেবারে নৈমিষের নমুনো।

সকাল আমার কোন দিনই ছিলনা,—সাতটায় নিয়মিত শয্যাত্যাগ অথচ প্রভাতের পদ্য লিখতেও কসুর ছিল না। আমার উষা বর্ণনার প্রশংসা অনেকেই করেছিলেন।

বৈকালে বেড়াতে বেরুই। দুধারে সুবৃদ্ধ বৃক্ষ শ্রেণীর আচ্ছাদনের মধ্যে 'দার্জিলিং-রোড' সুদূর যাত্রা করেছে। লোক-বিরল—পক্ষী-কলরব-মুখর। কখনো কখনো তার একান্ততা ভীতু লোককে বিচলিত করে। শুনতে পাই বাঘের দেখাও মিলে!

কোনো কিছুর অতিটা ভালো নয়,—তাড়াতাড়ি ফিরি। সহৃদয়েরা শোনান,—সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবেন, মা মনসা হাওয়া খেতে বেরোন,—সকলেই আভাঙা-কুলীন! সবই ব্রাহ্মণ, নবশাক নেই বললে হয়। গর্জন যেন রুষ্ট ষণ্ডের ফোঁস্‌ফোঁসানি! বেড়ালের চার পাঁচটী শাবক সহজেই জলযোগ করেন,—এরূপ সংবাদ প্রায়ই আসে।

শুনেই আমি আড়ষ্ট! এ যে কাশীখণ্ডের বাবা!

তাঁরাই আবার সঙ্গে সঙ্গে সাহস দিয়ে বলেন,—"ভয় নেই—কামড়ায় কম। সংখ্যার আধিক্য অনুপাতে bite (দংশন) নেই বললেই হয়! আর

কি জানেন,—কথাই আছে—'সাপের লেখা, বাঘের দেখা'। প্রথমটি আবার 'চার-পোর' অপেক্ষা রাখে।"

বাবা,—দেখার আর লেখার দুই মালিকই হাজির। আর আজো কি চারপোও হযনি! কি রকম পো রে বাবা! ভুলচুক হিঁদুর-সিমলেও আছে দেখছি। চিত্রগুপ্তের বয়সও তো বাড়ছে—বাঁচোয়া।

যাক্‌,—পরান্ন হজম করতে একবার বেরুতেই হয়। কিন্তু অজ্ঞাতে মাইনাস্‌ সুরু হয়ে গেল।

মাঠে এ গুলি কি?—পাটনেয়ে রামছাগল বুঝি,—সাইজ্‌ তো বেশ! হবেনা—রামের শ্বশুরবাড়ীর হাওয়া পায়! একটাতেই···

সঙ্গী বাধা দিয়ে বললেন,—"গরু যে মশাই, এখানে এই রকমই হয়। গয়লারা, দেহাতি লোকেরা—যাট, সত্তর, একশো, দেড়শো রাখে,—রাখেনা কেবল তাদের আহারের বন্দোবস্ত। চরে খায়,—বিউলে ঘরে আনে। দুধ—একপো, দেড়-পোই 'এভারেজ' ( average ), কদাচ কোনটি দেড়-সেরও ছাড়ে,—তিনি হলেন 'উচ্চৈশ্রবা'! নই-বাচুর গুলো না খেতে পেয়ে প্রায়ই মরে—তাদের আদর-যত্ন নেই। নজর থাকে বৎসতরের ওপর। বাঙলা দেশে কন্যা পুত্রে যেমন পার্থক্য গো! এরা জমি চোযে ফসল দেবে, তারা কলম পিষে পয়সা দেবে, বিবাহেও কিছু টানবে। এই আর কি!"

বললুম,—"এটা বিরাটের গোশালার এলাকায় পড়ে না? 'পিঁজরাপোল' কথাটা ব্যাসদেবের মাথায় আসেনি বুঝি"!

মন্দির-কণ্টকিত কাশী থেকে এসে কেমন নেড়া নেড়া ঠ্যাকে,—একদম ব্রহ্মডাঙ্গা!—মন্দির-বর্জ্জিত বেদান্তভূমি। দু'চারটি মসজিদ্‌ আছে বটে আর আড়াইটি গির্জ্জা।

অমুসলমানের পরিচয় 'টিকিতে',—বাঙালীর তাও নেই, থাকে তো বিরল। বেজায় complex, X লাগিয়েও মেটেনা।

• • • •

সব্‌সে বড় শাস্তি—বাঁদর নেই! আগেকার লোক—সনাতন পুরুষ—তীর্থস্থানই prefer—পছন্দ করেন। তাঁরা কাশী, গয়া, বৃন্দাবন, প্রয়াগ, অযোধ্যা, হরিদ্বার—প্রভৃতি পুণ্যভূমি দখল করে আছেন। পূর্বপুরুষের শ্রাদ্ধাদি বাতিল হওয়ায় এখন তাঁরা নিজেরাই কেড়ে অরে পেড়ে খান। এ অগঙ্গা অঞ্চলে ঘেঁশেন কম।

যাক্—এটা যে কতবড় শান্তি ভুক্তভোগী ভিন্ন বুঝবেন না।

সঙ্গী আবার বললেন,—আর একটি বিশেষত্ব—পুর্ণিয়ায় প্লেগের পদার্পণ হয় না। বিশেষজ্ঞেরা পরীক্ষান্তে অভয় দিয়েছেন, এ মাটিতে ও জিনিষ জন্মাবার সার নেই। যেমন সব মাটিতে মেরদম্ হয় না।

যা শুনি—শ্রবণ জুড়ায়। শুনতুম—শিবের ত্রিশূলের ওপর কাশী, এ যে একদম সুদর্শনের ওপর—দুর্বৃত্তদের ঘেঁশবার জো নেই। কি আরাম। হুতাশে বচর বচর অর্থেক রক্ত জল করবেনা।

নিদাঘ বেদাগ কাটালো, ছাল চামড়ায় নজর দিলেনা,—বজায় রইলো। "হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ" মনেই পড়লনা, জ্বলন্ত জৈষ্ঠ্যের প্রচণ্ড জ্বালারও তলব তেমন জবর নয়।

দেখতে দেখতে মেঘ আকাশ-রাজ্য জয়ে অভিযান করে এলো ধূম উদ্গারণ করতে করতে!

"গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে।"

মাঝে মাঝে তোপের আওয়াজ! 'বরিশাল গন্' এর (Gun এর) কথাই শোনা ছিল, পূর্ণিয়াযও তা আছেন।

বৃক্ষলতার সে কি মানোল্লাস! মুগ্ধ নেত্রে উপভোগ করি। অকবিকেও

কবি বানিয়ে দেয়। আমি ভীতু লোক—সে দুঃসাহস আসেনি। মহাপুরুষ পেয়েও ধর্মার্জন হযনি, তা বলে কাব্য লিখে ভদ্রলোকদের পীড়ার কারণ হয়ে অধর্মার্জন করি কেন!

*        *        *        *

শীতের প্রারম্ভে সরে পড়ি, যেহেতু বাংলা দেশে—আশ্বিনে মা আসেন আর ম্যালেরিয়া আসেন। এখানে স্বযং তিনি না এসে ঐ গমস্তাটিকেই পাঠান। প্রতিনিধি চিরদিনই উত্তপ্ত বালুকা সম প্রবল-প্রতাপ,—সেটা কে না জানেন। সুতরাং চাল ডালের মত গৃহস্থকে দেবতার অনুরূপ আহার্য্য 'কুইনিন্' কিনে রাখতে হয,—জলযোগ হিসেবে চলে। নিরবচ্ছিন্ন আরাম কোথাও নেই,—স্বর্গেও নাকি অশ্বিনীকুমারের ডিসপেনসারি আছে।

তাই সভয়ে সরে পড়ি।—পড়িলামও।

৩

শুভদৃষ্টি যেন সতৃষ্ণ ছিল,—প্রথমেই অনিলের সঙ্গে দেখা,—সে বললে—"পূর্ণিয়ায বেশ ছিলেন,—না? বিবেকানন্দের রজব-মেকার কলমের লেখা—আপনার কেমন লাগতো? ঐ রকম লোকেরই দরকার।—কি লোকই জন্মে গেছেন। গেরুয়া-ঢাকা 'গ্যাবিবল্‌ডি',—কি বলেন?"

আবার—"কি বলেন!"

কি আর বল্‌বো,—কথা তো সত্যিই। যে বাসায় ছিলুম সেখানে স্বামীজির কয়েকখানা বই ছিল, তাই নাড়াচাড়া করতুম বটে। কিন্তু অনিল

তা জানলে কি করে? এও মহাপুরুষ দাঁড়িয়ে গেছে নাকি! এই অল্প সময়ে!

বুঝতে পেরে বললে,—"কিছু না,—গুরুর কৃপা।"

হতভাগ্য আমি,—এমন সুবিধা সত্ত্বেও কি করছি! কিন্তু 'কাশীখণ্ড' মনে পড়লে যে পেছিয়ে দেয়!

* * * *

বাসার নিকটেই একটি তরুণের আমদানী হয়েছে দেখছি। রূপে স্বাস্থ্যে দিব্যি। বাসার সামনেই বেড়ায়। যেন আমার সঙ্গে কথা ক'বার ইচ্ছা। আমিই ডেকে কথা কইলুম।

খাসা ছেলে—কালিকুমার। কাশীর সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজে বি-এস্ সি পড়ে,—আত্মীয়ের বাসায় থাকে। বাঙলা সাহিত্যের অনুরাগী। বলে—"শুনেছি আপনি একজন···দয়া করে আমাকে কিছু উপদেশ দিতে হবে,—আমি মাঝে মাঝে বিরক্ত করবো। আপনার বইটই দরকার হলে আমাকে বলবেন—কলেজ লাইব্রেরিতে সবই রয়েছে। 'কারল্ মার্কস্' দেখবেন?—ঐ খানাই হাতে রয়েছে—যুগ-প্রবর্তক"—ইত্যাদি।

তরুণদের দেখলে ভালবাসতে ইচ্ছা হয়—'না' বলতেও বাধে। বললুম—"ও এখন থাক—এক সময় আমিও সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক ছিলুম বটে,—তুমি ভাই বঙ্কিমবাবু, রবিবাবু, আর শরৎ বাবুর যা লেখা বেরিয়েছে, তাই ভাল করে দেখ,—বার বার,—আর কিছু দেখ আর না দেখ। রসে সৌন্দর্য্যে শিল্পে আমাদের অমন সম্পদ রামায়ণ মহাভারত ছাড়া আর কোথাও আছে কিনা আমার জানা নেই,—কারণ বহুদিন কিছু দেখিনি, বইও মেলেনা।"

"বইয়ের অভাব কি! ওর জন্যে আপনি ভাববেন না। হ্যাঁ—আমিও মশাই বঙ্কিম বাবুকেই বুঝতে চাই,—'আনন্দ-মঠের' শেষাংশটায় তিনি যে কি mean—ইঙ্গিত করলেন ধরতে পারিনা। আমি নিয়ে আসব,—আমাকে একটু কষ্ট স্বীকার করে বুঝিয়ে দিতে হবে।"

"প্রবন্ধে, দার্শনিক গবেষণায়, কে কি mean করলে বোঝাটাই দরকারি কথা। সাহিত্যের রসোপলব্ধিই প্রধান কথা, তার বোঝা বুঝির সাড়া আনন্দের মধ্যেই পাওয়া যায়। তার মধ্যে মতলব খুঁজতে যেওনা।"

"অত বড় লোকের প্লান্‌টা ( planটা ) না বুঝলে যে কিছুই পাওয়া হলনা মশাই। আচ্ছা আমি বই নিয়ে না এলে হবেনা।"

"বাঃ, ছেলেটির বোঝবার শেখবার আগ্রহ তো বেশ!"

* * * *

## ৪

বড়-দিনের বন্ধে অনেকেই তীর্থ করতে, বেড়াতে—কাশী আসেন। আমাদের গ্রামের গুটি তিনেক ছেলেও আমার বাসায় হাজির। আমি তাদের নিয়ে ব্যস্ত।

কালিকুমার কখনো ছাত থেকে কখনো রাস্তা থেকে কেবলি নজর রাখছে। আমি দেখেও দেখছি না,—মনে একটু কষ্টও পাচ্ছি। এতো ঝোঁক! সত্যিই বাংলা-সাহিত্যের সুদিন সন্নিকট। তা হোক—পরীক্ষা সামনে—ওর কি পড়াশোনা বা অন্য কাজ নেই! সারাদিনই তো ছাতে না হয় পথে,—কলেজের পড়া করবে কখন?

বৈকালে যেই ছেলে তিনটি বেড়াতে বেরুলো—কালিকুমার হাজির।

হাতে 'আনন্দ মঠ', বগলে র‍্যাপারের মধ্যে একটি মোড়ক।—

—"আপনার জন্যে একখানি দুষ্প্রাপ্য বই এনেছি, পড়ে দেখবেন। আপনি তো কেবল তিন জনের নাম করলেন. একবার দেখবেন,—আরও লেখক জন্মেছেন!"

"কি বই?"

"কানাই দত্ত"। বইখানি বার করে দেখালে। ওপরটা দেখেই চমকে গেলুম, বললুম—

তিনি আবার কে?

সে কি মশাই, আমাদের 'ট্রেটার্-কিলার' কানাই, এরাই দেশের দেবতা। বিশ্ব জানে আর আপনি জানেন না! তবে তো আপনাকে দেখতেই হবে।

আচ্ছা, যাঁরা এসেছেন—আগে যান. তার পর দেখিও।

হ্যাঁ—ওঁরা কারা? বেশ জোয়ান তো! বাঃ! কস্‌রতের শরীর,—না? কি করেন?

বাঙ্গালীর ছেলেরা আর কি করে,—চাকরি করে।

বোধ হয় ভাল খেলোয়াড়্—চলন্ একদম্ ইরেক্ট্ (খাড়া)। বিবাহ হয়েছে?—

ঠিক বলতে পারলুম না,—বাঙালীর ছেলে বিশ্ পেরিয়েছে আর বিবাহ হয়নি! ছেলে মেয়েও হয়েছে বোধ হয়,—খেলনা, চুড়ি আর কি কি কেনবার কথা বলাবলি করছিল।

কারুর করমাজ থাকতেও পারে। হ্যাঁ—'আনন্দ মঠের' ইঙ্গিতটা কি—সেইটে জানতে চাই। আপনারা এক আঁচড়ে ধরতে পারেন।

এই বলে বই খুললে—

ব্যাথ্যা থেকে ভগবান রক্ষা করলেন।

পাড়ায় মুকুন্দবাবু থাকেন। বেশ বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন প্রবীণ লোক। তাঁর কাশীবাস বাসি হযে এসেছে। আমার ওপরও পনের বছর চড়িয়েছেন। তামাক খেতে খেতে আমার বাসার দিকে লক্ষ্য করে আসছেন দেখে কালিকুমার তাড়াতাড়ি বই মুড়ে বললে,—আচ্ছা আসবো'খন—একটা কাজ ফেলে এসেছি, মনে পড়ে গেল। 'কানাই দত্ত' রেখে যাচ্ছি, যাঁরা এসেছেন—দেখবেন তাঁরা কত আগ্রহে পড়বেন, সময় কাটানও হবে। Rare book, পাওয়া তো যায় না।—একটা মস্ত কাজ হযে যাবে।

"এখন নিয়ে যাও—এর পর"···

মুকুন্দবাবু এসেই পড়েছিলেন, কথা কবার আর সময় ছিল না। ব্যস্তভাবে বগলে পুরে উঠে পড়লো।

মুকুন্দবাবু তার দিকে এমন ভাবে চাইলেন—দেখে যেন জ্বলে গেছেন। বললেন,—আপনি কাশীবাস করতে এসেছেন,—এ সব পাপ জোটে কেন? পরিচিত নাকি?

"না—এমনি, পাড়ায় থাকে। হিন্দু কলেজে বি-এস-সি পড়ে।"

ও অনেক কলেজেই পড়ে,—সব ( Sc ) এস সি তেই আছে।—আবার কোন্ কলেজে যায় দেখুন।

স্বদেশী বুঝি?

সে সব আমার ছেলের কাছে শুনবেন। যাই হোক্—আসতে দেবেন না। আপনার সমবয়সীও নয়, আত্মীয়ও নয়। তার ওপর কযটি দেশস্থ ভদ্রসন্তান আপনার বাসায় এসেছেন না? তাঁদের বিপদে···

সহসা দাঁড়িয়ে উঠে—"ঐ—ঐ না; কাকে ঠেলে নিযে গলিতে ঢুকছে?"

"অনিল বোধ হয় আমার কাছেই আসছিল—তাকেই টানলে। চেনে নাকি!"

—"কাল ছেলেগুলি বিন্ধ্যাচল বেড়াতে যাবে, সঙ্গে আমাকেই যেতে হবে।"
"তা যান। কেউ দেশের কথা কইলে কান দেবেন না—একেবারেই avoid করবেন, এড়াবেন, ওদেরও বলে দেবেন।"
আমি ভীতু লোক,—বড় ভয় পেলুম—"আপনি দয়া করে আমার বাসায় এসে বসবেন, আমি কারুকে কিছু বলতে পারি না···"
"দেখছি তাই করতে হবে ;—একসঙ্গে 'কথামৃত' পড়া যাবে।"
চলে গেলেন।
মুকুন্দবাবু খুব রাসভারী লোক। স্পষ্টবক্তাও। আমি যেন অভিভাবক পেলুম। তবে এ সন্দেহ তাঁর মিছে,—বোধ হয় আমার চেয়েও ভীতু হবেন! অমন সুন্দর ছেলে কালিকুমার, আর অনিল তো আধ্যাত্মিক নিয়েই আছে। বাইরে বোঝবার যো নেই। ও-কাজের দস্তুরই ওই।

৫

বিন্ধ্যাচলে কোন দিনই যাই নাই। কোথায় আশ্রয় পাইব, আহারাদির কি করিব,—সঙ্গে নবাগত ছোকরা তিনটি।
দিন-রাতকে বাধা দেওয়া যায় না,—তারাই বয়সটা বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা নিজে অর্জন করতে হয়,—তাই সেটা আর এগোয়নি। এই সব ভাবতে ভাবতে বিন্ধ্যাচল উপস্থিত।
প্রাকৃতিক শোভা বর্ণনা করতে পারব না,—কাশীখণ্ডের চল্লিশ পৃষ্ঠায় তা কুলয়নি,—ঠাসা। মাথায় তখন—একটা আস্তানা আর চার কাপ চা ছাড়া আর কিছুর স্থান নেই।
এই দুর্ভাবনা-ক্লিষ্ট অবস্থায়,—নেমেই দেখি অনিল! এ কি! সর্বজ্ঞ

বর্ত্তমান ! চমকে গেলুম । হাতে ছোট একটি লেদার-কেস ; গেরুয়া-পরা একটি বাচ্চা সাধুকে চশমা দেখাচ্ছে ! ব্যাপার কি ?

আমাকে দেখে সেও যেন চমকে গেল ।—"আপনি ? কই কিছু শুনিনি তো । তা হোক, ভালই হয়েছে, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না, পাণ্ডার পাল্লায় পড়ে কাজ নেই, আমার আস্তানায়ই চলুন।"

—সাধুর প্রতি,—"আচ্ছা বাবাজি, যখন ফিট করেছে আপনি নিয়ে যান, সারাদিন ব্যবহার করে দেখুন। আপনি সাধুসন্ত লোক,—আরাম বোধ করেন—রাখবেন। ঐ ডমরু-বাবার ঝোপড়ির পাশেই আমার বাসা, দয়া করে সন্ধ্যার পর পায়ের ধূলো দেবেন, রাতের সেবা আজ ঐখানেই ঠিক রইলো।"

সাধু দামের কথা জিজ্ঞাসা করায় অনিল সবিনয়ে জানালে—"আমিও বাঙালী, গরীব, এজন্য বৃথায় গেল, চোখে লাগে তো আপনি ওখানি রাখবেন। আপনি পায়ের ধূলো দিলেই আমার মূল্যাধিক পাওয়া হবে।"

"না—সেটা গেরুয়ার জুলুম হবে,—আচ্ছা আমি আসব'খন।"

সাধু চলে গেলেন।

"চলুন বাসায়।"

বললুম—"আমি একলা নই—এঁরা আমার সাথী, তুমি বরং আমাদের একটা স্থান ঠিক করে দাও।"

"সে কি কথা—এ তো আমার পরম সৌভাগ্য। কই, এঁদের তো দেখিনি। আচ্ছা—পরিচয় হবে'খন, বেশ আনন্দে কাটবে,—চলুন।"

মনে মনে ভাবলুম—"জয় মা, বিন্ধ্যাবাসিনী !" প্রকাশ্যে—"তোমার আবার এ কি,—চশমা"…

"পেট তো চালানো চাই ; গুরুর আজ্ঞা—'নিজের পরিশ্রমে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জন করবে, যে দিন কিছু পাবেনা,—উপবাস। উপার্জনটা

কিন্তু তীর্থস্থান ভিন্ন অন্যত্র নয়,—তাতে মন নীচু হয়ে পড়তে পারে।' তাই মাঝে মাঝে এখানেও আসি, কখনো বা প্রয়াগে যাই। সাধনার পথ সোজা নয় মশাই! তবে আমার মতলবও তো সোজা নয়—শরীর পতন পণ।"

বাসাটি মন্দ নয়,—ঘর, বারাণ্ডা, এস্তোক খাটিয়া। পা ছড়িয়ে বাঁচলুম। ঠাণ্ডা হ'য়ে মাকে দর্শন ক'রে আসা গেল। আহারান্তে শুয়ে পড়লুম।

কি জানি কিছুতে আঁট্ নেই, চাকরি ছেড়ে যেন বাজে বেকার লোক দাঁড়িয়ে গিয়েছি। যে যা বলে—শুনি,—নিজের মাথার অবস্থা মড়ার মাথার মত, সত্তা যেন খোয়া গেছে।—

—কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। অবেলায় ঘুম ভেঙ্গে দেখি—কেউ কোথাও নেই। সব গেল কোথায়?—নতুন জায়গা।

বারাণ্ডায় এসে দাঁড়াতে দেখি একজন হাতে-বহরে খুব তাগড়া জোয়ান, মাথায় গামছা বাঁধা, গায়ে খারিওয়ালের (Ass-colour এর) মাথা-গলানো গেঞ্জি; পায়ে তৈলসিক্ত আড়াই-সেরী নাগরা;—যেন ঘাটালে আমসত্বের জেরি! কানে হলদে রংয়ের একগোছা পইতের তিন ফের্, ডান হাতে মার্জন-মসৃণ একটি আধ-সেরি নেড়া লোটা,—বাঁ হাত গোঁফের পারিপাট্যরত,—মুখে ভজন—

কানাইয়া বাঁশরী বাজাও,
গেইয়া চরাও,—
আরে কানাইয়া—

সে কি বিকট আওয়াজ! বুকের কি জোর! দেড়শো বাঙালী এক যোগে তার-স্বরে তার নাগাল পায়না। নাদ যদি ব্রহ্ম হ'ন, তো সে এই নাদ! অদূরে তিনটে গাধা চরছিল—সমস্বরে ডাকতে ডাকতে দৌড় দিলে। ত্রাসে কেঁপে উঠলুম!

দেখি—আমাদের বাসায়ই ঢোকে! আমি অসহায়—ভীত! কে,—কেনো, মুখ থেকে বেরুলোনা।

সেই বললে—"বাবুজি,—একেলা পড়্‌ গেঁয়ে?"

ওঃ—সকালে এই তো আস্তো লঙ্কা ভাসিয়ে, রসুন ছেড়ে অড়র ডালের খিচুড়ি বানিয়েছিল। রাতে না রিপিট্ করেন! তা হলেই রক্ত ছোটাবেন! যাক্, ধড়ে প্রাণ এলো! জিজ্ঞাসা করলুম—

"এঁরা সব কোথায় ঠাকুর?"

"মুরারি বাবুকে সাথ সব ঘুম্‌নে গেঁযে।—ছুট্টিমে বহুৎ সাধু বহুৎ বাঙ্গালী আয়ে হেঁ। বিন্ধ্যাচলকে বড়া শোভা! বিন্ধ্যায়মায়ী জাগ্রত্‌ হাঁয। কুছ্‌না কুছ্‌ ফল্ মিলই যাতা"—ইত্যাদি।

এও যে 'মুরারি' বলে—ঠাকুরদের নাম করে! বললুম—"আজ রাত্রে কি খাওযাচ্ছো ঠাকুর?"

"আজ তো এক সাধুজিকা ভোজন ভি হায়। পরেঠা ঠোকেঙ্গে,—ঘুঁইয়াকে (কচুর) তরকারি বনে গা, মুরারিবাবু আচার আউর কলাকন্দ লাযেঙ্গে।"

সাধুকে সঙ্গে করে যখন সব ফিরলেন তখন সাতটা বেজে গেছে, প্রাণ কেবল চা চাইছে।

দেখি—আগন্তুক অতিথি তিনটিকে অনিল একদম আপনার বানিয়ে ফেলেছে,—পাঞ্জা-কসাকসি চল্‌ছে!—এ আবার কি!

অনিল বলছে—"ওঃ বাবা, হাত যে লোহা-পেটা! লাঠি খেলায় আমারও ভারি সখ ছিল;—আত্মরক্ষার অমন দিশিদাওয়াই আর নেই—পঞ্চাশজনের মওড়া নেওয়া যায়,—এই তো চাই। এ যুগে ওটা fully revive করা—জোরসে চালানো দরকার,—দিকে দিকে আরম্ভ হয়ে গেছে ম্যান্‌,—বেশ করেছেন।—"

একটি ছেলে বললে,—"না—ওটা দাঁড় টানার জন্যে, আমাদের রোয়িং ক্লাব ( rowing club ) আছে কিনা।"

অনিল বললে—"ওটা আরো দরকারি—কোন্ বেটা পাকড়ায়! ক'মাইল পর্যন্ত পারেন,—নিজেদের বোট্ আছে তো?"

"পার্টির বোট্;—চন্দননগর থেকে"—

"আচ্ছা—detail এর পর শোনা যাবে,—ওতে আমি যেতে যাই। এখন চা খাওয়া যাক্।"

আমি বাঁচলুম।

সাধুজি একটু আঁধার ঘেঁশেই আসন করেছিলেন, —চা খেলেন দু' কাপ। কথা খুব কমই কন, নিজের কাজেই থাকেন,—মাঝে মাঝে দু' একটি ছাড়েন—তাও টিপে। যেমন,—হিঁদুর ছেলে সাঁতারটা অভ্যাস করবেন—ওতে শ্বাসের-ক্রিয়া আপনিই অলক্ষ্যে হতে থাকে,—হটযোগীর উটি বড় কাজে লাগে। অবশ্য এ সব গুহ্য কথা—ওকেই আমরা 'মকরাসন' বলি। আয়ু তো বাড়েই; তা ছাড়া—যাক্—সে সব আমাদের আলোচ্য নয়।" ওই পর্য্যন্ত বলেই থামলেন।

অনিল ব্যাকুল আগ্রহে—"তা ছাড়া আর কি হয়, দয়া করে আমাদের কিন্তু বলতে হবে,—আপনাকে যখন পেয়েছি"—

"সে আর তোমাদের কোন্ কাজে আসবে, কঠিন রোগে রোগীকে অর্থাৎ যার ওপরে প্রয়োগ করা যায় তাকে—নিজের মুঠোর মধ্যে অর্থাৎ কায়দায় আনা যায়। তোমরা যাকে 'হিপ্‌নোটাইজ্' বলো।"

অনিল—"অ্যাঁ—হিপ্‌নোটাইজ্! তা পারলে আর চাই কি! আজ তিন বছর"...

ছোকরাদের একজন বললে,—"ওর প্রিন্‌সিপ্‌ল্ তো সব বয়েতেই' দেওয়া রয়েছে,—কিন্তু......"

"হ্যাঁ—তাহলে—( ইসারায় মাথা নেড়ে ) বটে! দেশের প্রতি যার টান আছে—সে কি এই অবস্থায় না শিখে চুপ ক'রে থাক্‌তে পারে! বলতে হবে ভাই। উনি রয়েছেন, এমন মওকা আর মিলবেনা…"

ঠাকুর এসে বললে,—"উঠিযে, গরমাগরম ভোগ লাগাইযে।"

আকারের অনুরূপ আওয়াজ! কানে যেন বাঁশগাড়ি করলে।

ঠাকুরের 'পরেঠা' দেখে আহারের ইচ্ছাটা হঠে গেল। খিচুড়ির ডাল তখনো পেটে সজীব, তার ওপর এক-একখানি একপো—ঘি মাখানো কাঁচা আটার প্যাড্! এখানে প্রাণটা গেলে কাশী প্রাপ্তিও ঘটবে না। ও অনাচারে না ঘেঁশে, আচার নাড়াচাড়া করেই উঠলুম।

অনিল তাদের নিয়েই ব্যস্ত ছিল। সাধু সাত্বিক আহাব চালালেন—পো তিনেক কলাকন্দ—

বললেন—"বই পড়ে হয় না—সাত্বিক শক্তি অর্জন করতে হয়,—ও সব গুরুমুখী বিদ্যা…"

অনিল আমার দিকে চেয়ে—"আপনি কি বলেন? আপনার নিশ্চযই…"

বললুম—"ভাবচি শিখতে পারলে একটা উপকার হত' বটে,—চাকর বেটারা মুঠোর মধ্যে থাক্‌তো, বড় জ্বালাতন হতে হয়। এক পযসার বিড়ি আন্‌তে তিন ঘণ্টা গায়েব—আর তিনটে short—"

সকলে হাসলেন,—অনিল বললে—"চলুন—এমন চাকর দেবো—যা চান ঠিক তাই পাবেন। এতদিন বলতে হয়?"

আবার কথা চলতে লাগলো,—ওই সেই হিপ্‌নোটাইজ্, রোয়িং, লাঠিখেলা, কোথায় কোথায ভালো ওস্তাদরা আছে,—ইত্যাদি।

ছোকরাদের একজন বললে—"আপনারা তো বিচরণ করেই বেড়ান, উদিকে যান তো একবার পায়ের ধূলো দেবেন।"

"অঙ্গীকার করা আমাদের নিষিদ্ধ, তবে তোমাদের সান্নিধ্যে যে পঞ্চবটী

আছে আর তার সংলগ্ন যে কুটীর—আহা—সাধনার সিদ্ধির অমন স্থান আর দেখলুম না, ওখানে যা করবে তাইতেই...ইচ্ছা আছে,—দেখি তিনি নিয়ে যান তো।···আচ্ছা ঠিকানাগুলো লিখে দিও, ও সব মনে তো থাকেনা···"

রাত তিনটে বাজলো,—তাদের কথা আর শেষ হয় না। আমি একটু তফাতে শুয়েছিলুম, পাছে ঘুমের ব্যাঘাত হয়।—কথা চুপি-চুপিই চলতে লাগলো।

আমার কিন্তু নিদ্রা নেই, কেবল মনে হচ্চে,—সাধুটির গলা যেন খুব পরিচিত, কোথায় যেন শুনেছি;—মনে করতে পারছিনা। চেপে-চেপে ছাড়লেও, আওয়াজ একই! দূর হোক্‌গে,—ঘুমই।

উঠে দেখি বেলা হয়েছে। ছোকরা তিনটি অসাড়ে ঘুমুচ্ছে। মট্‌মট্‌ শব্দ শুনে চেয়ে দেখি—ঠাকুর ডন্‌-বৈঠক চালাচ্চেন! শীতের দিনে ঘাম গড়াচ্ছে। সে মূর্তি দেখলে—বুকে রক্ত থাকে তো শুকিয়ে যায়!

সাধু সকালেই বিদেয় নিয়েছেন। অনিল চশমা বেচতে বেরিয়েছে।

যেন কেমন কেমন বোধ হল, ভালো লাগলোনা ফিরতে পারলে বাঁচি।

খিচুড়ি-ভোগের পর ছোকরাদের নিয়ে কাশী ফিরলুম। অনিল এখন থাকবে,—সাধুদর্শন করবে, চশমাও চালাবে, জীবিকা কিনা। বল্লে,—'পরকাল আর পেট—কোনটা না ফস্কায়।' পাকা লোক।

* * *

মুকুন্দবাবু খবর নিতে এসে সব খুঁটিয়ে শুনলেন। তাঁর মুখে বিরক্তি আর চিন্তার ভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো।

আমাকে যেন তিরস্কার স্বরে বললেন—"আপনি এত দিন চাকরি করলেন কি করে?"

"ভাল লাগতোনা বলেই তো চলে এলুম।—এক দিনও আনন্দ পাইনি।"

"কি ভালো লাগতো,—কিসে আনন্দ পেতেন? যাতে দু'পয়সা আসে তাইতো লোকের ভালো লাগে।"

"কি জানি মশাই, তা কোনো দিন মনে আসেনি। চলে যেতো,—আবার বেশী চাই কেনো!"

"ওঃ, বেশ বুঝেছিলেন তো! যাক—ছোকরারা দেখচি আপনাকে খুব চায,—এইখানেই আসে"···

"আমি নিজেই যে ওদের ভালোবাসি। কবে গ্রামের ছেলেদের অভিনয়ের জন্ত দু'একখানা নাটক-প্রহসন লিখে দিয়েছিলুম, তখন এরা বালক বা জন্মায়নি, আমিই তখন পঁচিশের মধ্যে, সেই খাতিরের জের—ওরা আমাকে মস্ত একজন ভাবে। তরুণের স্বধর্ম—ভালবাসতে পারলে যেন বাঁচে। সামান্তে মুগ্ধ,—ওটা ও বয়সের উচ্ছল সম্পত্তি। ভুল করে ঢের, কিন্তু সেই ভুলই তো ভালো জিনিষ গজাবার সার..."

"থাক, ও সব উল্টো কথা বুঝতে পারবো না। এরা বাড়ী ফিরবে কবে?"

তারাই বললে—"আজ রাত্রের গাড়ীতে ফিরতেই হবে,—পরশু আপিস্।"

তিনি বললেন—"সেই ভালো।"

কথাটা আমার ভালো লাগলো না। আমি রান্নার তাগাদা দিতে উঠে গেলুম,—তিনি তাদের সঙ্গে কথা কইতে লাগলেন।

তারা রাতের গাড়ীতে চলে গেল।

৬

যুবকদের সামনে মুকুন্দবাবুর ও-রকম করে' কথা কওয়ায় আমার যেন মাথা কাটা গিয়েছিল। মনটা তিক্ত হয়েই ছিল। যদিও অনেক রকম করে তাদের বুঝিয়ে দিয়েছি,—কিন্তু, ছি:...বুড়ো হলে...

সকালে ঘুম ভাংতেই ওই কথাই আগে মনে হল। অপরাধীর মন নিয়ে শয্যা ত্যাগ করলুম। বিশ্বনাথ কি অন্নপূর্ণার নামও একবার মুখে এলনা!

"তাঁরা গেছেন তো?" এই তিক্ত প্রশ্ন সহ মুকুন্দবাবু এসে হাজির হলেন। মুখ না তুলেই কেবল বললুম—"গেছেন।"

আমার অপ্রসন্ন ভাবটা তিনি বোধ হয় ধরতে পারলেন না। বেশ সহজ ভাবেই বললেন,—"যাক্ ঘরের ছেলে নির্বিঘ্নে ঘরে ফেরাই ভালো! এই উঠলেন বুঝি! প্রভাত না হতেই কালিকুমার যে টহল দিচ্ছিলো,—আমাকে আসতে দেখে সরলো, ..."

আমি বলে ফেল্লুম,—"আপনাকে সবাই দেখছি ভয় করে,—ঘেঁশতে সাহস পায় না। গীতায় ভগবান কিন্তু বলেছেন—যাঁকে দেখে কারুর ভয় ভাবনার উদ্রেক হয় না..."

"ও:, আপনি জিবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ বলছেন! আমি যে নিত্য সুদ্ কষি,—তাঁবাদি হবার আগে আদালতে ছুটি! কাশীতে মলে তবে না মুক্ত, সে মরাটাও যে শুধু হাতে হয়না, তারও যে একটা উপায় চাই। আবার ও-কাজটি ভারি মজার। দরকার বা বিপদের সময়েই লোকে টাকা চায়,—থাকলেই দি। তখন সবাই খুসী হন, কিন্তু আমি যখন চাই—তখন তাঁরা অখুসী এবং আমি মন্দ লোক! সুতরাং ভয়ের কারণ হবার কারণ রয়েছে বইকি.."

কথাটা কয়ে লজ্জিত হলুম। অতটা বুঝিনি যে কালিকুমারও

একজন খাতক, তাই সরে সরে বেড়ায়।—বললুম,—"মাপ করবেন, এখন বুঝতে পেরেছি,—সম্পর্কটা আমার জানা ছিল না। কালিকুমার বোধ হয় কষ্ট করে পড়ে, তাই পেরে উঠ্‌ছেনা, একটা টিউসনী পেলেই,···আমি চেহারা ( ফ্রেনলজি ) কিছু কিছু চর্চা করেছিলুম,—ও রকম চেহারার ছেলে প্রতারণা করতে পারেনা। আপনি ওকে একটু অভয় দেবেন। ওর 'আনন্দমঠের' একটা স্থানে ঠেকেছে, সেইটে জানবার জন্যে আসতে চায়···"

"আনন্দমঠটা' কি?"

"সে কি মশাই,—সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমবাবুর বিখ্যাত বই,—পাঁচটা ভাষায় তরজমা বেরিয়ে গেছে,—আপনি আনন্দমঠের নাম শোনেননি!"

"তাতে রোজগারের রাস্তা কিছু বাতায় নাকি?"

"স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে বড় রোজগার নেই,—তারির রাস্তা···"

একটু রুষ্ট স্বরেই বললেন—"হয়েছে, থাক্—থাক্! দেখুন—বয়েস হয়েছে,—শুধু জলের আঁকে দলিল দাঁড়ায় না,—তা'তে আর কিছু থাকা চাই। কেবল ভাবে গা ভাসান দিয়ে লোক ক'দিন ভাসতে পারে—শেষ ডুবতেই হয়। অবলম্বনের একটা কিছু চাই—তা সেটা যতই সামান্য হোক্।"

"ভাবটা কি কিছুই নয় বলতে চান!"

"তা'তো বলিনি, তার প্রভাব মনের ওপর। কিন্তু পেটেরও যে একটা ভাব আছে,—সেটা যে স্বভাব। যেটার চরম সর্বাগ্রে দেখিয়ে দিয়ে সাহিত্য সম্রাট নিজের দায়িত্ব ঝেড়ে—তার পর না তিনি এগিয়েছেন। সেটা বুঝি কিছু না। তিনি সবই বলেছেন, ওঁরা ভুল করেন না। অত বড় লেখক অনায়াসেই তো একটা খুব ঘটার বিবাহোৎসব ফেঁদে আরম্ভ করতে পারতেন।"

"তবে যে বলেছিলেন দেখিনি···"

"তা তো এখনো বলছি—দেখেছি নিরানব্বই। যাক্, ও ছোঁড়া এলে বলবেন—এখন ও সব থাক্—ও বোঝবার সময় আসেনি। পড়া শেষ করে আগে বিঘে পাঁচেক জমিতে চাষ করো বা করাও,—তার পর…"

"ও যে বলে,—চাকরি ওর একরকম ঠিক করাই রয়েছে"…

"তা হলে—এলেই দূর করে দেবেন, বলবেন,—দরখাস্ত-পন্থীর ও-সবে দাবী নেই। যারা হারমোনিয়াম বাজিয়ে সিগারেট টান্তে টান্তে গায়—'বঙ্গ আমার' না হয় 'বন্দে মাতরম্!' তারা দেশকে ব্যঙ্গই করে,—মা লজ্জায় মরে যান!"

মুকুন্দবাবু তখন চটে গেছেন,—বলে চললেন—

"একি তামাসা নাকি! স্বচক্ষে দেখছি—তিরিশ টাকার চাকরি পেলেই সব চুপ—কৃতার্থ,—তখন—'বন্দে মনিবম্'! না পাওয়া পর্য্যন্তই প্রবল দেশভক্তি! নির্লজ্জ,—ঘরেই দু'জুটো রয়েছে!"

যা বলচেন তার প্রতিবাদ যোগালোনা। বরং অপ্রতিভের মত বললুম, "আমি তো মশাই অতও ভাবিনি,—সাহিত্য ভালবাসি, ছেলেদেরও ভালবাসি, তাই তারা আসে। আপ্নি তো দেখছি অনেক ভেবেছেন…"

"ভেবেচি কি? ভাবিয়েছে। এক জোড়া ফাঁকিবাজ্ যে বাড়িতেই জিয়ানো! কাজের মধ্যে অষ্টপ্রহর চুল্ নিয়ে আছে। আর তার মাঝখানে ভারত-মাতা আসবার রাস্তা বানাচ্ছে! চেহারা বদলে গেছে মশাই! সেদিন হঠাৎ মুখের দিকে চেয়ে চম্‌কে গেলুম,—কাদের ছেলেরে বাবা!"

বললুম—"আপনি নিজের যৌবনকালটা বুঝি ভুলে গেছেন। বসন্ত-কালটাকে কেউ বাধা দিতে পারে কি! ওটা প্রকৃতির নিয়ম। এর পর কি টাক্ পড়লে চুল ফেরাবে?"

"বলবার অনেক আছে—থাক্, আপনাদের সঙ্গে ছেলেদের কথা চলবেনা। নিজের ছেলে নেই, দুশ্চিন্তাও নেই!"

একটু নীরব থেকে—"হাঁ, স্বাধীনতা অর্জনের কথা বলছিলেন না ?"

"আমি কিছুই বলিনি—আনন্দমঠের কথাই হচ্ছিলো !"

"হুঁ:—এই 'উনচল্লিশ-সের' ওজনের জোয়ানদের মাথায় চুল ছাড়া কিছু আছে মনে করেন নাকি ?"

বুঝলুম মুকুন্দবাবুর মনের একটা গোপন কক্ষ উন্মুক্ত হবার জন্য উন্মুখ। বললুম—

"সব দেশেই—দেশের ভবিষ্যৎ ওরাই তো গড়ে—"

"তাব পেছনে দেশ থাকে মশাই. আর এখানে ? যারা গড়বে তাদের সবাইত,—লেখাপড়া করেছে বা করে—চাকরি করবে বলে, না হয় ওকালতি। নইলে হাজার হাজার সংসার যে হাঁ করে পড়বে তার উপায় ভাববে কে ? তাই আগেই বলেছি,—কম্‌সে কম্ পাঁচ বিঘে জমি প্রত্যেকের থাকা চাই, আর তাতে চাষ-আবাদ করা বা কবানো চাই। তাতে শরীর স্বাস্থ্য, শ্রম-সহিষ্ণুতা বাড়বে। মাসের (Massএর) সঙ্গে মিলে মানুষ হবে। এটা কমপাল্‌সারি হওয়া দরকার নয় কি ? তবে না পাকা কাজ হবে, দেশের সেবা সহজ হবে।—অন্ন-সংস্থানকেই আমি স্বাধীনতা বলি।—

"—দশটা বছর এই কাজটা করা হোক্ দিকি, দেখবে দেশ দশগুণ এগিয়ে গেছে। ভাবেব ঝোঁক্ ভাল, কিন্তু ভাবের ঝোঁকে ভুল করা তো ভাল নয ! কেবল ভাল ভাল ছেলেগুলোকে বৃথা খুইযে একশো বছর পেছিয়ে পড়া। একে বলে—হাবাতে বুদ্ধি। বাবু-সাজা বজায় রেখে কস্মিন্‌কালে কিছু হবেনা।—ছ'মাস অন্তর ফাসান্ বদ্‌লায়,—এই দেখি হাঁটুকে আধ হাত হটিয়ে দিযে জামা ঝুলছে। বলি,—'কিবে কনক' এ আবার কি, বাউলের দল খুললি নাকি ? এ বুড়োমি কেনো ?"

দুদিন পরেই বলতে হয,—'এ আবার কিরে ?'

'Glad-neck বাবা।'

'Gladটা কে! ও বকাসুর আর সাজিসনি,—খোলা কেনো, যতটা পারিস—রং ঢাক্।'

দু'মাস না যেতেই জামার পাছা-পেড়ে ছাঁট্!

'এ কিরে!'

'স্মার্ট-শার্ট ই আজকাল চলতি যে, ঝল্ ঝল্ করে না,—কাজের সুবিধে কত্তে!'

'কি কাজের—রাজমিস্ত্রীর?—বদলে ভূমি স্পর্শ করেনা বটে।'

'না বাবা এতে কাজের ফেসিলিটি কত্তো, লটপট্ করে না—কাপড়ও কম লাগে।'

"সেইটে ভেবেই তোদের ফ্যাসান্টা বেরিয়েছে বটে!"

আবার দেখি—থাকি হাত কাটা শার্ট!—"এটা কিরে? কামারশাল খুলবি নাকি?"

শুনলুম—সেই "কাজের সুবিধে," ময়লাও হয় না, কাপড়ও কম লাগে। বুঝলুম—'কালীদাসী শার্ট'—এতেও অয়োগুনা। প্যাণ্টের পা গেছে, শার্টের হাত গেছে,—গলা গিয়ে কন্ধকাটাও দাঁড়িয়েছে। বাকি কয় গিরে ভবিষ্যতের গর্ভে উর্দ্ধমুখে পশ্চিমের দিকে চেয়ে আছে!"

থামলেন।

পরে বিরক্তভাবে বললেন—"কি কতকগুলো বাজে বকে যাচ্ছি, মাথা খারাপ করে দিলেন। নাঃ—আর আসচিনা"······

বললুম—"আমি তো মশাই কোনো কথাই কইনি, কেবল আপনার কথাই শুনচি।"

"যদি বুঝবেন না—আমি কেনো আপনার জন্যে ভেবে মরি! ব্রাহ্মণ—কাশী এসেছেন, কোন্দিন কি ঘটাবে,—কাশীতে এতো মঠ থাকতে

আপনার বাড়েই আনন্দমঠ চাপাতে লোক আসে কেনো ? আপনি বোঝেন ভালো না বোঝেন—এই প্রণাম করে চললুম।"

অনেক অনুনয় বিনয় করায় একটু নরম হলেন। শেষ বললেন, "ও ছোঁড়া যদি আপনার কাছে আসে আর আপনি ওকে বিশ্বাস করেন তো আপনি বিপদে পড়বেন—এই বলে চললুম। আপনাকে যা বলে দিয়েছি ওকে তাই বললেই হবে, তাতে দোষের কিছু হবে না, বরং আপনার বয়সের উপযুক্ত কথাই হবে।"

আমি স্বীকার করায় খুসী হলেন।—"যাক ও পাপ কথা—" ব'লে অন্য দু'এক কথার পর ফিরলেন।

মুখ দেখে মনে হল মনের গ্লানি তখনও ঘোচেনি। খুব চাপা লোক, আজ বোধ হয় রাগের মাথায় অসাবধানে মনের মুখ খুলে যাওয়ায় অভ্যাস-বহির্ভূত কাজ করে ফেলে অন্তরে অশান্তি ভোগ করছেন।

আশ্চর্য্য ! এই ছোট্ট মানুষটির মধ্যে এত বড় লম্বা লম্বা চিন্তা কুলুলো কি করে ? এত-বড বদ্ধ-বিষয়ীও দেশের কথা ভাবেন। অ্যাঁ—দেশ-সম্বন্ধে এতটা তো আমি কোনোদিনই ভাবিনি।

কি পাপ,—গঙ্গাস্নান করে আসি।

# ৭

বড় মনমরা হয়ে গেলুম। কালিকুমার আমার সঙ্গে তো কোনো অসদ্ব্যবহার করেনি, তাকে কি করে অকারণ আঘাত করি। "আমার বাসায় আর এসো না"—এ কথা যে শত্রুকেও বলতে বাধে! অপরাধ করবার আগেই যেন অপরাধীর মত সময় কাটতে লাগলো। শেষ ঠিক্ করলুম এলেই বোলব—ওঁর টাকা ক'টা আগে ফেলে দাও—তার পর এসো।" উঃ, মানুষ কি স্বার্থপর! যদি পাঁচ সাত টাকা হয় তো নিজেই দিয়ে দেবো।—

নাঃ, বোধ হয় আরো কিছু থাকতে পারে, শুধু টাকার তরে কি মানুষ এতো চটে! যাক্, উনি যা বলতে বলেছেন, গুছিয়ে বলতে পারলে তেমন দোষের হবেনা! ইত্যাদি চিন্তা আমাকে পেয়েই রইলো। অস্বস্তির সীমা রইলনা। শেষ মনে মনে বাবা বিশ্বনাথ পর্য্যন্ত পৌছুতে হল ;—

"বাবা তোমার আশ্রয়ে এসেছি, আমার বিপদটি তুমি জানতেই পারছো, এই অভদ্রতা থেকে আমাকে বাঁচাও,......"

নীচে থেকে "দোরটা একবার খুলবেন ?"—শুনে চমকে গেলুম।

"কে ?"

"আজ্ঞে আমি কালিকুমার।"

আরো কি বললে—আমার তা বোঝবার অবস্থা রইল না। কান যেন কিসের সুর পেলে। বিন্ধ্যাচলে সেই সাধুটির গলা শুনে কেবলি মনে হয়েছে—এ গলা যেন কোথায় শুনেছি—খুব পরিচিত, কিছুতেই কিন্তু মনে আসেনি। এ যে সেই গলা! স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।

—হুঁ—সেই তো। সাইজ, স্বাস্থ্য, রং—সাক্ষী দাঁড়িয়ে গেলো। মুহূর্তে মন তিক্ত হ'য়ে উঠলো। এ কি! ভদ্রলোকের ছেলে তীর্থ-ক্ষেত্রে প্রবঞ্চনা করে পেট চালানো—ছিঃ! মুকুন্দবাবু নিশ্চয়ই জানেন—চাপালোক বলেননা। হাঁ অনিল মানুষ বটে, নিজে খেটে রোজগার ক'রে খায়,—তাকেও ঠকালে! B.Sc. পড়ছিস, দু'টো টিউসনী যোগাড় করে নিলেই তো হয়। যাক্ আর নয়।

নীচে না গিয়ে, জানলা থেকেই বললুম "আমার মনের অবস্থা ভাল নয় কালিকুমার, শীঘ্র যে ভালো হবে সে আশাও নেই। ও-সব এখন আমার ভাল লাগবেনা। তুমি কিছু মনে ক'রনা।"

কালিকুমার চলে গেল কি রইলো, সে দেখার অপেক্ষা না করে আমি ঘরের মধ্যে চলে এলুম।

যেন কতবড় একটা দুঃসাধ্য কাজ করে ফিরলুম,—ফাঁড়া কেটে গেলে—আমার স্বস্তি অনুভব করলুম। মনমরা ভাবটাও কেটে গেলো।

*   *   *   *

ছোকরা তিনটীর পৌছন সংবাদ না পেয়ে মনটা চঞ্চল হল। হবারই কথা। সাধু সেজে বিন্ধ্যাচলে—যোগ, হিপ্‌নটিজম্ সম্বন্ধে যে সব বিজ্ঞ বুলি শুনিয়েছে,—ও সব করতে পারে! তারাও মুগ্ধ হ'য়ে গেছে। তাইতো—তাদের তো সাবধান করে দেওয়া উচিত—হঠাৎ কোন্‌দিন গিয়ে হাজির হতে পারে। পল্লীগ্রামে পসার জমাতে ওর কতক্ষণ!

যত ভাবি ততই চিন্তা, ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা বাড়ে। বুঝলুম মুকুন্দবাবু তাই এত চটা।

পিয়ন এসে চিঠি দিয়ে গেল। বাঁচলুম, অবনীর চিঠি। পড়ে কিন্তু চিন্তাই বাড়লো। লিখেছে—

"পত্র দিতে বিলম্ব হয়ে গেল, ক্ষমা করবেন। আপনার নিকট বিদায় নিয়ে বেনারস ক্যান্টনমেন্ট্ ইষ্টেশনে গিয়ে দেখি—বিন্ধ্যাচলের সেই সাধুটি উপস্থিত, আমাদের প্রতীক্ষাই করছিলেন। বললেন—"তোমাদের উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা মা বিন্ধ্যবাসিনীর বিশেষ নির্মাল্য নিয়ে এসে দেখি তোমরা কাশী রওনা হ'য়েছ। উপায়? এ জিনিষ তো ফ্যালবার যো নেই। এ যে সঙ্কল্প করা! আমাদের যদিও প্রিয় বা দ্বেষ্য কিছু নেই, তবু মনটা টানলে।—

—"ভাবলুম আমাদের এখন কাজই তো জগতের মঙ্গল, তাই নিয়েই থাকা। স্থান সম্বন্ধেও এখান ওখান বলে প্রভেদ-জ্ঞান যখন গে'ছে, তখন আর ইতস্ততঃ না করেই বেরিয়ে পড়লুম। কাশী পৌঁছে কিন্তু মুস্কিল হল,— বাসা ত জানিনা! তখন শ্রীগুরু শরণ—যাক সে কথা। জানতে পারলুম—এই স্টেশনে এই ট্রেণে উঠবে। তাই অপেক্ষা করছিলুম। সে তো হ'ল, এ দুর্লভ বস্তু অতি পবিত্র স্থানে রাখতে হবে, হাতে দিতে পারবোনা। দাও দিকি তোমাদের স্যুট্‌কেস্ আর পুঁটলি-পাঁটলা যা আছে। আমি স্বহস্তে তোমাদের সামনেই একটা যোগ্য স্থান খুঁজে রেখেদি। বাড়ী পৌঁছে গঙ্গাস্নানান্তে শুচি অবস্থায় খুলে ধারণ কোরো।"
এই বলে স্যুট্‌কেসের মধ্যে পবিত্র স্থান খুঁজতে বসলেন। কি যত্ন করেই প্রত্যেক জিনিষ তন্ন তন্ন ক'রে দেখতে লাগলেন।

"ইস্—সব যে অনাচার করে রেখেছ। ওটা দেখি।"

এমন সময় আপনার অনিলবাবু ব্যাগ হাতে করে পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন,— আমাদের দেখতে পাননি। আমিই চিনলুম।

বল্লেন—"এ কি, আপনারা এখানে?" সাধুজিকে দেখতে পেয়ে,—"এই

যে আপনিও! সেই নির্মাল্য নিয়ে নাকি? ধন্য আপনারা! এই কাজের জন্য এত কষ্ট স্বীকার!" ইত্যাদি অনেক কথা।

সাধু তাঁকে বললেন, "আপনি ঐ স্যুটকেস্‌টা দেখুন দেখি, নির্মাল্য রাখবার মত স্থান যদি মেলে; ট্রেণ আসবার আর বিলম্ব নেই।"

"আপনি এত শুদ্ধাচারে বয়ে এনেছেন, স্থানাভাবের জন্যে শেষে কি......।

উভয়ে কেস্ পুঁটলি-পাটলা পাতি পাতি করে খুলে ছড়িয়ে শেষ সাধুজিই পবিত্র স্থান পেলেন। বল্‌লেন—"যাক্, আপনারা খুব ভাগ্যবান, এখন সব তুলে ফেলুন।"

অনিল বাবু একখানা বই তুলে নিয়ে বললেন—"এই বইখানা পড়বার লোভ যে সামলাতে পারছিনা। রেখে গেলে ক্ষতি আছে কি? পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই ফেরং পাবেন।"

গাড়ী এসেই গিয়েছিল, যা তা করে জিনিসগুলো কতক স্যুট্‌কেসে ভরে' কতক পুঁটলি বেঁধে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লুম। তাঁরাই সাহায্য করলেন। হাঁ, সাধু বলে বটে একে! এমন interest সহোদর ভাই পর্য্যন্ত নেয়না! কাশীতে লোকে সাধে আসে! ছুটি পেলেই আপনাকে বিরক্ত করবো মশাই।

Life of Sivaji (শিবাজীর জীবনী) খানা পড়তে না দেওয়া কি আর ভাল দেখায়। ট্রেণ ছাড়লো, চলতে চলতে বললুম—"পরের বই, একটু সত্বর সেরে নেবেন।"

আজ তাঁর পত্র পেলুম—"বইখানা বড় ভাল লেগেছে, কি প্রাণস্পর্শী! আরো কিছু বিলম্ব হবে। বলেছিলেন পরের বই, তাই বড় লজ্জিত হচ্ছি। যাঁর বই তাঁর নাম ঠিকানা অবশ্য অবশ্য পাঠিয়ে দেবেন,—এটি আমার বিনীত অনুরোধ। যদি আবশ্যক হয়, তাঁর কাছে সময় চেয়ে নেব, আপনাকে তাঁর কাছে লজ্জিত করতে পারবোনা। তাঁর ঠিকানাটি সত্বর

জানাতে ভুলবেননা," ইত্যাদি।

বই অপরের বটে, কিন্তু ও-কথাটা ব'লে দেখছি ভালো করিনি। আর ঠিকানার তরে তাঁর এত আগ্রহ প্রকাশ কেনো! সে বইতো কিনতে পাওয়া যায়। আপনি অনিল বাবুকে চেনেন,—বলে দেবেন, তাড়াতাড়ি নেই, পড়া হলে ফেরৎ দিলেই হবে।"

* * * *

প'ড়' মাথাটা যেন জড়ের মাথা দাঁড়িয়ে গেল! এ কি সব কাণ্ড! ট্রেণ ছাড়বার আসন্ন মুহূর্তে প্লাটফর্মে ভদ্রলোকদের পাঁচটা পুঁটলি তিনটে সুটকেস ঘেঁটে নির্মাল্যের স্থান মেলেনা! এরা যে মায়ের চেয়েও দরদী দেখছি। কি রকম নির্মাল্য রে বাবা! বইখানাই বা আটকালে কেনো। শিবাজীর জীবনকথা, সেতো সবাই জানে—ওঁদের এতো মিঠে লাগলোই বা কিসে? বইখানার মালিকের নাম জানবার এত আগ্রহই বা কেনো, —একেবারে মাথার দিব্যি! কেলে ছোঁড়ার ওপর ভারী চটে গেলুম।—

—তবে অনিলের দেশভক্ত বীরেদের ওপর আন্তরিক ঝোঁক আছে বটে, লোকটা দেশ দেশ করে পাগল। তাই হবে।

কিন্তু এ ছোঁড়ার কি শিক্ষা, উঃ। নির্মাল্য রাখবার যায়গা পায়না! নিশ্চয়ই কিছু সরিয়েছে।

—বিন্ধ্যাচলে এরা আমাকে বললে এক,—আর সেই রাত্রেই এখানে হাজির,—দু'জনেই! আমাকে লুকোবার দরকার কি ছিল?

—তাই তো, কাশীবাস যে সামলানো দায় হল। এত শুভানুধ্যায়ী! এত শুভানুধ্যায়ী সইলে যে হয়। এরা খুঁজে খুঁজে গায়ে পড়ে ভাল করতে চায়!

তাড়ালে দেখছি।

## ৮

ছোকরা তিনটির তবে মনটা খারাপ হয়ে রইলো। এ আবার কি ফ্যাসাদ। নির্মাল্যের প্রভাব তো কম নয়!

অনিলের দেখা নেই।

ঘাটের দিকে না গিয়ে—'বেনিয়াপার্কে' গেলুম—ভিড় কম থাকে। গিয়ে দেখি সেখানেও ছেলেছোকরাদের জমায়েৎ মন্দ নয়।

এ কি অনিলও বেড়াচ্ছে। গেরুয়া নিলে কবে!

শুনলুম,—"সহসা গুরুজির আকর্ষণে সেই রাস্তে এসে পড়ি। তিনি বিশেষ কৃপা করেন কিনা; একটা ভারি শুভযোগ ছিল,—ক্রিয়া দেবেন বলেই টেনেছিলেন। তাই এই বেশ। আপনার কাছে যেতে পারিনা বটে —না গেলেও এখন কিছু কিছু জানতে পাবি,—"চেৎসিং" দেখছেন না? হেষ্টিংসকে ক্যায়সা ঘোল খাইয়ে দিয়েছিল! এখন দরকার ওই রকম লোকেরই! বেরুবে নিশ্চয়ই, কি বলেন? বেটাদের বড় বাড় হয়েছে, —হুঁ হুঁ অতি দর্পে"...

আমি আর বলবো কি,—একেবারে স্তব্ধ। এ কি অদ্ভুত ক্ষমতা! এও তো দেখছি মেরে নিয়েছে—এত বড় বিষ্যে......

"কি, আশ্চর্য্য হচ্ছেন? আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। গুরুর কৃপা হলে; ...আর একটু এগুই, তারপর যা মনে আছে;—একেবারে বেড়া-আগুন"—! ইত্যাদি অনেক কিছু।

—"এই দেশের অন্নজল খেয়ে দেশের জন্যে কিছু করবেন না?—হাতে অমন্

অমন্ ছেলেরা রয়েছে ! ওরাই তো সব। আর একদিন চলুন না”…

“যাবার খুবই ইচ্ছা হয় অনিল,—দিনগুলো মিছিমিছি আসে যায়, কিছুই হচ্ছেনা। আচ্ছা তোমায় বলবো।”

তারপর বইখানার কথা উত্থাপন করতেই,—“ও সেই শিবাজীর জীবন-কথা ! কি করবো মহা মুস্কিলে পড়েছি।—মহাপুরুষই হোন আর জীবন্মুক্তই হোন, দেশের ওপর টান দেখছি ভেতরে ভেতরে থেকেই যায় —স্বর্গাদপি কিনা। বইখানা আমার হাতে দেখে কি আগ্রহেই চেয়ে নিলেন, বললেন –‘ওঃ—ওতে সিদ্ধ রামদাস স্বামীর কথা নিশ্চই আছে, এখন প্রদেশে প্রদেশে রামদাস স্বামীর দরকার। তাঁর পুনরাবির্ভাব হলেই দশদিকে দশটি শিবাজী দেখা দেবে। সেই দিনের অপেক্ষাই’……

– “আর বললেন না, মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল, ভ্রূ কেবলই কোঁচকাতে লাগলো, একটা গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।—শেষ বললেন ‘বইখানা রেখে যাও—দেখবো।

“পাঁচদিন পরে বললেন—‘যে এমন বই রাখে সেই দেশভক্তের নাম ধাম ..ম আমায় জানতেই হবে;—আমি স্বয়ং সঙ্কল্প করে তাকে আশীর্বাদ করতে চাই’।

—“তাঁর এ কৃপা সহজে কেউ পায়না। তাই অপেক্ষা করছি, বইখানি ফেরৎ চাইতে পারছিনা। চাওয়া যায় কি ? বলুন ?”

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। এই সময় পাশ ঘেঁশে পাঁচসাতটি তরুণ –হাস্য-মুখর আনন্দ-হিল্লোলের মত এগিয়ে গেল।

আমি অনিলের কথার জবাবে বললুম,—“বয়ের জন্যে কোনো তাড়া নেই, —প্রভু যতদিন ইচ্ছা রাখ্তে পারেন—আমি তাদের…”

আমার কথায় তার কান ছিল কিনা সন্দেহ। তার চক্ষু আর মনের সারা শক্তিটা সেই ছোকরা কয়টিকে একান্ত ভাবে বেষ্টন করে ছিল। সে বলে

উঠলো,—"অমল গেল না ?—অসাধারণ ছেলে !—আচ্ছা আমি এখন চললুম···ও গুরু-ভাই যে······"

সামনের আঙুলে ভর দিয়ে—বকের চালে দ্রুত তাদের পেছু নিলে।

অমন করে যায় কেনো ! গুরুভাইকে চমকে দেবে বুঝি ? বয়সের ধর্ম সাধুদেরও ছাড়েনা।

বাসায় ফিরলুম।

* * * *

"চেৎসিং" যার কাছে পেয়েছিলুম তাকে ফিরিয়ে দিলুম। কিন্তু বই না হলেও দিন কাটেনা। যা পেলুম তা আবার 'কুমারসিং'। 'সিং'কে মহাপুরুষেরাও দেখছি পছন্দ করেন না ! দূর কর,—চায়ের দোকানই ভালো।

যাই, বসি, গল্প-গুজব আর নানা আলোচনা শুনি ! বাদ কেবল ধর্ম-কথা। অনেকেরই অবস্থা আমারি মত—কষ্টে কাশীবাস। তবে পূর্বের পুরাতন পোষাকগুলো আছে,—তারাই সম্ভ্রম বজায় রাখে ; জুতোয় কেবল ধরা পড়ে। কেটো-পয়জারই পনের আনা,—তাতে ভারি আরাম নাকি। আর দেবতা দর্শনেও সুবিধা। জুতোর মধ্যে প্রাণটা বাইরে রেখে মন্দিরে মাথা গলাতে হয়না।

একটু শাঁসালোরা দুজনের মত রাবড়ী আর ক্ষীরমোহন কিনে ফেরেন। দু' একজন আবার সংবাদ-পত্রের সম্বয। দেশের গরম খবর-গুলি বেছে বেছে উৎসাহ উত্তেজনার সহিত শোনান, মতামত চান। বড় হরিদাস আর কি,—তিনিও উচ্চ রবে জপ করতেন—যাতে পশুপক্ষীও হরিনাম শুনে তরে যায়।

অনুকূল বলে,—"এই দেখনা—আর কদিন! দেখচো না দেশের ছেলেদের কি রকম হাওয়া ফিরেছে—বল বাড়াবার দিকে কি রকম নজর পড়েছে! এতবড় কাশীর বাজার ডিম্ জুগিয়ে উঠতে পারছেনা ; জোড়া তিন আনায় দাঁড়িয়েছে,—তাদের কুছ্ পরোয়া নেই। সাধনা একেই বলে। দিন সন্নিকট,,—বেঁচে থাকুক—যেন দেখে যেতে পারি। এখন মা একটু মুখ তুলে চাইলেই হয় ; কি বলো ?"

"কি বলো" আর 'কি বলেন' এর জ্বালায় আমাকেই সবাই অতিষ্ঠ করে তোলে।

মুকুন্দবাবু বলেছেন,—"খবরদার কারুর কোনো কথায় মতামত দেবেন না, আমার এই কথাটি রাখবেন! কে কেমন লোক, কি ভাবে তা নেবে, বলা যায় না!"

তাই চুপ করে থাকি। একদিন অনুকূল বল্লে—"কি এতো ভাবো বল দিকি,—কাশী এসে আবার ভকাটা কার? প্রাণের কথা কবার জায়গাই তো এই—না সায়েব না শত্রু, পরোয়াটা কার?"

বলি—"ভাবি কি জানো,—কি করছি—কাশী এলুম কেনো? তখন ববং আপনার লোককে দু' পয়সা সাহায্য করতে পারতুম। এসে কেবল সেইটে ঘুচিয়েছি—"

"ওঃ বুঝেছি। তোমার কাজে থাকা দেখছি ছিল ভালো।"

"আমারও তাই মনে হচ্ছে।"

"কাজ করবে? সেও দেশেরই কাজ।"

আমি চুপ করে ভাবতে লাগলুম।

'শোনো' ব'লে একটু তফাতে গিয়ে অনুকূল বল্লে—"কাজ কিছু নয় রে ভাই, দেশে হিঁদুর সংখ্যা দিন দিন কমে আসছে, জানো ত'—অবস্থা শোচনীয়। অ-মুসলমান নাম তো হয়েইচে! কয়েক বচরে হিন্দুস্থান

নামটাও লোপ পাবে। তাই এখন তীর্থে তীর্থে সন্ধান নিয়ে দেখা চাই, এখনও কতো ধর্মপ্রাণ হিঁদুর ছেলে নিত্য আসে যায় এবং তারা বিবাহিত কিনা। কারণ সংখ্যা বাড়াবার ওই একমাত্র অমোঘ উপায় আমাদের এখনও আছে। সকল দেবতাই তো ত্যাগ করেছেন—কেবল এই দুর্দিনে একমাত্র মা ষষ্ঠীই আমাদের অনুকূল আছেন—গুষ্টী বাড়াচ্ছেন। এ কাজে কেবল একটু সূক্ষ্ম বুদ্ধি আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দরকার। তা তোমার আছে।—ট্রাভলিং পাবে, তীর্থ-দর্শনও চলবে। কেমন ?—মনের মত হয়েছে তো ?"

বল্লুম—"অনুকূল, তুমি তো জানো—কাশীর গরম সহ্য করতে পারি না, আমাকে অন্যত্র পালাতে হয়,—যা দু'চার বছর কাটিয়েছি তা দশ বছর আয়ুর বদলে। তবে সেটা আর ক্ষতি বলে মনে হয় না, কিন্তু কষ্টটা যে আর সইতে পারি না। তা না তো"…… ..

"ওহে, পেটে খেলে ওটা আর মনেই হবে না,—বুঝলে ?"

"ভেবে বলবো ভাই।"

"খিদে নেই তাই বলো! তোমার ভালর তরেই বল্‌ছিলুম, তোমাকে পেলে…আচ্ছা, কালই যেন শুনতে পাই। চাকরি জিনিষ কারুর মুখ চায় না; যে শুনবে সেই লুফে নেবে। তুমি পরিচিত বলেই,…বুঝলে ?" ইত্যাদি।

অনুকূল চাকরি দেয়! এ আবার মুরুব্বি হল' কবে? বঙ্কিতদের পাওনার মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে নাকি!—আবার চাকরির লোভ দেখায় যে! উঁহু, স্বভাবকে বিশ্বাস নেই! বিকেলে বেড়ানোও বন্ধ হল' দেখচি। মুকুন্দবাবু আসেন,—কথাবার্তায় সন্ধ্যেটা কেটে যায়। অন্য সময় পড়ি—'If winter comes' সেও এলো—গেলো।

এখন বসন্ত এলেই বা কি, আর গেলেই বা কি! সজ্‌নে খাঁড়াটা প্রচুর জোটে, এই যা। মনে পড়ে বটে—

"বহুকাল গত বসন্ত দিন—
এসেছিল এক অতিথি নবীন"—

তিনি তাঁর পাওনা আদায় করে চলে গেছেন। এখন 'অতিথি অজানার' প্রতীক্ষায় এ কি বিড়ম্বনা! কাশী পাবার প্রত্যাশায় এ কি পেহাড়।
দিন আর কাটে না। অনেক ভুগিয়ে দোশরা বৈশাখ এলো। আমিও-বাসায় তালা চড়িয়ে মুকুন্দবাবুর কাছে বিদায় নিতে গেলুম।
"এই যে—ভয়ের নাকি? বেশ বেশ, শুভস্য শীঘ্রং"।
আমি তো অবাক্। লোকটা পাথরের তয়েরি না কি!—মৌখিকতার মিষ্টতাও এঁর কোষ্টীতে লেখেনি!
বললুম—"দেখবেন,—বাসাটা রইলো।"
"আর কিছু বইলো না তো—কোনো বইটই কি কাগজ-পত্র রেখে যাচ্ছেন না তো?"
"বাসায় তালা দিয়েছি।"
"ওঃ,—চলুন একবার দেখে নি।" বিরক্তি চেপে চললুম। চলে যাবার সময় আর……
কেবল বই আর কাগজপত্র দেখলেন, কিছুই ছিল না। একজন "নন্দকুমারের ফাঁসি" বলে একখানা বই সমালোচনা করতে দিয়েছিলেন, সেইখানা তুলে নিলেন।
বোধ হয় পড়বার ইচ্ছে।
বললুম,—"পড়বার মত আর কিছু নেই। আগে বললে……"
"ওই একখানাই যথেষ্ট। মাজিনে অনেক কিছু রয়েছে যে?—সেখানে সাধুটাধু আছে নাকি?
"না মশাই,—ওইটি নেই।"

"যাক্, ভালই হয়েছে।"

ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে পড়লুম,—লোকটা কাশীবাস করে কেনো!

৯

কাশী ছাড়তে সত্যই কষ্ট হয়। এখানে একবার এলে, ঠেলে বার করতে হয়। একেই বলে স্থান-মাহাত্ম্য। সেটা,—কি ভজন-বিলাসী, কি ভোজন-বিলাসী সকলকেই সমান টানে। ভাগ্যবানদের আবার মহাপুরুষও মেলে,—এটা বড় কম কথা নয়!

এমন স্থান ইচ্ছা করে,' আর কে ছাড়তে চায়? হতভাগ্য আমি,—আমারই সইচেনা। ভাগ্যে এমন তেজপুঞ্জ হুতাশন মূর্তি মিললো যে, মানসে আনলেই শিউরে উঠি। হ'লনা দেখছি। কি করি—দেবদেবীর মাহাত্ম্যও যেমনি,—আবার পাঁচভূতের দৌরাত্ম্যও যে তেমনি।

যাক, ভেবে আর কি করবো। গুরুদেবের সেই এক্সে-রে চড়ানো চক্ষু দুটির অগোচর তো কিছু নেই,—সবই জানতে পারবেন। বিড়ি খাওয়াও বাদ দিতে হয়েছে। বলেন,—"সাধনার পথ—হিংসার পথ নয়, ও-সব চলবেনা।—মনে রেখ—ওটার জন্ম সিগারেটের উপর বিদ্বেষ-বুদ্ধি হতে ·"

বুঝতেই পারিনা—বিড়ির মধ্যে হিংসার বীজ কোথায়।

—গরীব পোষা জিনিষ, অনিল বুঝিয়ে দিলে—"এটা সাম্য সাধনার প্রথম সূত্র,—সর্বভূতে সম দর্শন অভ্যাস ক'রতে আদেশ করছেন,—প্রসন্ন হয়েছেন। হরদম সিগারেট্ চালাননা,—তাতে তো তাঁর মানা নেই। এই নিন্‌না," বলেই সিগারেট্ এগিয়ে ধরে।

বলি,—"কাশীবাসের সঙ্গে ওটা খাপ খায়না ভাই, অবস্থায়ও কুলয়না।"
অনিল বলে,—"মাপ করবেন, নেশা জিনিষটা খাপ খাওয়ার অপেক্ষা রেখে কোন দিন চলেনি—চলেও না। আর কাশী তো ভোগের রাজ্য মশাই—ভিড় দেখে বোঝেননা! পঞ্চাশ থাল রাজভোগ বাদশাভোগ—রাত ন'টা না বাজতেই সাফ! বেলা বারোটা না বাজতেই—দেড়শো জবাই খাসী উধাও! তিন চোয়ানেও চাষের রেহাই নেই! তিরিশ সের রাবড়ি,—দাঁড়া ভোগেই সাবাড়,—বাসায় পৌছুতে তর সয়না। 'ওয়াটার-ওয়ার্কস্' গয়লার বাড়ী জল যুগিয়ে উঠতে পারেনা,—বেচারারা তবু একটি ফোঁটা—মাটিতে ফ্যালেনা। এ সব যায় কোথায় মশাই?—এ কি বিন্দাবন পেয়েছেন যে, কেষ্টো-ধনের চোক টাটাবে,—বাঁদর লেলিয়ে লোটাটা কাঁথাটা পর্যন্ত টেনে নেবেন? এটা মুক্তিক্ষেত্র মশাই,—এক 'ওয়াগন' সিগারেট্ মুক্তি-কামনায় নিত্য প্রাণ দিতে আসে! একা বিশ্বনাথ পেরে উঠবেন কেনো, —ছেলে-বুড়ো, যিনি আসেন, তিনিই সাহায্য করতে লেগে যান।—নিন্" বলেই আবার সিগারেট্ দেয়!
বলি, —"না ভাই থাক। নিত্য ছ'আনা, পেরে উঠবোনা,—ন দেবায় ন ধর্মায—যাক্ আমি দুই-ই ছাড়লুম।"
বলে,—"ও কি বলচেন? এটা যে খাঁটি 'পরার্থে'—ধর্ম নয়? তবে আর মহাপুরুষের এতো মাথাব্যথা কেনো? আপনাদের স্বামিজীও তো বোলে গেছেন—'সেবা-ধর্ম'—না?"
বলি, —"পেনসন নিয়ে যে অর্ধাসন স্বীকার করেছি,—পারবো কেনো।"
বলে—"কেনো? অনুকূল কিছু বলেনি? আপনার ওপর যে গুরুদেবের গোপন কৃপা রয়েছে,—বুঝতে পারচেন না! ও-কৃপা পেতে আমাদের দেড় বচর লেগেছিল,—তা জানেন। —হিঁদুর খোঁজ খবর রাখাটা যে প্রত্যেক হিঁদুর কর্তব্য। দেশের কাজ,—আগার ওষুধ দুই দেয়।"

ইত্যাদি সুবিধে অসুবিধের অনেক কথাই ভাবতে ভাবতে ক্যান্টনমেন্ট্ স্টেশনের দিকে চলেছি। একবার মনে হল—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলছি না তো? যে অদৃষ্ট,—অসম্ভব নয়! মনটা দ্বিধায় দুলতে লাগলো। পরক্ষণে মহাপুরুষকে মনে মনে স্মরণ করতে গিয়ে ছ্যাঁচের আঁচেই কেঁপে উঠলুম। মুখ থেকে বেরুলো—"গাড়ি-ওয়ান্ জল্দি হাঁকাও।"
ঘোড়ার পিঠে চাবুক পড়লো।

## ১০

'ইন্টার-ক্লাসের টিকিট-ঘরের ফোকরে উঁকি মেরেছি টিকিট্ চাইনি। ভিতরের—সিগারেট-মুখে টিকিট-বাবুটি দড়িবাঁধা আধখানা পেন্সিল্ হাতে, হিসেব মেলাচ্ছিলেন। এক ঝলক্ ভস্মলোচন চাউনি হেনে, বেজায় মুখভঙ্গী সহ—"যাবেই তো—যাক্, আপনাদের গর্ভেই যাক্" বলে, পেনসিল্টা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন!
আমি তো অবাক্!—"কি হয়েছে মশাই—আমাদের গর্ভে কি যাবে?"
"আর আছেই বা কি,—এই পঁয়ত্রিশ টাকার চাকরি! ভিটে বেচলেও ও-সাতান্নো টাকা জুটবেনা! দিন নেই রাত নেই সিগারেট্ টেনেই কাটছে, ঠোঁট্ দু'খানা তো সিগারেট-ধরা চিমটেয় দাঁড়িয়েছে,—ধোঁয়ে ধোঁয়ে দেহের দশাও পোড়া-কাট্! সুখ কতো,—চুলোয় যাক্।"
তাঁর অবস্থা দেখে উন্মুখ-হাসি হঠে গেলো, বললুম—"আপনি নিশ্চিন্ত হোন্,—আমার গর্ভে চাকরির স্থান নেই..."
"আপনাকে বলিনি মশাই।—এদিকে সাতান্নো টাকা মিলচেনা, উদিকে

বাহাত্তোর বেটা চাকরীর জন্যে হাঁ করে'—রেল-লাইনে হত্যে দিয়ে রয়েছে। চাকরির কদোর কতো,—এর জন্যে আবার সাতবেটা কুচ্‌কুচে ট্যাস্ টানাপোড়েন লাগিয়েছে। অ্যাদ্দিন্ নাকি বিলেতে ছিলেন, পৈত্রিক সম্পত্তির দাবী করতে এসেছেন। চাকরি কি আর থাকবে,—ওই 'কোল্-মাইনে'ই যাবে! অথবা—ক্ষত বাগদ্বারে—বড়বাবুর শ্যালকও পমস্ পরে খাড়া পাহারা দিচ্ছেন। কারুর না কারুর গর্ভে ও গিয়েই রয়েছে!"

একটা নিশ্বাস পড়লো। সঙ্গে সঙ্গেই দুঃখের হাসি ফুটিয়ে বললেন—"হুঁঃ", মেয়েটার জন্যে একটা ফ্রক্ নিয়ে যেতে বলেচেন!—সেই ( luck ) লক্ই বটে। আবার সিল্কের চাই! এখন মিল্ক্ (milk ) জুট্‌লে বাঁচি!"

আমি তাঁর অবস্থা দেখে, টিকিট্ চাইতে পারচিনা! মন তাঁর বেজায় বিক্ষিপ্ত। নচেৎ একজন অপরিচিতকে সামনে পেয়ে—এতটা দুঃখ জ্বালা প্রকাশ করবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। মনের ভারটা আমার মনের ওপর খালাস করে' বোধ করি একটু আরাম পাচ্ছিলেন।

আমি ভারমুক্ত নই,—তবে রকম আলাদা। তাই সহৃদয় শ্রোতার মতো শুনতে লাগলুম,—ব্যথা যে বাদ যাচ্ছিল—তা নয়।

পুনশ্চ—"এসে একবার মুখটা দেখুক্ না,—হুঁ হুঁ এ (B. N. W.) 'বি, এন্, ডব্লু' বাবা! বেটাদের আনা পান্দের পল্টন্ দেখুন্ না—নারায়ণী সেনা মার্চ করে চলেচে!—যার খুসী এসো বাবা, কিন্তু স্ত্রী পুত্র আর নিদ্রার সঙ্গে ফারখৎ লিখে,—চোক্ দুটি নিয়েও আর ফিরতে হবেনা, তা বলচি। যাক্, আমার অন্ন ওই সাতান্নই খতম্ করবে।"

আবার একটি নিশ্বাস ফেলে, আর গায়ের সবুজ র‍্যাপারখানা একটা 'পিজন্-হোলে' গুঁজ্‌ড়ে ফেলে,—"দিন্—ক্ষতক্ষণ আছি" বলে' হাত বাড়ালেন।

তাঁকে দেখে সত্যই কষ্ট হচ্ছিলো। বললুম—"হিসেবটা কি গোলমেলে ?" আমার মুখের দিকে চেয়ে—"ও আর শুনে কাজ নেই মশাই, দিন্। বেটাদের যেমনি খাতা—তেমনি পাতা,—বোধ হয় চিত্রগুপ্তের চালান্! তিয়াত্তোর লাইন্ ঠিক্ দিক্না কে দেবে! আমাদের খাস্ বর্দ্ধমানে বাড়ী মশাই.—পিঠখানা ছিলো গুরুমশায়ের বেতের ক্ষেত্...আমিই হার মেনেছি! বড়বাবুর সম্বন্ধীর হাতে না পড়লে ও-আর মিলচে না মশাই মিল্‌চে না! বেটা মুকিয়ে আছে"...

আর থাক্‌তে পারলুম না, বলে' ফেললুম,—"একবার দেখতে পাই ? দিন্‌না দেখি,—আপনি ততক্ষণ পূর্ণিয়ার একখানা টিকিট্ ঠিক্ করুন !"

বাবুটি নির্বাক্ বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন—"পূর্ণিয়ার! সবনাশ, তার চেয়ে যে আমার ঠিক্ দেওয়া ভালো! বরং 'কাটিহারের' নিন্ মশাই। ওখান থেকে পূর্ণিয়া আর কতটুকু! ও-টুকু ফাউ মেরে দেবেন ;—এ-বেটাদের দেখবার কেউ নেই।"

এবার হাসি আর রুক্‌তে পারলুম না,—"আচ্ছা তাই দিন।"

হিসেবে আমিও মহাপণ্ডিত,—কেবল বেচারার অবস্থা দেখে ঝুঁকেছিলুম। ট্রেণ আসতেও দেরি আছে।

"ও হবেনা মশাই—হবেনা,—রেখে দিন্।—ও চাক্‌রি নিতে এসেছে—নেবেই।"

"আচ্ছা, দেখিইনা একবার।"

বাবুটি আর পাঁচজনকে টিকিট্ দিতে লেগে গেলেন। আমি—পাঁচ আর সাতে বারো আর ছয়ে আঠারো—আরম্ভ করলুম।

দেখলুম—ভুলের কারণ আর কিছু নয়—গোটা কয়েক সংখ্যার ওপর দিয়ে কল্ চলে গেছে, সেই সংখ্যাগুলি বাদ দিয়ে ঠিক্ দেওয়ায় এই অনর্থপাৎ!

তাঁকে দেখিয়ে আর বুঝিয়ে দিতে বেগ্ পেতে হলনা! তিনি লম্বা সার্টি-ফিকেট্ দিয়ে বললেন—"উঃ বাঁচালেন মশাই!—ঠিকুজিতেও রয়েছে, দিনই চাকরি করতে হবে,—চাকরি নেয় কোন ব্যাটা!—আমার জন্যেই এসেছিলেন, দিন্ পায়ের ধুলো দিন্! একটা সিগারেট্ টানুন; আমার আহারই ওই—পয়সা তো লাগেনা,—নিন্"—

ট্রেণ এসে গেলো। টিকিট্খানা 'কাউণ্টার' থেকে তুলে নিতেই, পেছন থেকে কাঁধে একটা চাপ্ পড়লো। চেয়ে দেখি—পাগ্ড়ি বাঁধা এক দীর্ঘমূর্তি কাঁধের ওপর ঝুঁকে।

একটু অপ্রতিভ ভাবে বললেন,—"মাপ কইরবেন বাবু, হামি পাণ্ডা আছে,—হামিও যাবে।"

সে-কথায় কাণ না দিয়ে ট্রেণে গিয়ে উঠলুম। দেখি—পাণ্ডাজিও আমার কামারাতেই উঠলেন।

## ১১

ট্রেণ ছাড়লো, একটা স্বস্তির নিশ্বাসও পড়লো। যেন এ যাত্রা···। কেনো যে এমনটা হয় তা ভেবেই পাইনা।

স্টেশন্ থেকেই একখানা 'পত্রিকা' কিনেছিলুম। অনেক দিন কাগজ দেখিনি—সাগ্রহে খুলে ফেললুম। দেখি—বড় বড় হরপে 'হেড্ লাইন্'—"বেনারসে ধরপাকড়!"

এ আবার কি! বেনারসে? কই কিছুই তো শুনিনি!—পড়তে বসলুম। পাণ্ডাজি ব্যগ্রভাবে ঘেঁসে এসে বললেন,—"বাংলা আছে?"

"না—ইংরেজি।"

"পাইনীর ?"

"না—পত্রিকা।"

"কি লিখতেছে বাবুজি ? তেজ্‌ আছে না ফিকা ?"

ভালো জ্বালা—এখানেও নিশ্চিন্ত হবার জো নেই ! তরজমা শোনাতে হলেই তো গিছি।

ভালো করে তাঁর দিকে চাইতে হ'ল।

বেশ জবোর গোঁফ,—দশ বিশ গাছায় পাকা রংও ধরেছে,—বোধ হয় অকালে। কারণ পাগড়ির নীচে যে কেশগুলি বেরিয়ে রয়েছে, তা বেশ কুচকুচে। মুখ দেখলেও মনে হয়—ত্রিরিশের এ-পারেই হবেন। গাত্রবস্ত্র—মেরজাই, খাঁটি খদ্দরের, পাগড়ি কাশী-সিল্কের। পায়ে যা রয়েছে, তা ইণ্ডিয়ান-আর্ট ছাড়া জন্মাতেই পারে না।

একটু হাসি-মুখেই বললুম—"পাণ্ডাজি খবরের কাগজের খোঁজ্‌ রাখেন দেখছি,—'পাইনীর'ও জানেন।"

তিনি সহাস্যে বললেন—"আপনদের সেবা করি,—হামার সোবই বাঙ্গালীর কারবার, কোতো রোকোমের যাত্রী আইসেন। তাঁদের কাছে কুছু কুছু শুনতে পাই বাবুজি। জোমানাটি কেমোন আছে,—সোব জানছেন তো।" যো কুছু কোরবে—বাঙ্গালীই কোর্‌বে। ইয়েতো ইলম কি হামাদের আছে।"

"সে কি পাণ্ডাজি,—আপনাদের এ সব মাথায় করা কেনো। বাবা বিশ্বনাথের সেবা নিয়ে আছেন,—তার চেয়ে আর বড়ো কি আছে ? পরকাল পাকা হয়ে যাচ্ছে। বেশ সুখেই তো আছেন। খেতে পরতে না পেলেই তো লোক খ্যাপে"...

"শিবো শিবো ! আপনি বাঙ্গালী হোয়ে কি বলেন বাবুজি ! হামরা কি মানুষ না আছে,—ভারত-মাতার দুক্ষু কোষ্টো দেখচে না ? হামি একা পেট ভরিয়ে খাবো, আউর আমার লাগো ভাই খাবেনা পিন্‌বেনা দেখবো ?

শিবো শিবো,—হামাদেরকে ইয়েমন পশু ভাবেবেননা বাবুজি। চলিয়ে,—সোব টাকা মজুদ্ আছে,—লেন্‌না কোতো চাই। কুছু তো কোরুন; হামরা সোকোলে আপনকারদের মুখ্ তাকিয়ে আছে। বিশ্বাস কয়েন,—গোপন কোরবেননা বাবু,—হামরা তাঁবেদার আছে"…

আবেগ আর উত্তেজণায় তাঁর মুখের পূবভাব বদলে গেল।

এক দিকের গোঁফ্ তাঁর বিনয়-কাতর ভাব পরিস্ফুট করে যেন কতকটা ঝুঁকে পড়লো।

এ কি ফ্যাসাদ,—আমাকে পেয়ে-বসে কেনো! বললুম,—"পাণ্ডাজি, আমার বয়েস হয়েছে, বাবা বিশ্বনাথের কৃপা-প্রার্থী হয়ে কাশী এসেছি। দুঃখ কষ্টের কথা যা বলছেন, তাও মিথ্যা নয়,—শুনলে কষ্টই হয়,—ঐ পযন্ত। এখন সকল ভারই বাবা বিশ্বনাথের উপর। তাঁর বিশ্ব তিনিই দেখছেন, তিনিই সকলের মঙ্গল করবেন, —এই আমার বিশ্বাস"…

"না বাবুজি—ওমোন কথা বোললে হোবে না,—প্রাণের কথা কয়েন্। বিশ্বনাথজিও আপন ত্রিশূল শিঙ্গা ডম্বরু তেযাগ্ কোরেন না। তিনি ধ্বংসের সাক্ষিযাৎ দেবতা আছেন। বাবাই তো তাণ্ডব লাগাবেন—চেলা শিষ্য সামন্তও তো চাই? তাঁর প্রভাবেই তো ভৈরব দেখা দিবে। কি বলেন বাবুজি—মিথ্যা বোল্‌চি? জাগ্রত্ মহাকাল আছেন"…

আমার 'পত্রিকা' পড়া ঘুরে গেল। বললুম—"মিথ্যা কেনো বলবেন পাণ্ডাজি; —তবে, আমার কিনা কাশীতে মোরতে আসা, তাই ওই অধিকারটুকুই বিশ্বনাথের কাছে প্রার্থনা করি। ও-সব শুনে আমার আর ফল্ কি?"

পাণ্ডাজি চোখ মুখে অবিশ্বাসের হাসি টেনে বললেন,—"হামি ছাড়ছেনা বাবুজি,—আপনি আস্‌লি বাঙ্গালী আছেন, হামি চেনে। ঠিক্ কইয়েচেন,—সত্য কইয়েছেন,—দেশের জন্তে প্রাণ বিসর্জন কোরতে আপন্‌কার মতো কাশীতে আর্ কয়জন আসে? উমর্ হইযেছে তো কি হইযেছে

—আচ্ছাই হোইয়েছে,পাকা হইযেছেন। আপন্‌কে তো লড়াই কোর্‌তে হোবেনা,—সে হাম্‌রা আছে। উপ্‌দেশ তো দিবেন, ওই তো প্রয়োজন বাবুজি"...

চট্ পাগড়ির মধ্যে থেকে একটি বিল্বপত্র বার কোরে বললেন,—"এই বাবা বিশ্বনাথের অর্ঘপত্র লিইযে মিথ্যা কইবোন',—বিশ্বাস করেন বাবুজি" .. এই বলে,' খুব নীচু গলায় সুরু করলেন,—"আপনকার দুটি বাঙ্গালী যুবককে এই গরীব পাণ্ডা সাত দিন আপন কোটুরিতে ছিপিয়ে রাখিযে ছিলো। নিত্ তালাস কোরতে আইযেছে। হামার জোরুর সাড়ী ওড়্‌না পিনিয়ে, তাদেরকে আলাহিপুরা টিসন্ পহুঁছে, গাড়ীতে বইঠিযে গিছি। পন্দেরো টাকা সাথে ভি দিছি। দোহাই বাবুজি প্রকাশ না হোয়।—তারা ছাপরেমে হামারই সমন্ধীর বাড়ী রইয়েছে। সাথে ভোঁমা ভি আছে,—কুছু ডর রাখেনা, পূরা বহাদুর আছে। পাকড়াবার জন্যে পিছে পচাশ জন ঢুঁড়ছে,—ইনাম ভি ভারি হোযেছে। হামি সেইখানেই যাচ্চে। কি কোরি, তারা হামার ভাই তো আছে? তাদের একটা গোপন আশ্রয় চাই,—উপায় কোরতে পারচিনা বাবুজি, বড়ো চিন্তায় পড়িয়েছি। যোদি কিরুপা কোরিযে একটু চিন্তা কোরেন, কুছু ইসারা দেন্,—আপনাকারই ভাইবন্ধু আছে। বুকে লাগিয়ে রাখবার ছেলে বাবু, হামাকে 'দাদাভাই' বলিয়ে ডাকে"...

দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে পাণ্ডাজির চোখের জল গড়িয়ে এলো।

আমি তাঁর কথা স্তম্ভিত হয়ে শুনছিলুম। মকুন্দবাবুর কথাও মনে পড়ছিল। মাথাটা যেন ঘুরে উঠলো।

বললুম—"মাপ করুন পাণ্ডাজি, আমার মাথাটা ঘুরচে, দবদ করছে—আমি আর বসতে পারচিনা—একটু শুই।"

তিনি তাড়াতাড়ি জায়গা করে' দিয়ে সরে' বসলেন। বললেন—"শুনে

আপনকার মতো দেশভক্তের দরদ্ তো হোবারই কথা। শুইয়ে শুইয়ে তাদের একটা উপায় চিন্তা করেন। আশ্রয়স্থান শুনলেই—আমি নিজে তাদের পৌঁছিয়ে দিবো।"

আমি আর কাণ দিলুমনা; একেবারে র্যাপার মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম।—এ কি পাপ জুটলো? মহাপুরুষের পরীক্ষা নয় তো?

'পত্রিকা' কেনাই হ'ল, পড়া হ'লনা—পড়েই রইলো।

নানা কারণে মাথাটা ক্লান্ত—অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, একটু নিদ্রাবেশ আসতেই একটা অভিনব আবিষ্কার ঘটে গেলো। নিজের নাক্-ডাকা নিজেই আজ প্রথম শুনতে পেলাম। আশ্চর্য্যও হলুম— মনে মনে হাসিও হেসে গেল। এ সংবাদটা বরাবর ব্রাহ্মণীর মুখেই শুনেছি, কিন্তু ডাক্‌টা তাঁর নাকেই পেয়েছি! যাক্ ··

একটার পর একটা চিন্তা যাওয়া আসা করতে লাগলো, ফাঁকে ফাঁকে নিশ্চয়ই নাক-ডাকাও ছিল। সুনিদ্রা তো নয়ই,—সামান্য শব্দেই সজাগ করে' দিচ্ছিলো। মুড়ি দিলেও জীর্ণ র্যাপারখানির বস্ত্র-বিরল দীর্ণ অংশগুলি ঝাপ্‌সা-দেখার অন্তরায় ছিল না। 'ফাঁকের-ঘরে পাওয়া' বলে' একটা প্রচলিত কথা আছে। আজ তার অর্থোপলব্ধি হ'ল;—পুরাতন র্যাপার-খানি পরিচয়ই দিলে।—তাই 'ফাঁকের ঘর' দেখিয়ে দিলে,—পাণ্ডাজি 'পত্রিকা' খানিতে বেশ একাগ্র-দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন!

ভেবে নিয়েছিলুম—ইংরাজি জানেন না। পাণ্ডারাও দেখচি--ইংরিজি ধরেছে!

কি ভক্ষে? হালুয়া রাবড়ি পেঁড়া-পুরিতে অরুচি ধরলো না কি? না এঁদেরও কেরাণীর শাকান্নে লোভ পড়লো?

যাক্,—ধরাপোড়ে দেখচি নাকডাকাটা লজ্জার মাথা খেয়েছে, নিদ্রার ভাব এলেই সাড়া পাই! কখন্ যে বেলিয়া স্টেশনে গাড়ি এসে থেমেছে—

জানতে পারিনি।

সহসা কে একজন প্লাটফর্ম থেকে আলাপি-সুরে বলে' উঠলো,—"আরে—ঘোষাল নাকি ?—খুব ভোল ফিরিয়েছো তো,—ব'লেই সহসা থেমে গেল।"
পাণ্ডাজি বিকট ভ্রূ কুঁচকে, চট্ ওষ্ঠে তর্জনী ঠেকিয়ে নেবে পড়লেন। চাপা গলায় 'স্টুপিড্' বলতেও শুনতে পেলুম। প্রাণটা চমকে উঠলো, কিন্তু বিমূঢ় অবস্থায় এক ভাবেই পড়ে রইলুম।

বেলিয়ায় গাড়ি পাঁচ মিনিট থামে,—সময়ে সময়ে দশ মিনিটেও নারাজ নয়। তাঁরা বোধ হয় প্লাট্‌ফর্মে দাঁড়িয়েই কথা কইছিলেন—একটু তফাতে কিছু নীচু গলায়। বোঝা যায় না। একবার মাত্র পাণ্ডাজির উত্তেজিত কণ্ঠ কাণে এলো—"ছিঃ সব মাটি করলি।..."
ঘণ্টার ঘা পড়তেই উঠে পড়লুম দেখি,—দ্বিতীয় লোকটির—খদ্দরের জামা কাপড়, মাথায় গান্ধি-ক্যাপ্, হাতে—তালা বন্ধকরা চাঁদা ভিক্ষার একটি ছেঁদা বাক্স। বয়স—ছাব্বিশ সাতাশ।
তিনি পাণ্ডাজিকে টেনে নিয়ে স্টেশনের একটা থামের পাশে গিয়ে তাঁর গোঁফের মাঝখানটা দু'আঙুলে টিপলেন। গোঁফের বিনয়াবনত ভাবটা কেটে গেলো!
গাড়ি ছেড়ে দিলে,—পাণ্ডাজি বেলিয়াতেই র'য়ে গেলেন, ছাপরায় আর গেলেননা,—বোধ হয় সেই বাঙ্গালী ছেলে দু'টির আশ্রয় খুঁজতে।
কাট্ মেরেই বসে ছিলুম! হঠাৎ মনে হ'ল—কিছু ফেলে গেলেন না তো? দেখি,—না, কেবল আমি আর 'পত্রিকা'খানা।
সন্দেহকে প্রশ্রয় দেওয়া অন্যায়, কিন্তু ভীতু লোকের মন তা মানে কই! ভালো করে' যে দেখতে পাইনি,—নিশ্চয়ই 'ঘোষাল' আর কেউ হবেন।—ছেঁড়া র‍্যাপারকে এ-সব ব্যাপারে বিশ্বাস করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কিন্তু 'বুদ্ধিমান' আমাকে তো কেউ কোনো দিন বলেনি!

যাই হোক,—মনটা স্বচ্ছন্দ হ'লনা।

'পত্রিকা'খানা খুলে বস্লুম, কিন্তু পাণ্ডাজিকে ভুলতে পারলুমনা ;—হরপ্‌গুলো সার বেঁধে তাঁর গোঁফই দেখিয়ে চললো !

অমন সুন্দর সন্ধ্যাটা বন্ধ্যা হয়েই রইলো। দু'ধারের গাছ, মাঠ, জলা—কোনো সাড়াই দিলেনা। দিনান্তে পাখীরা মালা গেঁথে বাসায় ফিরলো ; ঘরে-ফেরা রাখাল বালকেরা মহিষের পাল নিয়ে চললো,—গান শোনালেনা। রবি তাঁর অবসানই দেখালেন।

ছাপরায় পৌঁছে গেলুম।

"পান—সিগারেট—দিয়াশালাই",—"চুনিয়া কেলা", "গরম হিন্দু চা",—চীৎকারে চট্‌কা ভাঙিয়ে দিলে।

পাণ্ডাজির সেই বাহাদুর ছেলে দুটির কথা মনে পড়লো। এইখানেই আছে না ? মরদদের ওপর পাণ্ডাজির যে অকৃত্রিম দরদ,—তাদের একটা উপায় না করে, নিশ্চয়ই তাঁর স্বস্তি নেই...

"টিকেট্—টিকেট্ ?"

দেখালুম।

নানা অবাস্তব চিন্তায় যেন জড়পদার্থ বানিয়ে আনছিলো। পেটে দু'কাপ চা পড়তেই, চাঙ্গা মেরে—জড়তা সাফ্ ! যেন পুনর্জন্ম পেলুম,—নব কলেবর লাভ ! দয়াময় কি জিনিষই দিয়েছেন !

মিছে ভেবে মরছিলুম, কেবল গোলমালই ঠেক্‌ছিল। এতক্ষণে বুদ্ধি খুললো,—জ্ঞান গজালো,—তারা যে-যার স্থানে আসন নিলে। বেশ বুঝতে পারলুম,—এসব গুরুদেবের কৃপা,—মহাপুরুষের পরীক্ষা, পাণ্ডাজি উপলক্ষ্য মাত্র।

গাড়ি ছাড়লো।

## ১২

ছাপরা ছেড়ে গাড়ি তার নির্দিষ্ট পথে ছুটলো। ছাপরা এ লাইনের একটি বড় স্টেশন—চানা, ঘুগনি, দইবড়া, পুরি, লাড্ডু, সব সুখাদ্যই মেলে। দূরের যাত্রীরা—যেবা ইচ্ছা যাঁর, দমভর চড়িয়ে পা ছড়িয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রার ব্যবস্থা করে নিলেন—অবশ্য যাঁদের লোটা লাঠি আর কম্বল মাত্র সম্বল। আর যদি কিছু থাকে—দেহে প্রাণ থাকতে তার পাত্তা কেউ পাবে না—সে তাঁরা জানেন। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল—অন্ধকার দেখবার তরে সখ করে চোখ খুলে থাকা কেনো,—তারা দেখবার তাঁরা কেউ নন। চোখ বুজলেন।

আমি হিতৈষী-হারা হয়ে পাণ্ডাজির কথাই ভাবছিলুম। একটি হাফ্-প্যাণ্ট-পরা প্রৌঢ়ত্বে প্রবেশোন্মুখ জেণ্টল্‌ম্যান উঠে পর্যন্ত তাঁর পোর্টম্যাণ্টো, টিফিন কেরিয়ার, ট্রাঙ্ক প্রভৃতি গুছিয়ে উঠতে পারছিলেন না। কখনো বাক্সের ওপর, কখনো ট্রাঙ্কের ওপর হ্যাট রেখে মনঃপূত হচ্ছিল না। ষ্টিক গাছটা বারবার এদিক ওদিক করছিল। সর্বত্রই স্থানাভাব! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুটো স্টেশন পেছনে পড়ে গেল। আমি নাগাড় নাক সামলাচ্ছি,—কখন আছে কখন নেই, গেলেই হল',—এই অবস্থা। মাঝে মাঝে beg your pardon ( ক্ষমা ভিক্ষা ) চলছে।

আঃ—বাঁচলুম, এইবার বুঝি বসলেন! গর্দির দুর্ভাগ্য, অর্ধপথেই আবার খাড়াই-পর্ব! My God ( মাই গড্ ) একেবারে লাফিয়ে উঠলেন,—সে কি ব্যস্ততা! পেঁকো পুকুরে মাছ খোঁজার মত চারিদিক হাতড়াতে লাগলেন! এটা টানেন—ওটা সরান,—মুখ একেবারে বিবর্ণ।

না জিজ্ঞাসা করে থাকতে পারলুম না—"কি হোলো মশাই, স্টেশনে কিছু ফেলে এলেন নাকি ?"

'am done for ( আমি গিয়েছি )—এ সেই কুলি বেটাদেরই কাজ। নম্বর আমার আছে—it comes under Section, কিন্তু অমন বন্দুক—direct বিলেত থেকে আনানো,…আমায় ফিরতেই হোলো। আপনি kindly ( দয়া করে ) একটু help ( সাহায্য ) করবেন—এখানে বেশিক্ষণ থামবে না…

লোকটির এতটা উৎসাহ উত্তেজনা সহসা অন্তর্মুখী হয়ে যেন দপ্ করে নিবে গেল। মানুষের সেই একই মুখ কত রকমই দেখাতে পারে!

ট্রেণে ওঠবার সময় তাঁর হাতে একটা চকোলেট্ কলরের ( খয়েরী রংয়ের ) কভার চড়ানো লম্বা বাক্স দেখেছিলুম। মুখে কি মনে একটু হাসিও এসেছিল—"আবার নীলকমল নাকি! বেয়লাই হবে।"

এখন বুঝলুম—বন্দুক।

বেহারে যার বাড়ীতে চাল আছে তার বন্দুকের চালও থাকা চাই, এটা সম্ভ্রমের সরঞ্জাম। কোথাও যেতে হলে অপ্রয়োজনেও বন্দুকের বাক্সটা সঙ্গে থাকা চাই এবং বলাও চাই—"শিকারকা শওখ্"। অবশ্য ব্যবহার হয় কেবল পাখীর আর মাছের প্রাণ নিতে, আর বিবাহে পটহ পীড়নে। দুর্বলের লজ্জাকর দম্ভের দোসর। যাক্—রহস্যপ্রিয় বিধাতার ব্যবস্থা দেখলে অবাক্ হতে হয়। দুষ্টুমির মধ্যে যে কি আনন্দ আছে—তার লোভ দেখছি বিধাতাও সামলাতে পারেন না!

কোনো কোনো হিসিবি দূরদর্শী কর্তা ভাড়াটেদের জন্যে কয়েকখানা ঘর বানিয়ে বাঁধা আয়ের ব্যবস্থা করে যান,—তিন পুরুষ ভাড়া-টানা চলে। সেগুলো নিজেদের অস্পৃশ্যই থাকে,—কাণে কিছু কম শুনলেই হ'ল। ভাড়াটেরও সুবিধে,—ঘরের মেঝেয় পালম শাক বোনা চলে—জলের অভাব হয় না,—গরু তাড়াতেও হয় না। ভিটামিন্ খুব বেশী—আইরণও আছে। তেমন জোর ভাগ্য হলে চাপা পড়ে কেরাণী-লীলা এড়িয়ে যাওয়াও

যায। তবে মানবের দুঃখের-নসীব—সেটা বড় ঘট্‌তে দেয় না।

এ লাইনটিও একবার সামান্য খরচ করে বরাবর অসামান্য কাজ করে চলেছে। বাজে খরচের বালাই নেই—ছড়া ঝাঁট পড়ে না। এ বচরের ছোলা-ভাজার খোলা আসচে বছর গাড়ীর মধ্যেই দেখতে পাবেন—কেউ ছোঁয় না—সত্য যুগ বললে হয়। মধ্যম শ্রেণীর সাদা ক্যাম্বিসের গদি (?) রদ হতে জানেনা, ক্রমেই রং বদলাচ্চে, আর ধূলায় কাদায় গতর গোচাচ্চে।—ভক্তে খুঁজলে পাওহারী বাবার পায়ের ধুলো পর্যন্ত পেতে পারেন। পাওয়া যায়না কেবল যাত্রীদের মুখে অনাবৃষ্টির অভিযোগ। জীবে দয়াও যথেষ্ট—ছারপোকার ছত্র। গাড়ীগুলি প্রাচীন স্মৃতি-ভাণ্ডার বললে হয়, পরম সঞ্চয়ী, কিছু ফেলেনা—সবই সযত্নে রক্ষা করে' চলে। কোনো দিন না কোনো দিন তাদের সমঝদার জুটবেই, তখন প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা পড়ে যেতে পারে, দূরদর্শীরা দাঁও মারবেন।—কবে কোন্‌ এক হোলির দিন আনন্দোন্মত্ত যাত্রীরা কাদা ছোঁড়াছুড়ি করেছিলেন, গাড়ীর স্থানময় তার চিহ্ন সযত্নে রক্ষিত হচ্চে। সেই স্থানেই বড় বড় হরপের ছাপ্‌—'Spit not,' থুতু ফেল না! সুসভ্য দেশে এ সব সঞ্চয়ের কদর কতো! বংশধরদের দুর্ভাগ্যে সেক্সপিয়ারের মাথায় তিন ভাগ টাক ছিল,—তা না তো তাঁরা তাঁর চুল বেচেই ক্রোড়পতি হতে পারতেন! এ দুর্ভাগা দেশে এত শিক্ষার পরও কিছুরই তেমন কদর দেখি না। ছেলেরা মিছেই চুল ব'য়ে মাথা ধরায়। কোম্পানী কিন্তু জানে—সবুরে মেওয়া ফলে।

আমাদের কামরাখানিতে হঠাৎ একখানি চকোলেট্‌ রংয়ের গদি যে কি করে প্রবেশাধিকার পেয়েছিল বলতে পারিনা। সেটা অনুসন্ধানের দুর্বুদ্ধি না চাগালেই ভালো,—এমন কিছু বেরিয়ে পড়্‌তে পারে যা রুচিকর হবেনা। আমার সুরুচিসম্পন্ন সহযাত্রী সাগ্রহে সেই বেঞ্চিখানিই দখল করেছিলেন এবং হাতের সেই বন্দুকের চাকোলেট্‌ কলারের কেস্‌টি সেই

গদির উপরেই রেখেছিলেন। রাত্রিকাল—আলোও ঘোরালো নয়, রংয়ে রং মিলে একাকার ঘটায়, আর তাঁর অসম্ভব উত্তেজনার ছটায়, সেটা নজরে পড়ছিলনা। বসলে অবশ্য তার ওপরেই বসতেন—সে অবকাশ তাঁর মেলেনি।

আমি দেখিয়ে দেওযায—thanks এর ( ধন্যবাদের ) ধূম্ পড়ে গেল।—"দুদিন কোর্ট বন্ধ, বারুণীতে শিকারে চলেছি, ও-অঞ্চলে games বহুৎ ;— বন্ধুর কাছে কি Shameএই পড়তে হত", ইত্যাদি আরম্ভ করলেন।

বললুম—"এইবার একটু বসুন।"

বসলেন। ছুটোপাটি করে ঘেমে উঠেছিলেন—রুমাল বার ক'রে ঘাম মুছলেন। পরক্ষণেই—

'না: হলনা' বলে আবার তড়াক করে উঠলেন। হুড়হুড় করে একটা ছেকল বার করে সেটা পোর্টমেণ্টো আর ট্রাঙ্কের হাতলের মধ্যে চালিয়ে বাঙ্কের চেনের সঙ্গে ঘুরিয়ে তালা লাগিয়ে দিলেন। বললেন—"আপনি জানেন না—ছাপরা থেকে বারুণীর মধ্যে চোরের উপদ্রব কিরূপ, এটা তাদের নিত্য কর্ম—রোজই শুনতে পাবেন। আমি কোর্টে থাকি,"—ইত্যাদি।

"এইবার সিগারেট খাওয়া যাক" বলে আমাকেও একটা দিলেন—নিজেও একটা ধরালেন।

এতক্ষণে বস্নন্ধরাও বোধ হয় হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

## ১৩

গাড়ী সোনপুর স্টেশনে এসে গেল, রাত প্রায় দশটা! এখানে অনেকক্ষণ স্থিতি।

সহ-যাত্রীর ধকল্—মাথা মন বেকল করে দিয়েছিল।—অমন পাণ্ডাজীর কথাও একেবারে ঠাণ্ডা হ'য়ে গিয়েছিল। মনে ছিল কেবল একটী কথা,—রাত্রে আর কোথাও চা পাবনা, সোনপুরে ও-কাজটি সেরে নিতে হবে। খানচারেক কাশীর সন্দেশ পকেটে ছিল, আর চা, এই উপকরণেই রাত কাটাতে হবে।

প্লাটফরম্ থেকে একজন (রেলের কর্মচারীই হবেন) উঁকি মেরে বললেন—"কাঁহা চলে নেকিরাম বাবু?"

তিনি সহাস্যে বললেন—"হরিয়েল্‌কে শিকারমে, (অর্থাৎ ঘুঘু মারতে) বারউনীমে আজকাল বহুৎ—"

একবার মনে হল ও জিনিষটি কোথায় কোন্ দিনই বা কম···

আর একজনও এসে গেলেন,—"মোক্তার সাহেব কাঁহা তস্‌রিফ লে চলে?" বুঝলুম সহযাত্রী আমার—নেকিরাম মোক্তার। বললুম "আপনারা আলাপ করুন মোক্তার সাহেব—আমি একটু চা খেয়ে আসি।"

"হাঁ-হাঁ খুসিসে।"

নেবে পড়লুম। ঠাণ্ডা হাওয়া চলছিল, র‍্যাপারখানা মুড়ি দিয়ে চায়ের চেষ্টায় চললুম।

আজকাল চায়ের ব্যবস্থা সর্বত্রই সুন্দর। হিন্দু মুসলমান বলে—এক ফুটের ব্যবধানে উভয়েরই জল ফুটচে। এর কম পড়লে ও আলগোচে ঢেলে দেব—ওর কম পড়লে এ। দুই অগ্নি-পক্ক—things which are equal to same

thing ( সব ছেলেই বাপের ছেলে ) ইত্যাদি প্রমাণ তো রয়েছেই। তবে যে কোনো ঠাণ্ডা জলে আটকায় তা বুঝিনা। যা হোক—দুর্ভাবনার কারণ নেই—এক ফুটের মধ্যে এসে গেছে।

চায়ের কাউণ্টারের এক পাশে—নীচে জন-তিনেক বসেছিল। রেলের কুলিই হবে। আমি তখনও গিয়ে পৌঁছইনি, দশ বার কদম বাকি। তাদের মাথার উপর সহসা দপ করে একটা আগুন জ্বলে উঠতেই—থামিয়ে দিলে। কাণে এলো—"এখন দয়া করে ছাড়ো উল্কামুখী" ব'লে একজন হাত বাড়াতেই কল্‌কেটা হস্তান্তরিত হ'ল।

অন্ধকারের মধ্যে আচমকা আলোয় মুখের আভাস পেয়ে থেমে গিয়েছিলুম, —কুলি তো নয়! এগুতে পা উঠলোনা—একটা অন্যায় সন্দেহ এসে গিয়েছিল। স্ত্রীলোক?—না—দেখবারই ভুল হবে। দূর হোক, ওদিকে না যাওয়াই ভালো,—ফিরলুম।

ফিরলুম—কিন্তু মন ফিরলো কই। অ্যাতো ভুল হবে? তা আজকালের দিনে আশ্চর্য কি! সকলেরই তো গোঁফ ফেলা—অনেকেরই মতিগতির উন্নতি তো ওই দিকে ঘেঁশাই। প্রসাধনের আয়োজন আর প্রয়োজনই তো প্রবল।—

—তবে গাঁজা! রেলে বোধ হয় চলে—রাত জাগা কাজ। থাক্‌গে,—গুটি গুটি গাড়িতে ঢুকলুম। কিন্তু গেলো কই?—মেয়েলি-মার্কা মুখ মন থেকে যায় না,—বড় বিসদৃশ যে!

নেকিরামবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—'চা খাওয়া হয়েছে?'

বললুম—'সুবিধে হলনা।'

তাঁর পবিচতদ্বয়ের একজন—'সে কি কথা' বলেই দ্রুত চলে গেলেন। মিনিট চারেকের মধ্যে চা নিয়ে হাজির। দু-কাপ টানালেন—বিনামূল্যে! বললেন—"রেলে কাজ করি—পয়সা দিয়ে চা খেতে হবে নাকি?'

তাঁদের অনর্গল কথা চলতে লাগলো। প্রথম ঘণ্টা পড়ে গেল। অন্য গাড়ীর অপেক্ষা ছিল, তার যাত্রীরা এসে যথাস্থান গ্রহণ করতে লাগলো। আমাদের দ্বারে দুই রেলকর্মচারী খাড়া থাকায় কেউ মাথা গলাতে পারলেনা। যথা লাভ—

গাড়ী ছাড়তে আর বিলম্ব নেই—আরামেই যাওয়া যাবে। এমন সময় অতি ব্যস্তভাবে দুটি বাঙালী এ-কামরায় ও-কামরায় জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—"এ গাড়ীতে কেউ বাঙালী আছেন কি ?"

কেন রে বাবা—এত রাত্রে বাঙালীর খোঁজ কেনো ? রাজভক্ত খালি নাকি ! ভাগ্য সেই রকমই বটে ! মোক্তার সায়েব আমার দিকে চাইলেন, ভাবটা—মক্কেল হলে জামিন হতে পারেন।

সাড়া দিলুম—বা দিতেই হ'ল,—"আমি একজন আছি মশাই,—নাবতে হবে কি ?"

তাঁরা এগিয়ে এসে বললেন,—"আজ্ঞে না—একটি বাঙালী ভদ্রমহিলা যাবেন, সঙ্গী নেই, মেয়ে গাড়ীতে যেতে সাহস পাননা। মনের অবস্থারও ঠিক নেই—শোকাতুরা, আপনাদের গাড়ীতে যদি……"

বললুম—"যদি আবার কি—আসুননা। তাঁর অসুবিধা না হলেই হ'ল।"

এ ছাড়া বলবার আর কি ছিল ?

মোটা চাদর মুড়ি দিয়ে মহিলাটি এসে ঢুকলেন। মোক্তার সায়েব যে মনে মনে একটু বিরক্ত হলেন না এমন নয়। আমার আরামের আশা উঁপে গেলো। পা গুটিয়ে—'পেয়ো' মেরে আমার বেঞ্চিতেই স্থান করে দিলুম। বললুম "আপনি নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকুন, কেবল কোন্ স্টেশনে নাবতে হবে আমাকে বলে দেবেন।"

কি অপরাধই করলুম !

তিনি সরোদনে সুরু করলেন—"আমার কি আর ঘুম আছে গো—শত্রুরা

তা ঘুচিয়ে দেছে। তাদের তরেই তো আজ দেড় মাস পাগলিনী হয়ে কোথায় কোথায় না ঘুরে বেড়াচ্ছি গো। স্বর্গ থেকে একবার দেখ গো—তোমাদের বউয়ের আজ কি হাল! পরিচয় দেবার কি মুখ আছে আমার! ন-পাড়ার সিঙ্গিদের কে না জানে—তাঁদের বাড়ির"···

কাঁদতে লাগলেন।

—"চন্দোর সূর্যি যাকে দেখেনি সেই আজ পথের কাঙালীর মত একবার কাশী, একবার পাটনা, একবার মজফ্ফরপুর ক'রে বেড়াচ্ছে। যে যা বলছে সেইখানেই ছুটছি গো···"

—"একজন বললে,—কাশীতে এক পাণ্ডার বাড়ীতে আছে। পাগলের মত সেইখানেই ছুটলুম—নাড়ী-ছেঁড়া রতন যে আমার গো! দশদিন পথঘাট বাকি রাখিনি—মায়ের প্রাণ কে বুঝবে গো! কোথাও যে পেলুমনা আমার বীরেনকে; আমার দুঃখু দেখে পাণ্ডাদের বাড়ীর একটি বউ বললে—আলাইপুরে গিয়ে গাড়িতে উঠেছে···সেই পর্যন্ত দিন নেই, রাত নেই, কেবল গাড়িতে গাড়িতে খোঁজ করে বেড়াচ্ছি"···( কান্না )

আমার মনে তখন পাণ্ডাজী প্রকট, আমি নির্বাক।

মোক্তার সাহেব তখন উঠে বসেছেন—একাগ্র হ'য়েছেন। প্রশ্ন করলেন,—"কাদের খুঁজছেন—তারা আপনার কে?"

"তারা আমার শত্তুর গো শত্তুর—বীরেন এই অভাগীরই ছেলে গো—আর * * * আমার বোনপো—মা-মরা। এই বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করা গো···"

"তা—তারা আপনাকে ছেড়ে গেলো কেনো?"

"এই পোড়া কপালীর কপাল গো, অমন সুছেলে দেখনি—তাদের নামে কিনা পোড়ারমুকোরা ওয়ারিন্ বার করেছে,—বলে স্বদেশী,—তাই না বাছারা চার মহল বাড়ী থাকতে···আজ তাদের বাপ থাকলে···" (কান্না)।

"তা আপনি তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন কেনো ?"

নিম্ন কণ্ঠে,—"উনুন-মুকোর কথা শোন ! মায়ে খুঁজবেনা তো···ওগো—কেউ দয়া করে খোঁজটা দিলে যে আমার গুরুদেবের কাছে পাহাড়ে ·· আমি যে আর পাচ্ছিনা গো !"

সে কি কাতর ক্রন্দন। নাববার সময় ছাপরার কথাটা গোপনে জানিয়ে দেবার জন্যে আমার ছটফটানি ধরছিল। জিজ্ঞাসা করলুম, "এখন যাচ্ছেন কোথায় ?"

"আমার কি আর কোনো চুলোর ঠিক আছে, না মাথার ঠিক আছে ; যিনি যেখানে যেতে বলবেন সেখানেই যাবো ! আমার আর কে আছে ? এখন যে আপনারাই আমার আপনার গো,—কেউ কি এ অনাথাকে দয়া ক'রবেন না ?"

এই ব'লে আমার দিকে ফিরলেন।

সহসা সাপ দেখলে যেমন চমকে যেতে হয় ·আমি চমকে উঠলুম। পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে উঠলো।—

এ কি স্বপ্ন দেখ্ছি না কি ! এ যে সেই 'কাউন্টারবতলার' উল্কামুখী।

মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগলো ! বুদ্ধি যে কখনো ছিল—বুদ্ধি দিয়ে তা বোঝবার উপায় রহিল না।

এ কে ? এর এতবড় অভিনয়ের অভিপ্রায় কি ? কাশী, আলাইপুরা, সিঙ্গিদের বউ এ সব পায় কোথায় ?—এরা বাঙালী কি আর পেলে না ? এ গাড়ীতে তো আরো বাঙালী উঠ্তে দেখেছি। মহিলাটিকে (?) আমার স্কন্ধেই চাপিয়ে দিলে কেনো ?

বললুম,—"দেখুন, রেলের যাত্রীদের কাছে এ সব খবর পাওয়া কি সম্ভব। তারা কয়েক ঘণ্টার জন্য আসে যায়। টিকিট নেওয়া, জায়গা পাওয়া, জায়গা আর জিনিস সামলানো, ভিড় বাঁচানো, টিকিট দেখানো—এই সব

নিয়েই তাদের ব্যস্ত থাকতে হয়। কেউ টেলিগ্রাম পেয়ে ছুটেছে—যাকে দেখতে পাবে কিনা এই চিন্তাই প্রবল। এ অবস্থায়...

"তবে যাদের সংসারের চিন্তা আজও মাথায় ঢোকেনি, ছেলে ছোকরাদের কাছে মিলতেও পারে—যারা বাড়ীর ভাবনা ছেড়ে বাইরের তরেই ব্যস্ত থাকে।"

মোক্তার সায়েব আমাকে সাহায্য করলেন, বললেন—"বহুৎ ঠিক—বহুৎ ঠিক্।"

বললুম,—"এ গাড়ীতে আরো বাঙ্গালী উঠতে দেখেছি—তাদের কাছে যদি..."

স্ত্রীলোকটি কাঁদতে কাঁদতে বললে,—"ওগো আমার যে কেউ নেই—আপনি একবার দয়া করে যদি খোঁজ নেন,—আমি মেয়েমানুষ—আমি আর" .

( কান্না )

বললুম,—"বারুণী স্টেশনে অনেকক্ষণ গাড়ী দাঁড়ায়, সেইখানে দেখবো'খন।"

এই অস্বস্তির মধ্যেও নেকিরামের নাক ডেকে উঠলো। দুঃখিরামের ভাগ্যেই কেবল কর্মভোগটা সমানে চললো,—যুণায় চক্ষু কর্ণ আর কথা বন্ধ ক'রে থাকলেও মন গ্লানিতে ভরে রইলো। এ পাপের কি অগম্য স্থান নেই! বারুণী এলে যে বাঁচি।

গভীর রাত্রে বারুণী জংসনে গাড়ী এসে থামলো।

একবার ডাকতেই মোক্তার সায়েব ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লেন। আবার সেই ছুটোপাটি!

তাঁর বন্ধুও এসে গেলেন—নিশ্চয়ই মালদার মক্কেল হবেন। সেলাম—সেকহ্যাণ্ডের পর—মোট্ টানাটানি। পাঁচ মিনিট ধরে একটা ঝড় যেন বয়ে গেল!

স্ত্রীলোকটি কখন নেবে গেছে টেরও পাইনি! আবার না আসে।

স্থান রক্ষার্থে র‍্যাপারখানা বেঞ্চির ওপর ফেলে প্ল্যাটফর্মে নাবলুম,—বাইরের বিশুদ্ধ বায়ু মাথায় একটু লাগুক।

বেশ দৌড়দার প্লাটফর্ম, কিন্তু পা ফেলবার স্থান নেই। এরি মধ্যে যাত্রীরা এই দেড়টা রাতে কেউ চিঁড়ে-দইয়ের ফলার লাগিয়েছেন, কেউ লাড্ডু চড়াচ্ছেন, কারো ঘুঘনি চলছে, কেউ ছাতু সাপটাচ্ছেন। চারিদিকে জলে জলময়। হিঁদুর দেশ—মুখ হাত ধোয়া জল, শালপাতা আর উচ্ছিষ্টে যেন একটা পেল্লেযে নেড়াযজ্ঞি শেষ হ'যেছে! তারপর কুকুরদের পালা পড়েছে। এ জংসনটিতে জলের অভাব নেই এবং সেটা নাকি গঙ্গাজল। প্লাটফর্মময় সেই পুণ্যের ছড়াছড়ি, ধারা বইছে।—

—বাইরের বাতাস বিষাক্ত করে তুলেছে,—ধীরে ধীরে যথাস্থানে ফিরলুম। মনে হল—কাগজে দেখতে পাই—এদেবি দুঃখে দরদীরা রিফ্রেস্‌মেণ্ট্ রুম (আরামখানা) চান! রেলের পুলিস না বাড়ালে সে কাজটি সম্ভব বলে তো মন সাড়া দেয় না।—কে কাকে ছুঁয়ে তার একপো পুরি মাটি করবে,—আর সে তার দেড়পো খাঁটি রক্ত নিয়ে ছাড়বে। অবশ্য—ধর্ম অর্থ দুই রক্ষার্থে।

যাক্, গাড়ী ছাড়লো—সম্ভ্রান্ত মহিলা ফিরলোনা।

গাড়ী মন্থর গতিতে চলেছে,—প্লাটফর্মের দিকে একটা হাসির আওয়াজ পেয়ে চেয়ে দেখি—যে-দুটি দয়াপরবশ দরদী সোনপুরে শোকাতুরা স্ত্রীলোকটিকে বাঙালীর তাঁরে তুলে দিয়েছিলেন—বারুণীতে তাঁরাই তাঁকে 'রিসিভ্' করে নিয়েছেন। তাঁদেরই হাস্যালাপ চলছে। স্ত্রীলোকটির জন্যে দুর্ভাবনা থাকলে একটু নিশ্চিন্ত হতুম—তা ছিলনা। চোদ্দঘণ্টা পরে শোবার অবসর পেয়ে এতক্ষণে আরামে পা ছড়ালুম। কিন্তু পা দুটোই তো আরামের প্রধান জিনিস নয়, মন আর মাথা ছুটি দিতে চায় না।

শেষ মনে হল,—দেবতায বহু পরীক্ষার পর কৃপা করেন, মহাপুরুষেরা তো দেবতারই অঙ্গ—ডান হাত। অনিল বলেছিলো—"অনেক কষ্টে তাঁদের কৃপা লাভ করা যায—আপনার অদৃষ্ট ভাল—একদম্ নজ়রে পড়ে গেছেন।" তাই হবে। নিশ্চয়ই তাই।

অন্তর্যামী কি আর জানচেন না—ইচ্ছা ছিল—পেরে ওঠেনি—তাই তাড়াতাড়ি সেরে নেওয়াচ্ছেন, দেখচেন কি না—ঘাট ঘেঁশেচে।

তাকে আদ্ স্মরণ করেই নমস্কার জানালুম,—পূরোটা একদিনও পারলুমনা। অপরাধ নিওনা বাবা!

কৃপাগুলো বেমালুম আসে যায, বুঝতে দেননা। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানতে পারিনি।

## ৩৪

স্বপ্ন দেখছি—মুকুন্দবাবু হুঁকো হাতে করে' হাসতে হাসতে বলচেন,—"বুড়ো মানুষের কথা মনে আছে তো? বোবার শত্তুর নেই। পথে-ঘাটে কথা যদি কইতেই হয় তো,—পরিবারের ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, বউদির হিষ্টিরিয়া, শালির এনিমিয়া,—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি,—শস্যের কথা,—(অবশ্য দামের কথার নাম না নিয়ে) কইতে পারেন। পাট শস্য নয়,—সেটা বোধ হয় জানেন। আর—বড় জোর—হাঁটুতে বাত, কি কাণে কম শোনার কথাতেও মানা নেই। বাতের প্রসঙ্গে মহামাস তৈল সস্তা হবার prospect (মাটির দর) predict করে বাহাদুরী নিতেও পারেন। ব্যস—ঐ পর্যন্ত। তদতিরিক্ত—বিষবৎ পরিত্যক্ত জানবেন। আর একটা কথা,—"দুঃখের কথা মূর্খেই কয়,—মনে রাখবেন। বুঝলেন?"

আমিও হাসতে হাসতে বললুম—"এ আর শক্ত কি?"

তিনি বেশ জোর দিয়ে বললেন—"খুব শক্ত।"

যার যেখানে ব্যথা—স্বপ্নেও সেটা চিড়িক মারে। বললুম,—"নন্দকুমার' খানা যত্ন করে রাখবেন, তাতে "

বাধা দিয়ে বিরক্ত হয়ে বললেন,—"দেড় টাকা দাম তো?—আমার কাছে নেবেন"—

আমি ফ্যাকাশে মেরে বললুম,—"দেড় টাকা কি মশাই!—তাতে যা নোট আছে তা কোনো ব্যাঙ্কেও নেই—কারেন্সিতেও নেই! সে যে অমূল্য জিনিস মশাই, সে গেলে"—

বেশ অভিভাবকী সুরে বললেন,—"হাঁ হাঁ, গেলে আর মেলে না তা জানি

আশু মুকুয্যের চেয়ে অমূল্য নয় তো ?—তাঁকেও আগুণের মুখে দেওয়া হয়েছে…”

শুনে সর্বশরীর হিম হয়ে গেল !—“সেই সর্বনাশ করেছেন নাকি! কে আপনাকে”…

—উত্তেজনায় একদম তুলে ব’সিয়ে দিলে ;—উঠে বসেছি, ঘুম ভেঙে গেছে !—দেখি কথা কইতে কইতে হৈ-হৈ শব্দে গাড়ীতে লোক ঢুকছে !

কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে,—মুছলুম। বিহিপুর পৌছে গিয়েছি, প্রভাত পাঁচটা। প্রায় চার ঘণ্টা ঘুমিয়েছি। কপালে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগছে—কিন্তু—‘নন্দকুমার’ ? সত্যিই যদি,—ওরে বাপরে—সে কি ভাবা যায়! মাথা ঘোরে।—সাহিত্যের কদর উনি কি জানেন, ওঁর অ্যাতো মাথাব্যথা কেনো ?…

পাঁচ মিনিট ঠাণ্ডা হাওয়া লাগাতে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হয়ে এলো। মন বললেন,—বিদ্যেসাগর মশাইকে অবিশ্বাস করবার কারণ নেই,—“স্বপ্ন সত্য নহে”।—

কিন্তু ঠিকানায় পৌঁছে মুকুন্দবাবুকে পত্র লিখতেই হবে, বইখানা যেন সযত্নে রাখেন,—না হয় ইন্‌সিয়োর ক’রে’ পাঠিয়ে দেন। সে সব পেন্‌সিল-নোট গেলে কি আর রক্ষে আছে !—পাতায় পাতায় যেন barbed wire এর চৌহদ্দি দিয়েছি,—ফণী-মোনসার বেড়া—মাছিনে মাছি বসবার জায়গা রাখিনি। না,—আনিয়েই নিতে হবে।

‘হুইলার স্টলে’ পোস্টকার্ড রাখে না কি ? রাখে বই কি। কুকুরের গলার চেন্ রাখে, আর পোস্টকার্ড রাখে না ? কাটিহার পৌঁছেই—

হঠাৎ কাণে এলো, কে কাকে বলছে—“মানুষ তো অভ্রান্ত নয়…”

চমকে চারদিক চাইলুম। “উহুঁ, দেখেই আসি।”

নেবে পড়লুম, এক নজরে মেয়ে-গাড়ীখানা দেখে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরলুম। না, সে সম্ভ্রান্ত মহিলা নেই। শব্দ-শক্তি কি ভীষণ, অভ্রান্ত কথাটা 'সম্ভ্রান্তে'র মত শুনিয়ে চমকে দিয়েছিল! যাক্ বাঁচা গেল। গাড়ীও ছাড়লো।

কাণে তখন বিবিধ প্রসঙ্গের হাট বসে গেল। মকায়ের দর, মামলার ধারা, কলেরার প্রকোপ, ঘুষ্লেকের মহিমা, ছেলের বিবাহ, ঘিয়ের ভেজাল, ঝিয়ের মুখনাড়া, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেই কোলাহল মধ্যে একটা নরম মুরুব্বি-স্বর কাণে এলো, "বুঝলে সুখনলালবাবু, আমি যা বলছি শোনো, ওতে দোষ হবেনা। জিতবে আশা করেই তো লোক মামলা করে, তা যেন-তেন-প্রকারেণ, বুঝলে ?"

"মারেনি, কি করে বলবো মেরেচে ?"

"তোমাকে আঘাত লাগেনি,—আঘাতটা কি গায়েই লাগে ?"

"আঘাত খুবই পেয়েছি উকীলবাবু—বুকটা ভেঙে গেছে।"

"তবে আবার মারেনি কি রকম ? ওকে মিছে কথা বলে না। অভিধান খুললেই দেখতে পাবে আঘাত করা মানেই মারা। মেরেচে বই কি, ওটা বলা চাই,—বুঝলে ?"

সুখনলাল চুপ করে রইলেন।

উকীলবাবু একটু বিরক্ত হয়ে বললেন,—"তোমাদের মাড়োয়ারীর মাথায় 'রেলির লাট্টু' ছাড়া আর কিছু ঘুরবে না তো! ওকে মিছে কথা বললে, বাপ্ দাদা বাদ যায় না, সকলকেই মিথ্যেবাদী বলতে হয়। আমার বাবার নাম ছিল—অমর, কবে মরেছেন খবর নেই! এই আমারই নাম—সত্যানন্দ ঝা! (গোঁফের নীচে একটু হাসি দেখা দিলে)। অনেক ধর্মদাস জাল জুচ্চুরি করে পুণ্যের প্রমাণ দিচ্ছেন সরকারী অন্নের অধিকারী হয়ে। বাপ দাদাই তো নাম রাখেন ? এই তোমাকেই কি

আজ 'সুখনলাল' বলা চলে ? ওকে মিছে কথা বলে না হে—বলেনা। নির্ভয়ে বোলো,—বুঝলে।"

সুখনলাল বললেন—"আচ্ছা চলুন তো, তারপর"···

এখনো কায়দায় আসেনি দেখে উকীলবাবু বললেন,—"আমরা ফাঁকি দিয়ে পয়সা খাইনা সুখনলাল, অনেক মাথা ঘামাতে হয়, অনেক আক্কেল রাখতে হয়, তবে না মক্কেল আসে! দেখচি শাস্ত্রের কথা না শুনলে তোমার সন্দেহ মিটচেনা। আচ্ছা, তেলির ছেলেকে তেলি বলবে তো ?"

"জরুর।"

"আম গাছে আমই হবে তো ?"

"আলবৎ।"

"শাস্ত্র মানো তো ?"

"শাস্ত্র মানবো না !"

"তবে অত ইতস্তত: কেনো ! শাস্ত্র খোলসা বলে-দিয়েছেন—জগতে আমরা যা কিছু দেখচি, বলচি, শুনচি, অর্থাৎ জগৎ আর জগৎ সম্বন্ধীয় সবই, মায়া ছাড়া আর কিছুই নয়,—সবই মিথ্যা, সত্য বলে ভ্রম হয় মাত্র। সত্য কিছু নেই। জগৎ যদি মিথ্যা হল,—জগতের মধ্যে যা কিছু করা হয়,—সেটা মিথ্যা হলনা কি ? না তুমি—'মার খাওনি' বললেই সেটা সত্যি হবে ? শাস্ত্রে অবিশ্বাস করে পাপ বাড়িওনা, নির্ভয়ে বোলো—'মেরেচে'। তাতে সত্য বলা হবে, শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা দেখান হবে, পরকালের কাজও হবে। শাস্ত্রে সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে বলেই না আমরা এ ব্যবসা চালাতে পারি এবং তোমাদের ব্যবসা—তোমরাও। এই সার কথা তোমাকে আজ বলে দিলুম,—এ সব কাজ উকীলের নয়, তুমি বন্ধু বলেই···বুঝলে ? তোমাকে ওই পনেরো টাকার বেশী আর দিতে হবেনা।"

রেলের ধারে জলার দিকে চেয়ে এই সার সত্য শুনছিলুম আর ভাবছিলুম,—এই জন্যেই লোক উকীলের শরণ নেয়। এত বড় সবজান্তা পণ্ডিত অন্য কোনো পেশার মধ্যে পাওয়া যায় না। হয়কে নয়—নয়কে হয় করা চারটিখানি বিদ্যের কাজ নয়। ভগবান নিরাকার হয়ে খুব বেঁচে গেছেন—কোন্ দিন তাঁরা তুলসী হাতে করতেই হ'ত—সার-সত্যও বলতে হ'ত।

নওগাছিয়া স্টেশনে গাড়ী আসতেই সুখনলাল নেবে পড়লো।

"ও কি,—যাও কোথা?"

"ভেইয়ার সাথে একবার শলা করে নি!"

দ্রুত চলে গেল।

উকীল সত্যানন্দ সেই দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আপনা-আপনি আবৃত্তি করলেন—"চোর বেটা সট্‌কালো"!—পরেই—"আবে না না, ওই নওলাখান।"—বলেই ওদিকের বেঞ্চিতে যারা তাস খেলছিলো তাদের দিকে ঝুঁকলেন।

তাঁদের একজন বললেন—"কি, সুখনলাল সরলো বুঝি?"

"আর বলো কেনো ভাই! সকাল থেকে পাখী পড়ালুম, বেটার আজ এমনি ধর্মপ্রবৃত্তি চাগলো—হেনারাণীর হিষ্টিরিয়ার চেয়েও উৎকট। উপনিষদের নজিরও কাজ দিলেনা!"

খেলোয়ারদের একজন বললেন,—"ওকে আমি খুব চিনি,—তিন টাকা দেবে বলে একটা নথির কাপি বার করে নেয়,—আজো দিচ্চে! একদিন পিঁজরাপোল থেকে হাড্ডিসার একটা গরু সরিয়ে এনে দিয়ে গেল, বললে সাত সের দুধ দেবে। মাসে সাত টাকা খোরাকী পড়ে, আর আড়গড়ায় গচ্ছাও গেছে সাড়ে ছ'টাকা!"

'দুধ'?

"বলছি। অভ্যাসটা জানেনই তো,—নথির কাপি যা দিয়েছিলুম তাতে আসল জিনিসটি ছিলনা। এখন দেখছি গরুর বাঁটেও তাই!"

হাসি পড়ে গেল। একজন বললেন,—"বোধ হয় গরুটাও আদালত গোত্র!"

রহস্যে হাস্যে খেলা চলতে লাগলো। পান সিগারেট, পঞ্জা, ছক্কা,— কি ফুর্তি!

বেশ আছে—একটুও সময় নষ্ট করেনা। এরা কারা?

তাঁদেরই আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে উত্তরটা বেরিয়ে এলো।—কেউ কেরাণী-বাবু, কেউ মুন্সিজি, কেউ পেস্কার সাহেব।—তাই তো বলি, দু'টাকা উপরি পাওনার নোকরি না করলে, এ নিরানন্দ সংসারে এমন উচ্ছ্বসিত হাস্যোদ্গার তো দেখা যায় না! বাঃ, খেলাতেও গোলাম বড়ো! গরীবের দেশে মানুষ হবার এই একটি মাত্র লোভনীয় আদর্শ আছে—গোলাম বড়! তা না তো ছেলেদের ইস্কুলে দিতই বা কে,—তারা লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয় তাই তাড়াতাড়ি চশমাই বা কিনে দিতো কে? আশার কি হতাশার তা বুঝতে পারলুম না,—একটা নিশ্বাসও পড়লো। বোধ হয় ছেলে নেই বলে। থাকলে—আজ এই রাজপথই.......

খড়াং করে একটা শব্দে সকলকে সচেতন করে দিয়ে গাড়ী থামলো।

কাটিহার বড় স্টেশন,—জংসন। চান্ সাজ সুরু হয়ে গেল। অর্ধাধিক যাত্রী নাবলো,—ততোধিক উঠলো। Come আসেন, go যান পড়াই ছিল, কিন্তু কে আসেন কে যান তার খবর নেই। বিচিত্র ব্যাপার,—সব পয়সা হয়ে যায়।

ভিড় ঠেলে সদর প্লাট্‌ফর্মে ঢুকে দেখি,—দু'টি গেরুয়া-পরা শান্ত-মূর্তি যুবা পেস্কার সাহেবকে বলচেন,—"এ দুর্দিনে যা দেবেন তাই লাক্ টাকা! সে-দৃশ্য চোখে দেখলে আপনার গায়ের কাপড় পর্যন্ত খুলে দিতেন।

পেটে অন্ন নেই, লজ্জা নিবারণের কটী-বাস নেই,—জলের মধ্যে বসে শীতে সব কাঁপছে। যা পাব নিয়ে এই next ট্রেনেই সান্তাহার যাব! মাড়োয়ারী মহাজনেরা দু-বস্তা চিঁড়ে আর গুড়, খান তিরিশেক ছোট বড় কাপড়ও দিয়েছেন। মাটির বাসন বা পাতা না হলে, খেতে দেব কিসে,—কিছু পয়সার দরকার। যা পারেন দয়া করে দিন।"

পেস্কার সাহেব বললেন—"আমাকেই ক্যানো,—দেবার আর কি কেউ নেই?"

"সকলেই আছেন—এখন সকলেই তাঁদের মা বাপ।"

"তবে আর সকলকে দেখুন,—সময় অসময় নেই,—এই কি সময়?" বলে তিনি বাঁ হাত ঘুরিয়ে রিষ্ট্ ওয়াচ্ দেখে লাফিয়ে উঠেই,—"By Jove,—সরুন সরুন্—কাছারির দেরি হয়ে গেছে। কাজ নেই কম নেই।"

দ্রুত চলে গেলেন। সে দিকে চাইতেও কারো আর প্রবৃত্তি হলনা।

বন্যা পীড়িত উত্তরবঙ্গের ভীষণ বিপন্নতার কথা কাগজেই পড়া ছিল! যুবা দুটি সে দৃশ্য যেন চোখের সামনে ধরে দিলেন।

একপ্রকার অসম্বিতেই বললুম—"ভাই, এই ক'গণ্ডা পয়সা…"

"আপনি এত সঙ্কুচিত হচ্চেন কেনো? ওর প্রত্যেকটি যে এখন মোহর।" এই বলে তাঁরা ম্লান হাসি হাসলেন।

—"ভগবান আমাদের পাষাণ করে দিয়েছেন,—তা না তো তার মাঝে যেতে পারতুম না।"

আমাদের পরিচিত উকীল বাবুর সোনার চশমা আর ভাগলপুরী বাপ্তার কোটের কাঁধে বাদুড়-বাহার ওড়না (gown) তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

তিনি একজনকে পাকড়ে বলতে বলতে যাচ্ছিলেন,—"তোমরা মানুষ না কি? সকলের ইজ্জৎ রক্ষার ভার আদালতের,—ব্যবস্থা আমাদের হাতে,

—একটা নম্বর ঠুকে দিলেই সব ঠাণ্ডা। চলো—আর গোঁতোমী কর না।" :

যুবক দুটি গিয়ে দু' এক কথা বলতেই তিনি বিরক্ত মুখে বললেন,—"তোমরা যে দেখচি নিজেরটাই বোঝো! একজন ভদ্রলোকের ইজ্জৎ যায়, সেটার উপায় আগে, না কোথায় বন্যাদায়,—কার কন্যাদায়, তাই শুনি! বিনা কারণে কিছু হয় না তা জানো! ওরও উদ্দেশ্য আছে,—ভগবানের কাজে বাধা দেবার তোমরা কে হ্যা? ও-সব নিত্য হচ্চে,—অত বড় পম্পিয়াই—হু" :—

"কিছু বোঝনা সোজনা—হুঁ :। ওই সব Variety না থাকলে various আইন সৃষ্টি হ'তনা—ও-সব যত বাড়বে lawও ততো নিখুঁৎ হবার ফেসিলিটি পাবে। শুধু বন্যা দেখলেই তো চলবে না,—এর পর কার জমি কে দখল করবে, কার ধান কে কাটবে, কার গরু কার গোয়ালে ঢুকবে, তার উপায করবার চিন্তা চুলোয গেল,·· যাও যাও।"

একটু থেমে আবার আরম্ভ করলেন--"আইন আছে তাই রাজ্য চলে, আবার ওই সব আছে তাই আইন ফলে, ওরাই lawএর জন্ম দেয়। ও-সব কত বড় দরকারী জিনিষ তা জানো? যত বাজে বখেড়া!"

সঙ্গীর প্রতি—"হাঁ', ছুট্টুলাল, তা হলে চলো, first hourএ fortunately আজ আমার একটু ফুরসৎ আছে,—ওটা ফাইল করেই যাও। তারপর আমি দেখে নেব।" বলতে বলতে ছুট্টুলালের হাত ধরে সটান্ সরে পড়লেন।

সেবক দু'টি অবাক হয়ে চেয়ে রইল। তাদের অবস্থা দেখে বললুম—"কিছু চাইতে হয় তো গরীব দুঃখীর কাছে চেযো ভাই"·

"ভিক্ষুকদের ওতে দুঃখু করলে চলবে কেনো,—ভগবান কার হাত দিয়ে কি দেবেন জানিনা তো।"

আমার আর দাঁড়াবার সময় ছিল না, পূর্ণিয়া যাবার ট্রেণ দাঁড়িয়ে। হুইলার স্টলটা দেখে যাই।

দেখি সেই 'By Jove' পেস্‌কার সায়েব এক টিন্ 'এম্পায়ার' সিগারেট নিয়ে মনিব্যাগ খুলে দাম দিচ্ছেন। কেরাণী বাবুকেও সেইখানেই পেলুম। একটা ফাউন্টেন পেন্ পছন্দ করচেন, আর পেস্‌কার সায়েবকে বলছেন,—"হর বখৎ সিযাই উঠানেমে বড়া দিক্ লাগতা,—ইয়ে বহুৎ আরাম দেতা"... পেস্‌কার বললেন,—"বে-শখ্।"

ঘণ্টা দিলে।

পোস্টকার্ড নেওযা আর হলনা, যেহেতু লিখবার সময়ও ছিলনা, এবং কি লিখবো ভেবেছিলুম তাও ঠিক্ মনে করতে পারছিলুমনা,—উকীলবাবুই মাথায় তখন তুঙ্গী! তাঁর সেই অমোঘ বাণীগুলি মাথাটিকে গবেষণাগার বানিয়ে দিয়েছে।

ট্রেনে উঠে পড়লুম।

একটা সিগারেট তো খাই।

১৫

আঃ—ভূতপূর্ব-বাঙ্গলার বিচ্ছিন্ন এলাকায় খোলা-গায় হাওয়া লাগিয়ে বাঁচলুম। গেজেটে গোত্রান্তর করে দিলেও গাত্রে পূর্বাস্বাদই পেলুম।—জাত বদলালেও ধাত-বদলাতে দেরি লাগে,—ডি'সুজা দশভুজা ভোলে—দু'পুরুষে!

বৃষ্টি হয়ে গেছে,—রেলের দু'ধারে মাঠ, জলা, জঙ্গল,—আর পাখীর দল। শালিকের এমন ঝুটোপুটি ঝগড়া বহুদিন চোখে পড়েনি, কাণেও শোনা হয় নি,—যেমন মুখর, তেমনি প্রখর! যেন পদ্মপিসী আর ক্ষ্যান্তমাসিকে আবার জ্যান্তো দেখতে পেয়ে শিউরে উঠলুম,—জন্মান্তর ঘটিলেও ভাবান্তর হয় নি!—বাঙ্গলা দেশ বই কি।

এবারকার যাত্রায় আরাম বলে বস্তুটির আস্বাদ মেলেনি,—এতক্ষণে সে সুযোগ পেলুম,—পা তুলে আরাম করে বসলুম। কতক্ষণের জন্যেই বা,—পূর্ণিয়া পৌঁছুতে আর ঘণ্টাখানেক।

আরামের কথা মনে হলেই, যার যা নেশার জিনিষ সেটিও যেন মনে উদয় হয়ে বসে আছে—তা ভিন্ন—আরাম মঞ্জুরই নয়—মনঃপূত হয় না। দু'টি 'চাল-ছোলা'-ভাজা খেতে বললেও বেহারীদা বলতেন—"এই যে এলুম ব'লে,—আরাম করে খেতে হবে যে।"—চট্ এক চুমুক টেনে আসতেন।

তিন মিনিট আগেই সিগারেটটা শেষ করেছিলুম, আবার একটা ধরাতে হ'ল।

ইণ্টার-ক্লাস কাপুড়ে মধ্যবিত্তের জন্যে, অর্থাৎ চাপকানী চাকরেদের জন্যে। আলপাকা আর ইটালিয়ানই ইজ্জতদার আচ্ছাদন, সবার মুখেই আপিসের

গল্প। কেউ সাহেবের দক্ষিণ হস্ত,—কেউ চক্ষু বিশেষ! কারুর তিনখানা রিটার্ণ ঝুলচে,—একদিন না গেলেই আপিস অন্ধকার,—সেরেস্তা ওলোট্‌পালট্‌! সকলেই বড় বড় কদরের জিনিষ,—দুর্লভ দেবতা!

বেশ উপভোগ্য।

শেষ মুহূর্তে কুলি সঙ্গে করে দু'জন ভদ্রলোক এসে উঠলেন। দু'তিনটে মোট আর একটি সোনালী রংয়ের সুদৃশ্য সিন্দুক, তদুপরি 'ব্রোঞ্জ-ব্লু' কালিতে ছাপার হরপ—'মায়ের দান'। দেশ-ভক্তের আশাব ও আনন্দের বস্তু। প্রত্যক্ষ করুন, ভারতে আজিও শিল্পীর অভাব হয় নাই। এতদিনে সাধনায় সিদ্ধি,—সর্বস্ব-পণে স্বদেশী প্রচেষ্টা সফল।—

—আসুন, দেখুন—গ্রহণে উৎসাহ দান করুন। ভারতের পূর্ব গৌরব ফিরে আসুক।—

—জার্মাণীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। যদি হীন হয়,—এক মাস পরেও ফেরৎ নিতে প্রস্তুত। কর-জোড়ে বিনীত অনুরোধ—বৃথা সন্দেহ করে উত্তমটিকে দমিয়ে দেবেন না। ওই করেই আমরা নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছি।—

—সেফটি-পিনটি কেবল সোণার পাবেন,—ইস্‌পাতের এখনো সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠেনি;—আশা করি তিন মাসের মধ্যে তাও দিতে পারবো; সবই নির্ভর করছে আপনাদের উৎসাহ দানের উপর।—

—ন্যাশানাল ফ্যাক্টারি।

—উড়ম্‌ বন্দরম্‌—মালাবার।

'ব্রোঞ্জ-ব্লু'র হরপে সিন্দুকটি যেন উল্‌কী-পরা এলিজেবেথের মত শোভন ও লোভন।

সবাই সেই দিকে ঝুঁকলেন।

মালিক—একহারা, বয়সে বছর পঁয়তাল্লিশ হবেন। গলায় সোণার হার, এক কাণে হীরের বটন্‌। দোশর—দোহারা,—বাঙ্গালী।

সকলের আগ্রহে তিনিই সিন্দুকের ডালা খুললেন। একেবারে Open Sesame! চোখ ঠিকরে যায়। গন্ধ-গোকুলোর বাসা। বিলাসের সকল বকালই মজুদ্;—আরসি, চিরুণী, ব্রস্, বোতাম, এসেন্স, কালি, কলম, নিব্, ছুরী, কাঁচি, ব্রস্কো, ম্যাস্কো, সাবান, ক্রীম, ক্রজ, রুজ্ ইত্যাদি। গাঁট্‌রিতে ধুতি, শাড়ী, গেঞ্জি, মোজা, লেস্, সার্ট, স্কার্ট, সেমিজ, বডিস্, ব্লাউস্ প্রভৃতি এবং ওই সব ইত্যাদি আর প্রভৃতির রকমও বহুৎ। দামও সস্তা। দেশমান্য নেতাদের ছবি, এলবম্ সবই আছে।

না-পছন্দের কোনটি নয়। প্যাকিং লেব্‌লিং নিখুঁৎ। পাপ মন,—দেখলে স্বতঃই সন্দেহ হয়।

সকলে তারিফ্‌ও করলেন, মুখ চাওয়াচায়িও করলেন। বাঙ্গালিটি বুঝতে পেরে বললেন,—"কি, সন্দেহ করছেন বুঝি? প্রথমটা অনেকেই করেন। দেশ যে এখন সকল বিষয়েই Anglo Vernacluar (বর্ণসঙ্কর) দাঁড়িয়ে গেছে, লোকের বর্ত্তমান রুচিমত তো হওয়া চাই। তা করতে পূরো তিনটি মাস রবিবর্ম্মার স্ট্‌ডিওতে পড়ে থেকে design এর পর design (ছক্) বদলাতে হয়েছে। টাকার দিকে তো ওঁর দৃষ্টি ছিল না,—এই জিদ্ পড়েছিল। ওঁরা কোটিপতি, আবার মহাপুরুষ তুকারামের বংশধর,—একটু মেকি চালাবার উপায়ও কারুর নেই,—ধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ না হয়। উনি দেখাতে চান—একদিন এই ভারতই পৃথিবীর রাণী ছিল, সকলকে সব কিছু দিয়েছে—আজো দেবার শক্তি রাখে। বড় লোকের সখ।"

এই বলে মৃদু হাসলেন।

আরো দু'চার কথার পর,—চাহিদা আরম্ভ হয়ে গেল,—তিরিশ পঁয়ত্রিশ টাকার মাল তখুনি পাচার।

আমলাদের হাতে লটকানো-মক্কেল থাকলে, পছন্দ জিনিষ পড়ে থাকে

না। তারাই কিনে দেয়; সাধুরা কেবল 'না না' করেন আর বলেন—'ও-সব আবার কেনো!'

আমিও কিছু নেবো না কি? এমন স্থবিধে ছাড়তে নেই;—এক ডজন নিব নিয়ে রাখি।

উঠতে যাবো, এমন সময় বাঙ্গালিটি আমার দিকে চাইলেন। এ কি! মুখ থেকে আপনা আপনি মৃদুকণ্ঠে বেরিয়ে গেল,—"প্রতুল না কি?"

আশ্চর্য, কথাটা তার কাণে পৌছেছিল।—"আরে—নবীন ভায়া! বুড়িয়ে গেছ যে।" বলতে বলতে পাশে এসে বসলো।

বললুম—"কুড়িয়ে-বাড়িয়ে বয়স তো কম্ হ'ল না ভাই, নামটাই নবীন থেকে গেছে। তুমি তো চেক্‌নাই রেখেছ মন্দ নয়!—মুর্গিহাটায় সে দোকান?"—

"তাও আছে। যে ক'দিন চলে ওই মেকিলালের দাওয়ানী করছি। নি-খরচায় শ'দেড়েক দেয়, আর কাটতির ওপর পনের টাকা কমিসনও। বেজায় বিক্রি,—তাই বেটা আর মাইনেটা বাড়াতে চায় না;—থোক টাকাটা অনেক গুণতে হয় কি না,—লাগে।"

বললুম,—"লোকটি বোধ হয় অনেক টাকা ফেলেছে, বাছা বাছা শিল্পীও খুঁজে বার করতে হয়েছে;—তাদেরও তো কম দিতে হয়না! মাল যা উতরেছে—এর আর মার নেই, পড়তে পাবে না,—দেখছি একদম নিখুঁৎ।"

প্রতুল হাসতে হাসতে বললে—"শুধু একদম নিখুঁৎই নয—বিলিতি বলো। —তুমি কাশীবাস করো—সত্যভ্রষ্ট হতে হবে না।"

কথাটা তেমন মন দিয়ে শুনিনি। বললুম,—"বাস্তবিক ভাই, এ যা বানিয়েছে—যুরোপেও বিলিতি নয় বলে কেউ সন্দেহ করবে না। তোমরাই প্রকৃত দেশের কাজ করছো। এতদিন এ-সব কারিকর"......

প্রতুল বাধা দিয়ে বললে,—"সবই ছিল,—গোপনে গোকুলে, কেবল সুযোগ ছিলনা ভাই। 'স্বদেশী' কথাটি—সেটি এনে দিলে।—যা 'মরা' ছিল তা অমনি 'রাম' হয়ে কাম দিলে,—অনেকে ঋষি বনে গেলো, অর্থাৎ দ্রষ্টা, —চোখ খুলে গেল—বুঝলে ?"

"তা ও-লোকটি তোমাকে বার করলেন কি করে ?"

"মাণিকে মাণিক চেনে যে ভাই! নাসিকে ওর বড় কারবার। লোকটা খুব ওস্তাদ, দশ বিশ হাজার জার্মাণীর শাল ওর হাতে পড়ে কাশ্মীরী মাল হয়ে গেছে! বোর্ণিও, জাভা সুমাত্রাদি দ্বীপপুঞ্জ ওর একচেটে তালুক,—আমদানীকুঞ্জ। আমার অনেক শিক্ষাই ওর কাছে। তবে গুরুদক্ষিণায় পুষিয়ে দিয়েছি। যখন স্বদেশীর জোর ধাক্কা লাগলো, তখন ওর তিরিশ হাজার টাকার Condensed Milk মজুদ! মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। এই শর্মাই লেবেলের জোরে—তাকে স্বদেশী বানিয়ে পঁয়-তাল্লিশ হাজার দিইয়ে দেয়। অবশ্য তার বিশ হাজার আমার ঘরে আসে। প্রতুল সেই দিন থেকেই—ওর কাছে অতুল! যা দেখচো—এ সব প্যাকিং, এ-সব লেবেল আর কার ? এই ডেভিলেরই।"

সবিস্ময়ে বললুম,—"তবে কি এ সব..."

"আবার কি ? একদম তাই,—একেবারে অবিমিশ্র! তুমি দেখছি সেই 'তুমিই' থেকে গে'ছ, 'আপনি' আর হলেনা। আমাকে বুড়ো তিন-কড়ি মাস্টার এখন নমস্কার করে, 'আপনি' বলে কথা কয়,—আমি তাকে 'তুমি' বলি। আত্মসম্মান সৃষ্টি করতে হয়,—রাখতে জানতে হয়।"

আর কথা বাড়াতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। নিবের ( Nibএর ) কথা মনের মধ্যেই নিবে গেল।

সে নিজেই বলে' চললো,—"কি,—অবাক্ হচ্ছ না কি ? মানুষ বড় না পোজিসন্ বড়ো! ওই সাতসিকের চেয়ারখানায় বসলেই 'নোসে' হয়

নসিরাম বাবু,—খসলেই ভুসিরাম,—পনেরো টাকা দিয়ে কেউ পোঁছে না ;—মানো তো ?—"

শুনেই চললুম।

—"শাস্ত্র তাই 'অজরামরবৎ'—অর্থ চিন্তা করতে বলেচেন। করলে না তো কিছু! কোথায় আজ দার্জ্জিলিং কি কাশ্মীর বাস করবে,—দেবতার পায়ের-ধূলো কুড়িয়ে উঠতে পারবেনা, তা নয়,—করলে কি না কাশীবাস, —খিঁধবার ব্যবস্থা! জন্মটা মাটি করলে ভাই, পোজিসন তাই অনশন!—

—"মনে নেই—বিশুখুড়ো গঙ্গাযাত্রীর ঘরে শুয়ে শেষ-রোজগারটা সেরে আরামে চোখ বোজেন,—শ্বাস টানতে টানতে কর্তব্য সারেন!—ছোট ছেলের বিবাহের কনট্রাক্ট গঙ্গাতীরে শেষ করে, নগদ দেড়হাজার টাকা নিজের হাতে নিয়ে, আখিরি শ্বাসটুকু আর ফেরৎ না নিয়ে, দানের খাতায় রেখে দান ধর্মও শেষ করে যান,—মনে পড়ে? শাস্ত্রে কি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাই ছিল—অজরামরবৎ! স্বচক্ষে দেখেও শিখলেনা। এখনো সময় যায়নি,—ও-কাজের সময় অসময় নেইরে ভাই।"

কি পাপ! কাশী থেকে বেরিয়ে পর্যন্ত বিরাম নেই। একটা না একটা অভাবনীয় আবির্ভাব। সঙ্গ নেবে না কি! অতিষ্ঠ বোধ করছিলুম, বিষয়টা বদলাবার জন্যে বললুম,—"আচ্ছা প্রতুল—জিনিষগুলো বিলিতি বললে কি বিক্রি হয় না,—মিছে দেশী বলা কেনো?"

"To help you,—to help my countrymen. তোমাদের সাহায্য করবার জন্যে,—বন্ধুর কাজ করবার জন্যে। দিন কাবার করে দিলে, এখনও না চিনলে দেশটাকে, না চিনলে দেশের মানুষকে,—তাদের প্রাণ যে বিলিতি খোঁজে! বুঝছনা—হুজুকে কেবল দিশি চাওয়াচ্ছে বই তো নয়। মনকে চোখ ঠেরে মুখে দিশী বলবার পাস্‌টা ( Passটা ) কেবল তাদের চাই,—মালে কিন্তু বিলিতি হওয়া চাই। তা হলেই মনঃপূত হয়,—

পড়তেও পায় না। আমরা সেই সাহায্যই করছি,—যাতে কারুর মন খুঁত খুঁত না করে। বন্ধুর কাজ নয় কি? জার্মাণীর মকরধ্বজ পেলে শিখিধ্বজেরা কি আমাদের ঘুঁটে পোড়ানো মকরধ্বজ ছোঁবেন মনে করো? কেবল পেবল্ (Pebble) পেপারের লেবেলে লেখাটি চাই—"মহারাষ্ট্রীয় মহাতপা, ভীষকাচার্য শ্রীনিবার চৌপাঠির স্বকৃতামৃত;—শ্রীমৎ নেপালাধিপতির জন্য পবিত্র হোমানলে প্রস্তুত সুবর্ণরেণু মকরধ্বজ"। —ব্যস।—"

—"এক শিশি দেখাব,—দেখবে?"

জবাব ছিল না। বললুম—"যাবে কত দূর?"

"আপাতক—আবারিয়া হয়ে যোগবাণী পর্যন্ত। দেহাতে না ঢুকলে মজা নেই, দু'হাতে লোটা যায় না।—দেহাতিরা সহরে মকদ্দমা করতে এসে—শিক্ষিত সভ্যদের সঙ্গে এক নর্দমাতেই পড়েছে। ফিরতি মুখে পূর্ণিয়া সেরে যাব,—পূর্ণিয়ার জন্যে দুর্ভাবনা নেই—সবই করণীয় ঘর—স্বঘর, কুলীন।"

ট্রেন্ তখন পূর্ণিয়া স্টেশনে এসে থেমেছে। দুর্গা বলে নেবে পড়লুম।—বেল্ দিলে।

প্রতুল মুখ বাড়িয়ে বললে,—"আসছি, দেখা হবে,—অনেক কথা আছে। হ্যাঁ—কাজের কথাটাই হয়নি,—দ্যাখো in the mean tim ০ field (জমি) একটু তয়ের করে রেখো দিকি। Gratis (খাতিরে) নয়,—সে কাজ প্রতুল করবে না। কন্‌কনে twenty-five percent—বুঝলে? শতকরা পঁচিশ তঙ্কা! .."

গাড়ী প্ল্যাটফরম্ ছেড়ে গেল, কি আমার ভূত ছেড়ে গেল, মিনিটখানেক বুঝতেই পারলুম না। নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলুম।

হাঁ করে ভাবলে আর কি হবে! প্রতুল যা শুনিয়ে গেল,—সে দেখচি-আসবেই। আমাকে যেন ফাঁসির হুকুম শুনিয়ে গেল। দুনিয়ায় কি স্বস্তির ব্যবস্থা কোথাও নেই! অনেক ক'রে এই 'ধ্রুব-লোকটি' জুটেছিলো,—এখানেও বাঘ সঙ্গ ছাড়েনা!

কোম্পানীর ট্রেণ চলে গেছে,—চেয়ে দেখি দ্বিচক্র সাম্পানী-গুলিও যাত্রী নিয়ে সরে পড়েছে! উপায়? মধ্যে চার মাইল ব্যবধান,—পদব্রজে সেটা সমাধানের সামর্থ আর নেই।

হঠাৎ গাড়ীর ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ শব্দ সুমধুর সাহানাসুরের মত কর্ণে প্রবেশ করে উৎকর্ণ করে দিলে। স্টেশনেই আসছে। ঘোড়াটা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছে,—সকালে চারটি ঘাস খেয়েছিল, গাড়োয়ান সপাসপ্ চাবুক চালিয়ে, মাস নিয়ে তার পরিশোধ নিচ্ছে! উঃ—এখানেও আছে নাকি? যম আর কোথায় নেই! মন বলে উঠলো,—আর বেশী দিন নয় বাবা, তোদের দুঃখ শেষ হয়ে এসেছে,—বিলেতে বড় বড় দয়ার্দ্র মাথা বিনিদ্র হয়ে উঠেছে। অচিরেই কোটরে কোটরে মোটর ঢুক্‌বে;—বর থেকে ময়লা পর্য্যন্ত বইবে। তোরাই শেষ মার্টার্।

দেখি জুত্যচে গাড়োয়ানের পাশেই অচ্যুত বাবু,—তাঁরি ব্যস্ততায় ঘোড়ার দুরবস্থা। এখনো 'ড' ট্রেণ আসেনি,—এতো তাড়া কেনো!

গাড়ীর মধ্যে ছোট বড় অনেকগুলি।—কেরাণীর মূলধন বাড়ীতেই বাড়ে,—বেতন না বাড়লেও। ভগবান কাকেও সবদিকে মারেন না,—এ সৌভাগ্যটি গরীবদের দিয়ে রেখেছেন। গাড়ীর মধ্যে তাদের পরস্পরের চড় চাপড় আঁচড় কামড় চীৎকার চলেছে। এই ক্ষুদ্র 'মিনেজারি' নিয়ে

অচ্যুত বাবু যেন মহাপ্রস্থানে চলেছেন! দেখা হতেই প্রথম প্রশ্ন—
"ট্রেণ চলে গেলো নাকি?—এই কুলি,—কুলি?"
বললুম,—"কোন্ ট্রেণ,—কোথায় যাবেন?"
বললেন,—"যে ট্রেণ পাই,—যেখানে হয়.."
"তবু?"
"ইচ্ছে তো মশাই—শক্তিপুর।"
"ব্যস্ত হবেন না, এখনো অনেক সময়।"
তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রণগোপাল গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে বললে,—"আমি কিন্তু যাচ্চিনা বাবু,—আপনাদের তুলে দিয়ে,...পরশু 'শীল্ড ম্যাচ্' রয়েছে তা জানেন?"
"থাম্ থাম্,—জানি বলেই তোর"...আমার দিকে ফিরে বললেন—ছোঁড়া ১৯ বছরে ম্যাট্রিক ফেল্ কোরে—মরিয়া হয়ে উঠেছে! শুনচি খেলায় উনি নাকি অগ্রীদের মধ্যমণি—(সেণ্টার ফরওয়ার্ড)—
—"ওঃ আপনি? মাপ করবেন, মাথার ঠিক নেই মশাই,—নমস্কার করতে ভুলে গেছি। তা,—আপনি এ সময়ে?—জানেন না বুঝি ...
"এ সময়ে মানে?—ব্যাপার কি?"
বললেন—"ছেলে-পুলে নিয়ে এখানে বাস আর সেফ্ (নিরাপদ) নয় মশাই.."
"তাতে আর আমার দুর্ভাবনা কি? ছেলে তো নেই।"
"আরে মশাই পেনসেন্ তো আছে? সে যে ছেলের বাবা!
ছেলেয়—ম'লে পিণ্ডি দেয়,—সে যে বেঁচে থাকতে অন্ন দেয়।"
"তা যেন বুঝলুম,—কিন্তু হয়েছে কি? মড়ক নাকি?"
বললেন—"সে সব সেকালে হোতো মশাই,—আমাদের সন্ধ্যে-আহ্নিকের মত সবই উঠে গেছে..."

এই সময় চতুর্থ অপত্য ভূতো গাড়ীর ফোকর গলে ভূপতিত !—"ঐ গেলো গো" বলে অচ্যুত-পত্নী চীৎকার করে উঠলেন !

আমি তাড়াতাড়ি তাকে তুললুম। "কোথায় লেগেছে বাবা ?"

অচ্যুতবাবু তখন পত্নীকে বলছিলেন,—"এখনো 'বড়দেবতা' রয়েছেন,—ট্রেণের ফোকরের জন্যে ও-কটা যেন থাকে। যেন ঝাড়া হাত পায় বাড়ী যেতে পারি।"

আমার দিকে চেয়ে বললেন,—"ভাববেন না, কোথাও লাগেনি ;—পড়ে পড়ে স্টোন্ মেরে গেছে। দেখছেন না,- কাঁদলেনা।—যাক্, আপনি কি বলছিলেন ?"

"এমন কিছু নয়—আপনার প্রাণভয়ে পালাবার মত ব্যস্ততা দেখে—আর পরলোকের পরোয়া না রেখে ঘোড়াটার পিঠের ওপর দিয়ে Short cut ( সোজা রাস্তা ) বানাবার প্রয়াস দেখে ভাবছিলুম,—হয়েছে কি ?"

"রেখে দিন মশাই পরলোক—আমরা আদালতে কাজ করি, আমাদের পরলোক ভাববার ফুরসৎ কোথায় মশাই। মক্কেলেরাই ইহলোক সামলাচ্ছে তাই রক্ষে। বিবাহের পর কি আর পরলোক থাকে মশাই—কেবল এই সব ছোট-লোক নিয়ে আজন্ম ভোগা।"

রণগোপাল সহ্য করতে না পেরে—সরোষে দু'একটা সাইকলজির কথা বলে ফেললে। ছেলেরা অন্যায় কথা বরদাস্ত করবে কেনো,—এডুকেশন পাচ্ছে।

অচ্যুতবাবুর মুখ রাঙা হয়ে উঠলো, বললেন—"শুনলেন ?"

আমি সেটা না শুনে বললুম,—"হ্যাঁ,—আপনি যে এমন নিরাপদ স্থানটির বদনাম দিচ্ছেন,—হয়েছে কি ? তা তো বললেন না..."

"আরে মশাই সে দিন আর নেই—এখন 'কর্মক্ষেত্র' চলছে,—'কর্মযোগ' সুরু হয়ে গেছে !"

বললুম,—"বাঙ্গালীদেরও ?"

"তারাই তো স্কুরু করালে"......

শুনে একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়লো। গর্বের হিল্লোলে প্রাণটা দুলে উঠলো ; ভাবলুম—লোকটার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি ! এ প্রদেশে বাঙ্গালীর কর্মের পথ বিধিমতে কণ্টকাকীর্ণ করে রাখা হয়েছিল। একমাত্র ছাড়-পত্র ছিল,—'ডোমিসাইল্ সার্টিফিকেট্'। সেটা লাভ করা—রায় বাহাদুর খেতাব লাভ করার চেয়ে সহজ ছিলনা। যাক্—বাঙ্গালী প্রখর বুদ্ধিবলে কর্মের পথ করে নিয়েছে দেখছি ;—জাতটি কেমন ! অচ্যুতবাবু তাতে এতো ভয় পাচ্ছেন কেনো ? ওঁর তো পাকা চাকরি। বললুম,—

"যাক্—'কর্মযোগ' এসে গেছে—বাঁচলুম। ছেলেপুলেগুলোর কিনারা হল।—উঃ, গ্রাজুয়েটের গাঁদি মেরে যাচ্ছিল—এখন চাঁদির মুখ দেখতে পাবে, ধরিত্রী ঠাণ্ডা হবে। তবে আবার ভাবছেন কেনো এতো। দুর্যোগ তো কেটে গেছে। আপনি কর্মক্ষেত্রে জোমে থাকতে থাকতে এই 'কর্মযোগের' সুযোগে রণগোপালকে কলম হাতে দিয়ে রণক্ষেত্রে ঢুকিয়ে নিন না। চেয়ারে বাপ থাকতে fail-এ 'ফেলে' আটকায় না— 'মেলের' (mailএর speedএ ) চালে সব ঢুকে পড়ে। এই আমাদেরই কথা ভাবুন না,—ফেল্ করা ছিল আমাদের বংশের ধারা—একচেটে কারবার। আটকেছিল কি। এই চতুর্থ পুরুষে পড়েছে। মিছে ভাববেন না ;—এই তো মওকা।"

"কি বকচেন মশাই,—'কর্মযোগ' খুব বুঝেছেন তো !"

"কেনো—শক্তটা কি ? 'কর্ম' মানে তো চাকরি,—আর চাকরি মানে কেরাণীগিরী এবং যোগ মানে জুটে যাওয়া—এ আর কোন্ বাঙ্গালী না জানে ?"

"একবার যান্‌না বুঝতে পারবেন। এ সে কর্মযোগ নব মশাই—খাস মুকুন্দদাসের 'কর্মক্ষেত্র'। একদিন গিয়েই ছেলেমেয়েরা সব front (চড়োয়া ) হবে দাঁড়িয়েছে,—আটকানো দায়।—লোকে লোকারণ্য।"

'মুকুন্দদাস' শুনে চমকে গেলুম। হুঁ—তিনিই হবেন। মানুষ চেনা ভার! ভেতরে ভেতরে নিশ্চয়ই একটা বড় রকম স্কিম্ (মতলব) এঁচে থাকবেন। দেশের জন্যে কার না প্রাণ কাঁদে?…খুব চাপা লোক বটে!

বললুম,—"ছেলেরা front হবেনা, চাকরির জন্যে সব মুকিয়ে রয়েছে,—যাবেনা? আর এই সময় কিনা আপনি ছেলে নিয়ে সরছেন!"

"আপনাকে বোঝাতে পারবনা মশাই, একটু এগিয়ে গেলেই শুনতে পাবেন। কি গানটা রে ভূতো শুনিয়ে দেনা……"

ভূতোর কপালটা ফুলে উঠেছিল, সে কপালে হাত বুলুতে বুলুতে একেবারে পঞ্চমে ধরলে—

"চুপ চুপ,—হয়েছে, বস্" বলে, অচ্যুতবাবু একবার চারদিকে চাইলেন। ভূতো তখনও ভেঁজে চলেছে—

"থাম্ পাজি" বলে ধমক দিলেন।

"এ বেটারা এখানে থাকলে কি আর চাকরি থাকবে মশাই। ঘর ঘর ওই সুর উঠেছে,—এস্তোক"…ব'লে পত্নীর দিকে ইঙ্গিত করলেন।—"শেষ-সাতটা বছর আর কাটেনা দেখছি,—সাত দিন কাটা ভার।"

ট্রেণ এসে গেল। পড়ি তো মরি এইভাবে অচ্যুতবাবু ছেলেমেয়ে নিয়ে ছুটলেন। একবার পেছু চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

"গুণে নিয়েছ তো?"

"হ্যাঁ—সাতটা মোট ঠিক আছে।"

"মোট নয়—মোট নয়, মা-ষষ্ঠির কৃপা-সমষ্টি।"

পত্নী আর কথা কইলেন না।

রণগোপাল গাড়োয়ানকে কি ইসারা করলে।

আমি গাড়ীতে উঠে বসলুম। গাড়োয়ান বললে,—"এলুম বলে,—তামাকটা টেনেনি বাবু।"

আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা ছিলন',—তাড়াও ছিলনা। তখন মুকুন্দবাবুই মগজে গজগজ করছেন।—কি চাপা লোক!—ওঃ—কাশী ধর্মক্ষেত্র কিনা, ধর্মক্ষেত্রে তাই কর্মের কথা কইতেন না,—আনন্দমঠ কি নন্দকুমারের নামে অত চটে যেতেন। একটা প্রিন্সিপল্ ধরে চলেন,—প্রিন্সিপল্ না থাকলে কি মানুষ! লোকটি খাটি।—'নন্দকুমার' খানা নিশ্চয়ই এনে থাকবেন। যাক্—দুর্ভাবনা গেল,—সে সব নোট গেলে কি আর……

রণগোপাল্ লম্বা পা ফেলে এসে গাড়ীতে উঠে পড়লো। গাড়োয়ান যথাস্থান নিলে। বললুম—"ঘোড়াটাকে আর চাব্‌কো না বাবা,—জল্‌দি নেই।—কই—তুমি গেলেনা ?"

"হ্যাঁ—আমি যাবো! গেলুম আর কি!—লালমণির-হাটের veteranএর হাট আসছে,—সামলাবে কে মশাই ? শৈলেনের এক একটি কিক্,—বাপ্! আমাদের তেমন একটা গোল-কিপার থাকলে ;…আচ্ছা দেখা যাক্—ভুষি খাইনা। আজ খাসি তো খাওয়া যাক। এক হপ্তা আগে থেকে রোজ সকালে দুটো করে কাঁচা ডিম্ চল্‌ছে, তার effectও কম্ নয়…"

বুঝলুম,—আমার চেয়েও তার brainএর strain ( মস্তিষ্কের মোচড় ) অনেকখানি বেশী।

বললুম,—"তুমি গেলে না, তোমার বাবা যে বড় ক্ষুণ্ণ হবেন—"

"তিনি ক্ষুণ্ণ হয়েই আছেন মশাই ;—থিয়েটর করবো তাতে ক্ষুণ্ণ, ডিম খাবো তাতে ক্ষুণ্ণ, ফুটবল খেলবো তাতে ক্ষুণ্ণ, জুলপি রাখবো না—তাতে ক্ষুণ্ণ! পড়া শোনাতে পর্যন্ত—জোলার নভেল পড়বো তাতেও ক্ষুণ্ণ! ও একটা দুরারোগ্য রোগ মশাই,—বদ্দির বাবার সাদ্দি নেই যে সারায়……

—কত করে একখানা গোর্কির Mother ( মাদার ) জোগাড় করেছিলুম,—ফাদার বেলায় ক্ষুণ্ণ! কেনো মশাই,—সব বুঝতে পারি না-পারি চেষ্টাও কোরবনা? হীরের এক টুকরো মিললেও তো যথেষ্ট। কি বলেন……”

বললুম,—“তা বটে,—তবে তিনি খুসি কিসে?”

“সে আর জিজ্ঞেস করবেন না মশাই,—পকেটে কিছু পড়লেই খুসি,—তা রোজ ১২।১৩ টাকা টানেন। কাছারির বড় কাজই ওই! তাদের ছেলেরা চোর না হয়ে যে আজো জেলের বাইরে বেড়াচ্চে, তা দেখেও তো খুসি হওয়া উচিত—তাও নয়। ভাইগুলো বড় হলে কি হবে তা কে জানে? আজ-কাল আট বছরের ছেলেরাও সব বোঝে মশাই,—শিখবে না?”……

শুনে তো আমি নির্বাক! বললুম—“তা তোমার বাবা এত ব্যস্ত হয়ে সকলকে বাড়ী রাখতে যাচ্চেন কেনো। লম্বা ছুটি নিয়েছেন বুঝি?”

“লম্বা ছুটি ওঁর কুষ্ঠিতে লেখেনি। বলেন ছুটী নিলেই লোকসান,—অন্য কেউ মেরে নেবে। রবিবারেও তাঁর কাছারি যাওয়া চাই।”

বললুম—“সে তো তোমাদেরই সুখে রাখবার জন্যে ভাই।”

“সুখ কতো!—তিন মাস বলচি একটা মাফ্‌লার না হলে চলচে না, তা জুটলোনা। বলেন—হরিহর ছত্রের মেলায় সস্তা পাওয়া যাবে,—কাছারির প্যায়দাকে দিয়ে আনিয়ে দেবেন। The idea! একি গরু কেনা, না দড়ি, না ল্যাঁগোট।”

বললুম,—“বাড়ী থেকে ফিরবেন কবে?”

“বাড়ী কি মশাই,—বাড়ী বিদেয় করে পথে না দাঁড়ালে কি ডোমিসাইল সার্টিফিকেট মেলে, না চাকরির দেউড়ি খোলে!—আগে গৃহত্যাগ করে সাধু হওয়া চাই। সব সাধু হয়েছেন! এখন কেউ মামার বাড়ী, কেউ

শ্বশুর বাড়ী যান,—আমাদেরও তাই বলতে শেখান। সব সত্যাগ্রহী দল।—আমার মশাই স্পষ্ট কথা। আবার গুরু করাও আছে, মন্ত্র নেওয়াও আছে,—জপ্‌ও চলে ..Child Show-( শিশু প্রদর্শনী ) খুলেছে,—টিকি Show ( প্রদর্শনী ) খুললে এঁরাই প্রাইজ্‌ পাবেন।—মেডেল মারবেন।"

"থাক ও-কথা ভাই, বাপ সম্বন্ধে—তিনি যা ভালো বোঝেন"······

—"বাপ কি মশাই! সে-দিন কাছারির এক বাণ্ডিল কাগজ বাড়ীতে ফেলে গিয়েছিলেন,—তাই দিতে গিয়েছিলুম। আমার এই দেখছেন তো —খদ্দরের জামা কাপড়। উনি শশব্যস্ত,—তাড়াতে পারলে বাঁচেন! অন্নদাপ্রসাদ ওঁর ওপরওল', জিজ্ঞাসা করলেন—"ছেলেটি কে?" সাফ্‌ বললেন কিনা,—পাড়ায় থাকে! বল্‌তে যাচ্ছিলুম—'ওঁর ছেলে' কিন্তু ঘৃণায় মুখ থেকে তা বেরুলনা। আমার কাছে স্পষ্ট কথ' মশাই, সেই দিন থেকে আর 'বাবা' বলিনা। বলতে পারা যায় মশাই? আপনি কি বলেন? এঁরা থাকতে যদি স্বরাজ হয়—সে মিছের স্বরাজ থাকবে না এবং থাকাও উচিত নয়"—

'এবং'টা এমন সজোরে বেরুলো, তার তাড়ায় আমার মনটাও সাড়া দিয়ে উঠলো। বললুম—"যাক,—ও-সব কথা থাক ভাই।"

তা যাই বলুন মশাই,—আপনারা থাকতে, I mean ওঁরা থাকতে, কোনো আশাই নেই! এমন নরক নেই যার তলা পর্যন্ত যেতে ওঁরা নারাজ—চাকরি আর পয়সার জন্যে। দেশের একমাত্র ভরসা—মায়েরা—তা দেখে নেবেন,—এই বলে চললুম মশাই। আমার কাছে স্পষ্ট কথা।"

রণগোপাল নমস্কার করে নেবে পড়লো এবং আশ্বাস দিয়ে গেল—আবার দেখা হবে।

আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম,—আমাকে আবার দেখা হবার আশ্বাস

দিয়ে আপ্যায়িত করা কেনো! ছেলেদের ভালোবাসি বটে—তারা চিরদিনই আমার প্রিয়,—রণগোপাল সেটা জানলে কি করে? ছেলেটি কিছু অতিরিক্ত স্পষ্টবাদী,—আজ-কালের ছেলেরা চুপ করে অন্যায় সইতে পারেনা,—গুরুজনদের সেটা বুঝে সাবধান হওয়াও উচিত।

আমি ঠিকানায় পৌঁছে গেলুম।

'দাদামশাই এসেছেন' বলে সাড়া পড়ে গেল।

মাথাটা ঘুরচে,—এখন স্নানাহার সেরে লম্বা ঘুম।

# ১৭

শুয়ে চোখ বুজতেই,—পাণ্ডাজি, উল্কামুখী, উকীল, প্রতুল, অচ্যুতবাবু, তস্য স্পষ্ট-বক্তা পুত্র রণগোপাল,—অনাহূত আসতে আরম্ভ করলেন। সকলেই স্ব-স্ব-প্রধান—কেউ হঠতে চাননা। বড় বড় বিচারকদের সওয়াল জবাব শোনায় গাঢ় অভিনিবেশের মধ্যে যেমন নাক ডাকতে শোনাও যায়,—সেই সনাতন প্রথা ধরে বোধ হয় আমারও প্রগাঢ় অভিনিবেশ এসে থাকবে। কতক্ষণের জন্যে জানিনা।

সম্মিলিত শিশুকণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীত সহসা বায়ুমণ্ডল চঞ্চল করে ঘুম ভাঙিয়ে দিলে।

সেই ভৃত্যের কাছে শ্রুত বুলি!

উঠে পড়লুম।—দেখি স্কুলের ছুটি হযেছে, বালকেরা বই বগলে করে একমনে গান গাইতে গাইতে চলেছে। কি সুন্দর দৃশ্য। ভাবী ভরসা,—কত মধুর!

বাড়ীর ভেতর থেকে সাত বছরেব মেযে স্বাতীশোভা চা এনে সামনে ধরে দিলে।

বললুম—"এখুনি?"

"আমরা যে যাত্রা শুনতে যাব,—মা বলে দিলেন—সকাল সকাল খেয়ে নিতে হবে। তুমি যাবেনা? খুব ভালো যাত্রা।"

"কিসের পালা বে,—দক্ষযজ্ঞ না হরিশ্চন্দ্র?"

স্বাতী নাকমুখ বেঁকিয়ে বললে,—"সে ভারি তো!—এ কেমন লাঙোল নিয়ে..."

"ওঃ—বলরামের ব্যাপার।"

"তুমি কিচ্ছু জানোনা দাদামশাই" বলতে বলতে চলে গেলো।

হাসি পেলে,—Subject (বিষয়) আর পাবে কোথায়,—গিরিশ ঘোষ কি কিছু রেখে গেছেন!

দেখি—একদল তরুণ গোধুলি-লগ্নে ফুটবল্ লুফতে লুফতে মাঠ থেকে জীবনের সাড়া নিয়ে ফিরচে। হাসি হল্লা হুটোপাটি,—এই তো লাইফ্‌! প্রাণ-চাঞ্চল্য চারদিক থেকে ধাক্কা দিয়ে—কি-করি কি-করি করাচ্চে। এরাই তো ভাংবে গড়বে,—এরাই জগৎ চিত্রকর। কত কল্পনা, কত ঘটনা, কত সুখ দুঃখ, কত স্বার্থ, কত ত্যাগ, কত মহত্ব এদেরই মধ্যে প্রকাশের অপেক্ষা করে রয়েছে···

"এই যে উঠেছেন! আমরা দু'বার ফিরে গেছি।—আপনারও নাক ডাকে" বলে অমিয় হাসতে লাগলো।

বললুম—"মরা-নাক তো নয়,—ডাকবেনা?

মানুষ অনেক কাজই অজ্ঞানে বা অসাড়ে করে—কিন্তু নিন্দুকের কাছে রেহাই নেই!"

তারা হাসতে হাসতে বললে—"আমরা কি নিন্দে করেছি,—ডাকছিল তাই বলছি।"

"তা বেশ করেছ। কি করি বলো, মুখ বন্ধ, তাই অন্য যন্ত্র বোধ হয় আপনি বেজে ওঠে। ওইটাই আসল দেশের ডাক। শ্রোতা যে পেয়েছিল—এই ঢের! এখন সব ভালো আছ ত? আজ যে সব মাঠ থেকে এখনি ফিরলে?"

"আপনি শোনেন নি বুঝি! এখানে যাত্রা খুব জমেছে,—মুকুন্দদাস এসেছেন,—যাবেন না? দেখবেন, একদম থ্রিলিং!"

"আমি তাঁকে খুব চিনি,—খাঁটি মানুষ। দেখা হবেই। তাঁর কাছে আমার কাজও আছে,—একখানা বই···"

"দিয়েছেন বুঝি,—ও! তবে তো শুনতেই হবে। তাই সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছেন।"

আমি সে কথা না বাড়িয়ে বললুম,—"তোমাদের ক্লব্ কেমন চলছে? কি কি নতুন বই বাড়লো?"

তারা গিয়ে সব অন্তের বাড়িতে বাড়ছে—"এখানে আবার ক্লব!—সে উঠে গেছে মশাই। মাসে যিনি দশ টাকার সিগারেট্ ফোঁকেন্ তিনিও চারগণ্ডা পয়সা ছাড়তে চাননা—ধোঁকেন। নিজেদের পড়বার অবকাশ নেই,—তাঁদের পয়সায় পরের ছেলেরা পড়বে কেনো, তাতে তাঁদের কি লাভ? কেউ বলেন,—নভেল নাটক পড়ে মেয়েরা মাটি হয়ে যাবে,—ছেলেরা জাহান্নমে যাবে,—না আনায় মনুসংহিতা, না আছে 'বেবও'! একজন দেখতে এসে বললেন—"ঘনরামের জীবন চরিত নেই, তবে আর আছে কি!"

মনে মনে ভাবলুম—এ যুগেও এমন নির্লিপ্ত সমাজ আছে বলে তো নজরে পড়েনা। সেই সুখেই তো এখানে শান্তি প্রত্যাশায় আসা।

বললুম—"তা, তোমরা তবে কি নিয়ে আছো,—ফুটবল? ওটা ভালো, শুনতে পাই ভালো খেলোয়াড়রা পাস্ হযে বেরিয়ে যায় এটা মাস্টারেও চান না—এতো ভালো। Expert (ধুরন্ধররা) তিন বচর থেকে বেশ পেকে বেরয—চ্যাম্পিযান্ হবার চান্স্ পায়—এইটাই নাকি ইচ্ছা করেন। ওটা মন্দ নয়। শুনতে পাই তাতে চাকুরি জুটতেও দেরি হয়না। তা আমাদের আসল 'গোল্' তো ওই-ই। জন্মের মত গোল্ মিটে যায়। Sportsmanshipএ আজকাল Studentshipএর চেয়ে খাতিব বেশী. বড় পদ মেলে।—আনন্দই জীবনকে ফোটায়......"

তপন বললে—"তাই মাঝে মাঝে থিয়েটরও চলছে।"

"এখন কোন বই চলছে?"

"পরপারে।"

"এরি মধ্যে!"

"শীগগিরই দেখতে পাবেন।"

"দেখবো বই কি,—আমি টিকিট জোগাড় করে বসে আছি।"

সকলে হাসলে।

মনোরঞ্জন বললে—"চলো,—সকাল সকাল না গেলে জায়গা জুটবেনা,—আজ মেয়ে পুরুষ সব ভেঙ্গে পড়বে। আপনি তো যাচ্চেনই······"

বলতে বলতে সব চলে গেল।

ভাবতে লাগলুম—কার ভেতর কি আছে কিছু বোঝবার জো নেই! মুকুন্দবাবু এত বড় শক্তি নীরবে বয়ে বেড়ান কি ক'রে? আমার কাছে ঠিক উল্টো কথাই কইতেন! মানে কি? আমাকে সন্দেহ করবার কারণই বা কি?—গুরুদেবই জানেন।

একবার যেতে হবে কিন্তু। পরিচিতেরা তো যাবেনই—এক ক্ষেত্রেই সকলকে পাবো। তবু মুকুন্দবাবুর সঙ্গে দেখা না হলেই ভালো,—কাল একদম surprise visitএ—( আচম্কা দেখায় ) চম্কে দেওয়া।

## ১৮

সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। ধোঁয়াটে অন্ধকারে বাইরে একখানা বেঞ্চিতে বসে নানা কথা ভাবছি আর মাঝে মাছে ধোঁয়া ছাড়ছি। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে—কাজের মধ্যে personal (নিজস্ব) বলতে এইটিই আছে।

মাথা খুলে গেল,—এইটিই ত' সত্যি। ভারত বহু সাধনান্তে জান্‌তে পেরেছিলেন—মানুষের চরম পরিণতি ধূমে, তাই পূর্ব-পুরুষেরা পরম শ্রদ্ধার সহিত এই জিনিষটির প্রগাঢ় চর্চা করতেন—জ্ঞান হতেই। অবশ্য অসাধারণ যাঁরা বা যাঁদের পূর্বসংস্কার প্রবল, তাঁরা জ্ঞানের অপেক্ষা রাখতেননা। ভালো কাজ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে করা হউক—ফল একই পাওয়া যায়! আমাদের বরেণ্য কবিও সেই ঈঙ্গিতই ক'রেছেন—

"চিতা ভস্মে হতে হবে সবার সমান" অর্থাৎ ধূমে—

দেখি কে একজন আমার দিকেই আসছেন। এটাও জীবনের একটা নিদারুণ অভিজ্ঞতা! গুড়ুকের গন্ধ পেলে কেউ না কেউ আসবেনই। তাই মৌলিক চিন্তাগুলো এবার অবসরের অভাবে আর দানা বাঁধতে পারলেনা। বাঙ্গালা দেশের দুর্ভাগ্য।

চিন্তাটা বাধা পেলে,—এই ভাবে অনেক চিন্তাই নষ্ট হ'য়েছে। যাক্—শুভাংসি বহু বিঘ্নানি তো আছেই।

—"দেখুন কি রকম খবর রাখি," বলে উপস্থিত হলেন।—পূর্বের দেখা মুখ।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু নাকি,—আসুন—আসুন। আপনারা খবর রাখবেন বই কি, সুপক্ক ফল যে—কবে আছি কবে নেই,—সন্দেহের বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছি কিনা—কখন হাতছাড়া হয়—

"মৃত্যুঞ্জয় কাকে বলছেন ?"

সত্যিই নামটি ভুলে গেছি। এ অভ্যাসটি আমার আজকের নয়—পঠদ্দশা থেকেই। আট-আট মাস পরে ঠিক ঠিক নাম মনে থাকা কি ভীষণ কসরতের কাজ! দুরভিসন্ধি না থাকলে সেটা বোধ হয় সম্ভবই নয়। দুনিযায তো দুচোখো আলাপ পরিচয নিত্যই চলে—তা বলে…

তিনিই রক্ষা করলেন। হেসে বললেন—ও বুঝেছি। এর মধ্যে কখন শুনলেন যে আমি দাঁত বাঁধিয়েছি! তাই বুঝি—মৃত্যুঞ্জয়…

বললুম,—তা হ'লে স্বীকার করুন—খবরটা রাখা আপনারি একচেটে নয়! মাপ করুন—ঠকেছি। তবে গূঢ় কারণেই নিতান্ত প্রয়োজনে ও-কাজটি করতে হয়েছে। কি করি আরো দু'বচর ঝুঁকতির (extensionএর) মিনতি পেশ করতেই হ'ল কিনা,—এটা তারির সেলামী। এখন দু'বচর বাঁচাও চাই—যেহেতু ঠিক্ দু'বচরের সীমারেখায—তাঁর সাবিত্রী-ব্রতের উদ্‌যাপন উঁকি মারচে—

বললুম—"দাঁত বাঁধাবার খরচও তো আদায় ক'রতে হবে…"

হেসে বললেন—"রসসিন্দুর সে শর্মাই নন। ওটা একরকম ভগবানের দেওয়া—এই তিনবার দিলেন।"

যাক্, নামটা তো এসে গেল। কিন্তু এ কি মানুষের মনে থাকবার কথা! এ সব কি করে' যে চরকের চৌহদ্দি ছেড়ে সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো—ভেবেই পাই না। ছেলেদের নাম জিজ্ঞাসা করলে নিশ্চয়ই শুনতে হবে—চ্যবনপ্রাশ কি সূচিকাভরণ। থাক্, শুনে দরকারই বা কি, —কৌতূহল না রাখাই ভালো।

বললুম—এটাও ভগবানের দেওয়া বললেন,—কি রকম তা শুনে রাখি।

সন্দেহ রাখবেন না,—বিচারক্ষেত্রে কাজ করি। মিথ্যা পাবেন না,—সত্যের চৌষট্টি রকম সংজ্ঞা কণ্ঠস্থ। লোকের উপকারের উপায় পেলে

তো ছাড়িনা।—সঞ্জীব নন্দির বিপদে নথির নকল বার করেদি। লোকটা ২৫ টাকা না দিয়ে ছাড়লেনা। পকেটে ফেলে বললুম,—এ টাকা চাই না নন্দি, ও তোমারি রইলো, ওতে তো দাঁত বাঁধানো হবেনা, আর তা না হ'লে চাকরিও থাকবেনা। তাতেও দুঃখ ছিলনা, কিন্তু হিন্দুর ছেলে, শেষ দিনক'টা ধর্ম্ম-কর্ম্মে দেবারই ইচ্ছা; চাকরি না থাকলে তোমাদের উপকার করবই বা কি করে। তিরিশ বছর সেইটাই অভ্যাস করে এসেছি,—শেষ সময়ে—অন্তকালে চ কাজে লাগলে বলে। এখন দেখছি···

নন্দী বাধা দিয়ে বললে—সেকি ঠাকুর,—আপনি না থাকলে,—আপনার চললেও আমাদের চলবে কেনো! ভাববেন না, আমার সম্বন্ধী ভগবান কুণ্ডু একজন ওস্তাদ্ দন্তকার Dentist, পত্র দিচ্ছি—অর্দ্ধেক দিলেই হবে। কলকেতায় আছেন অনেকেই—কিন্তু হাড়-মাস জব্দ করবার দাঁত ওই একজনই যোগায়। এখানকার অনেকেই নিয়েছে। এনে বাক্সে তুলে রাখতে হয়,—ছেলেদের দিয়ে খাওয়াও চলে।—

—সুপারিস্ নিয়ে চলে গেলুম। ২৫এর স্থলে ৪০শে রক্ষা হল। আমার নিজের তিনটে ছিল—না নড়ে না পড়ে। কুণ্ডু বললেন—ও তিনটে তুলে দেওয়াই ভালো,—সঞ্জীব যখন পত্র দিয়েছে, আপনাকে extractionএর (উৎপাটনের) আর মূল্য দিতে হবে না, সবই subtractionএ করে দেব। করলেও তাই, কিন্তু রক্ত আর থামেনা। কুণ্ডুর বাপ—গোপিচন্দনের রকমারি ছাপ মেরে বসে মালা জপছিলেন। তিনি চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন, —"সর্ব্বনাশ করলি—ব্রহ্মরক্তপাত! ও যে গোরক্ষের বাবা রে। শ্রীগৌরাঙ্গের সংসারে—আঁাঃ!" একটি নিশ্বাস ফেলে ছেলেকে বললেন— "একটু পায়ের ধূলো ছাড়া একটি পয়সা নিতে পারিনি।"

আমারি মত আর একজন জলপাইগুড়ি থেকে এসে—একদিকের চোয়াল

চেপে গুঁড়ি মেরে অপেক্ষা করছিলেন। দেখে বলে উঠলেন—"ওটা রক্ত নাকি? দেখি দেখি—অনেকদিন দেখিনি। আজ ক'বছর অজন্মা, তাইতো—আজো শরীরে এত রক্ত রয়েছে! কোন্ দেশে থাকেন মশাই? রাম-রাজ্যের লোক দেখছি,— Caseএ Cessএ নানা বাবুদে টেনে নিয়ে—শরীরটা খোড় বানিয়ে দিয়েছে মশাই। যা একটু আছে, পুণ্য কর্মে দেওয়াই ভালো,—এখন তাই জীবে-দয়ায় লাগাচ্ছি,—ছারপোকায় শুষছে। যাক্—দেখে বড় আনন্দ হল। বিষয়-কর্ম কি করা হয়?"

বললুম—( দাওয়ানী আদালতে ) Civil Courtএর সেরেস্তায়···

ওঃ—তাই, আমি ভেবেছিলুম আপনার রক্ত! যাক্ তবে ও পাপ বেরিয়ে যাওয়াই ভালো।

স্বাতী এসে তাড়া দিলে—তুমি না খেয়ে নিলে আমরা যাত্রা শুনতে যাব কি করে? এর পর জায়গা থাকবে কিনা!

কত লোক হবে রে?

রসসিন্দুর বললেন—ওঃ, তা বলবেননা—ওরাই মাথা খেল! কিছুতে বুঝবেনা মশাই—

বললুম—যে জায়গায় থাকেন, কিছু দেখা তো ঘটেনা। বারো মাসই তো সংসারে খাটুনি—পুঁজিখানেক সোনার-চাঁদ সামলানো;—আরামের মধ্যে যা একটু ফুরসৎ দেয় ম্যালেরিয়া—দু'দণ্ড পা ছড়িয়ে বাঁচেন। ওঁদের আর আমোদ প্রমোদের কি আছে বলুন। কালে-ভদ্রে যদি একটা যাত্রা কি সার্কাস্ আসে—দেখবেননা? যাত্রা তো লোক-শিক্ষার একটা বড় উপায় মশাই,—দেখতে দিন—দেখতে দিন।

রসসিন্দুর বললেন,—কি বলচেন মশাই—এ সেই যাত্রা কিনা! ওঁরা যাত্রা দেখবেন—আর আমরা আপিস থেকে মহাযাত্রার পরোয়ানা দেখবো।—

শিক্ষার কথা বলচেন ? হুঁ:—ওঁদের শিক্ষা আর আমাদের ভিক্ষা,—এ সেই যাত্রা মশাই। দেখে এসে সব ঢাল-খাঁড়া নিয়ে ফেরেন,—আবার ছেলেগুলোর দাপট্ কি ! কোথায় সাবিত্রী ব্রতের জন্যে দাঁত বাঁধাতে রক্তারক্তি, কোথায় ওঁদের এই সব বুদ্ধি। তারা 'মা মা' বলে' কি দুটো বলেছে, ওঁরা একেবারে গলে গেলেন। আমরাও বলতে জানি,—কি বলবো ও কথাটা যে বলতে পারিনা।···মা মানে নাকি [ এদিক ওদিক চেয়ে ] দেশ ! ছেলেবেলায় Rat (র্যাট্ ) ছিল নেংটে ইঁদুর—এখন হয়েছে ধেড়ে ইঁদুর। মা হয়েছেন দেশ !—বাড় বৃদ্ধির বহর কতো !

স্বাতী এবার ভেতর থেকে অতিষ্ঠ ভাবে চেঁচিয়ে বললে, অনেকক্ষণ বাড়া হ'য়েছে যে দাদামশাই ! জুড়িয়ে গেল যে—

এই যাচ্ছি ব'লে উঠে পড়লুম।

রসসিন্দুর চঞ্চল ভাবে—ইস্ তাইতো, আমারো যে দেরি হ'ল। সর্বনাশ, —করলুম কি ? এতক্ষণ কি আর······বলতে বলতে দ্রুত চলে গেলেন।

## ১৯

আমি আর সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত না করে আহারান্তে শয্যা নিলুম। মুকুন্দ-বাবুতো ঘরের লোক—দেখা হবেই।—মেয়েরা যাত্রা শুনতে গেলেন। কখন কে ফিরেছে জানতেই পারিনি। সকালে নিদ্রাটা ভাঙবে ভাঙবে করচে—ভাঙচেনা। কানে সুর পৌঁছে—সুষণি শাকের কাজ করছে। বাড়ির কেউ ওঠেনি। যাই—রসসিন্দুরবাবুর বাসায় চা'টা খেয়ে আসি,—কাল এসেছিলেন—দেখাটাও ফেরৎ দেওয়া হবে। এ-তো আর বই নয়, বা ছাতা নয় যে ফেরৎ দিতে নেই। আজকাল ওটা ভদ্র আদান-প্রদান, —খরচ নেই।

বার-বাড়িতে ঢোকবার পথ খুঁজে পাইনা! বে-ফাঁক্ ফণীমনসার বেড়া—বেয়নেট উঁচিয়ে রয়েছে। পদস্পৃষ্ট একটা সরু পথ নজরে পড়লো, কিন্তু না লাফালে পরপারে পা দেওয়া যায়না। সুবিধা যখন পেলুম—অভ্যাস করে রাখি। দুর্গা বলে করতেও হল তাই। রসসিন্দুরবাবুর এ আপদ বাড়িয়ে নিরাপদ হবার কারণ কি? দেখি—একটু বাগিচা ফেঁদেচেন,—শ'খানেক লঙ্কাচারা আর কুড়ি দুই ঢ্যাঁড়োস গাছ—বর্ধনোন্মুখ।

কোথায় একটা চাপা গোলমাল গুমরে মরছিল। কিন্তু রসসিন্দুববাবুর চিত্তাকর্ষী বেড়া ও বাগান আমাকে একাগ্র করে রাখায় সেদিকে কান ছিলনা।

হঠাৎ একটু বাড়ন্ত সুরে কানে এলো—"জলে পুড়ে মলুম…।"

একি,—কোথাও আগুন লাগলো নাকি?

পরেই স্ত্রীকণ্ঠে—"তুমি না আমি?—সারাক্ষণ রাঁধো, খাওয়াও, দাসীবৃত্তি করো আর—যাত্রা শুনতে গেছি তো মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে! দুটো ভালো কথা,—দেশের দুঃখুর কথা,…

"ভিটে নেই—তার দেশ! কাদের দেশরে—History তো পড়নি···"
ভাগ্যিস পড়েছিলে!—আর পড়াতে তিনজন মাস্টার রেখে দিয়েছিলে! বলতে লজ্জা করেনা।
রসসিন্দুরবাবুর আওয়াজ থেমে গেল। এরূপ কথা বোধ হয় এই প্রথম শুনলেন।
এ যে বুকে-পিটে ফণী-মোনসা!
এর ওপর আর চায়ের পিত্যেশ অতিবড় পেশাদারেও রাখতে পারেনা। আজ চুলো জলে কিনা সন্দেহ।—

—"এ যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া
এর কাছেতে যম ঘেঁশেনা।"

—ভাঁজতে ভাঁজতে ফিরতি লাফে পথস্থ হলুম।
টাল না সামলাতেই—"একি, কবে এলেন? নমস্কার। 'কেমন আছেন', জিজ্ঞাসা করাটা অবশ্য অনাবশ্যক, লাফেতেই স্বাস্থ্যের পরিচয় পেয়েছি। লঙ্কাবাগে প্রভাত বায়ু সেবনে এসেছিলেন বুঝি? ভারী স্বাস্থ্যকর···"
চেয়ে দেখি—চটি পায়, গেঞ্জি গায় রঞ্জনবাবু। উকীল, ডাঁসা হলেও পাকার টাকা নেন,—যেহেতু কঠিন মামলা সামলাবার সুনাম রাখেন। হালকা 'কেসে' হাত দেননা। যাতে মাথার দরকার নেই তাতে সময় নষ্ট করেন না। বলেন—গেঁটে 'কেসে' খেটে সুখ আছে।···দুরারোগ্য রোগীরাই শরণ নেয়।
নমস্কার,—সব কুশল তো? কাল এসেছি।
এ পাড়ায় এ বেড়া পেরিয়ে অকুশল ঢোকবার উপায় নেই। ম্যালেরিয়া মুসড়ে গেছে,—বেড়েছে কেবল মা-মোনসার অবাধ বিচরণ! একটা Lexin পকেটে করে এদিকে পা বাড়াবেন।
বলেন কি!—মা-মোনসা। বেড়ার দিকে একবার চেয়ে—দমপা স্বরে

দাঁড়ালুম। বুঝতে পেরে বললেন—"এখন নয়—সন্ধ্যা থেকে তাঁদের বক্ষ-চারণ সুরু হয়। এই সেদিন হাজার দুই টাকা খুইয়েছি।"

চোর ডাকাতও……

না মশাই,—সাঁশালো মক্কেল।…পুষ্যিপুত্তুর—ভারী ক্ষতি করে গেছে। টাকা পুঁতে রাখবে তবু একটা টর্চ কিনবে না;—বিলিতি জিনিষ। Brain বলতে ঐ টিকি কিনা!—একটা মাস পরে গেলেও……

ইস্—মারা গেল নাকি?

মারা গেল, না মেরে গেল! তবে আর বলচি কি মশাই। সামনে পূজো,……যাক্, কিছু সময় নেবে, পরিবারটা নাবালিকা! হক্কের কড়ি এসেই যাবে। হ্যাঁ—এখন আছেন তো?

আমি তখন ভাবচি—লোকটাকে সর্পাঘাতে বাঁচিয়েছে দেখচি। মা-মোনসা কৃপাই করেছেন। সব হক্কের কড়িটা—যক্ষের ঘরেই ঢুকতো……

বললুম—মা-মোনসা যদি রাখেন তবেই থাকা……

আপনাকে কেনো……

বললুম—তা বটে—পুষ্যিপুত্তুর নই—মামলাও নেই—

রঞ্জনবাবু হেসে বললেন—না না সে কথা কেনো ভাবছেন। এই দেখুন না—জন্মটা পরের চিন্তা নিয়েই গেল—মাথাটা তাদেরই দিয়ে রাখতে হয়েছে। ভগবানকে ডাকাও তাদেরি জন্যে। ভাবটা বুঝেচেন?

কথাটা থামাতে পারলে বাঁচি। সকাল বেলা একি পাপ! বললুম—ও কথা কে আর অস্বীকার করে। কেস না এলেও তাঁকে ডাকা, এলেও ডাকা, এই জন্যেই বলে ধর্মাধিকরণ। ওতো আছেই,—এখন যাত্রা শুনেচেন কেমন বলুন?

তাই ভেবেছেন বুঝি? সে ভয় পাবেন না; এখানকার আমাদের অত মুক্ষু ঠাওরাবেন না। অতো বাজে কথা শোনবার কারো সময় নেই। তা

ছাড়া শুনতে গিয়ে নজরে পড়া আর নাম লেখানো, তাতে কেবল শিক্ষার আর বুদ্ধির অপমান করা বইতো নয়।—ভিটে বেচে—আমাদের মুখের কথা বার করাতে হয়,—বড় বড় জজে যাদের কথা কান পেতে শোনেন, সেই তারা যাবে যার তার কথা শুনতে ?

বললুম—তাইত, এই সোজা কথাটা আমার মাথায় আসেনি ! দশজনে বিগড়েও দেয় কিনা।—শুনলুম মুকুন্দ দাসকেও নাকি সাত-শো টাকা দিয়ে তাঁর কথা শোনা হচ্ছে ! নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা, তা হলে আপনাদের চেয়েও ফি fee যে অনেক বেশী হয়,—না ? এটা কেউ একবার ভেবে দেখলেনা ? কী backward—অবদ্দে জায়গা ?

অন্যমনস্ক ভাবে বললেন—সে আর বলতে। পরে,—আচ্ছা দেখা হবে'খন, একজন মক্কেলকে বসিয়ে এসেছি। আমার কাছে তো সহজ কিছু নিয়ে আসেনা—তাঁর সন্থ মরা বাপের টাটকা উইলখানা ওড়াবার উপায় করা চাই। তাকে বসিয়ে তাই মাথাটায় হাওয়া লাগাতে বেরিয়েছিলুম।

হাসতে হাসতে বললুম—এ আর শক্তটা কি ?—নিজের বাড়ীতে আগুন দিলেই কার্যসিদ্ধি—উইলতো কাগজ,—শালগ্রাম সুদ্ধ সাফ হ'য়ে যায় !

My God. আমি অনেক ভেবে যে...অ্যাঃ, আপনার মাথায় এলো কি করে ! Law class attend ক'রেছিলেন বুঝি ! প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিতরা তখন শিক্ষা দিতেন...

না—আমাকে ততদূর পৌছুতে হয়নি। আপনাদের সঙ্গই যথেষ্ট। তা ছাড়া চিরদিনই ব্রাহ্মণদের মুখে আগুন তো লেগেই আছে জানেন।

আচ্ছা এখন তবে নমস্কার, ভারী উপকার করলেন,—many thanks—বলে, রঞ্জনবাবু হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

## ২০

আমিও ভাবতে ভাবতে বাসায় ফিরলুম—লোকটা বলে কি ! পাপ জিনিষটে দোসর খুঁজে শাস্তি চায়। দেখচি সময়ে টিক্‌টিকিতে সাড়া দিলে অবিশ্বাসির মনও ঠাণ্ডা হয়। অসময়ে সে'দিকে কানও থাকেনা। কে যে কখন কোন্ কাজে লাগে বলা যায়না। তামাসা করে কথা কওয়াও মুস্কিল্—সত্যিই না আগুন দেওয়ায়।

স্বাতির আওয়াজে ভূত ছাড়লো।—সকালে কোথায় গিয়েছিলে দাদামশাই —চা হয়ে গেচে, চারবার এসে দেখে গিয়েছি।

আমি ভাবলুম—তোমরা ঘুমুচ্চো, জাগাবনা। আমার সকালে বেড়ানো অভ্যেস কিনা, সেইটে সেরে এলুম।

আহা আমি যেন জানিনা,—সাতটার আগে তোমার ঘুম ভাঙে কিনা।

কথাটা এতো সত্যি যে হেসে সামলানো ছাড়া উপায় ছিলনা।

চা এসে গেল, রসসিন্দুরও এসে গেলেন। নিজেই বললেন—আর এক কাপ্ আনো মা। আজ শাড়ীতে এখনো আগুন জ্বলেনি।

কেনো ? আমি তো দেখে এলুম খুব জ্বলছে।

একটু হাসি টেনে বললেন—ওদিকে গিয়েছিলেন বুঝি ? সে আগুনে মানুষ পোড়ে—চা পাকেনা।

বললুম—পাকা সংসারী বটে—এই তো চাই। খাসা বাগিচা বানিয়েছেন দেখলুম। ঝালের অভাব বোধ করেন নাকি ? লঙ্কাটা বাজে খরচ নয় কি ?

বললেন, বিপদ থেকেই বুদ্ধির উৎপত্তি,—মানেন তো ? ছেলে মেয়েগুলো গ্লোবিউলের মত আসতে আরম্ভ করায় হোমিও-প্যাথিতে শ্রদ্ধা বেড়ে গেল,

বই আর বাক্স কিনবে—স্ত্রীপুরুষেই চালিয়ে আসছি। অবশ্য যটা থাকে ঘটা যায়—এ সৎসাহস থাকা চাই। তা না থাকলে ও কাজে হাত দিতে নাই।
তবে এক-ছেলের ঘরে ও-বিদ্যে ঢোকাতে নেই বটে।
বাঃ, ও শাস্ত্রে পূর্ণ জ্ঞান এসে গেছে দেখছি, ওর—সার মেরে নিয়েছেন। তা ঝালের দিক অত ঝোঁক গেল কেনো?
বুঝচেন না, Similia Similibus যে, ঝালে ঝাল মারে—বিষে বিষক্ষয়।
শুনে খুসি হলুম, বেশ লাগলো। বললুম—ও শাস্ত্রে আমারও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল, কেবল মুখের দোষে—
কি রকম?
সে আজ পঞ্চাশ বচর আগেকার কথা। মহেন্দ্রবাবু (সরকার নন—ঘোষ) —বউবাজারে নাইট স্কুল খোলেন। কোনো ইস্কুলই বাদ দেওয়া হয়নি, —ফূর্তি করে ভর্তি হলুম। বেশ চলছিল, রাত্রে পড়াতেন। এক (Aconiteএই) একোনাইটেই সাত নাইট কেটে গেলে। তার গুণাবলীতে নোট বই ভরে গেলে। সে—সকল ব্যাধিরই ব্যাধ,—কখনো বলেন ব্রহ্মাস্ত্র, কখনো ল্যান্‌সেট্, কখনো বজ্র।
জিজ্ঞাসা করলুম—তা হলে মানুষের ওপর চালাবো কি করে—বারো-মাস জেলেই থাকতে হবে যে Sir?
চশমাতে তার চটা ভাব ফুটে উঠলো। নতুন ইস্কুল, তায় ছাত্র সংখ্যা কম,— মুখে হাসি টেনে বললেন—না হে না—ওর মানে—রোগের যম—মানুষের নয়।
যাক, দিন যায় রাত্তি আসে। ক্রমে ক্যামোমিলায় এসে পড়া গেল। খেলে নাকি দাঁত ওঠে। বললুম—পিসিমার একটিও দাঁত নেই—খাবার বড় কষ্ট Sir.
Sir গম্ভীর ভাবে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—আগে চ্যাপ্টারটা শেষ কর,.

তার পর বুঝবে—শিশুদের দাঁত ওঠবার সময়টা বড় সঙ্কট সময়, সেই সময় ক্যামোমিলা আশ্চর্যজনক কাজ দেয়। পিসিমাদের জন্যে ব্যবস্থা এই পাশেই আছে—অ্যাস্‌বি কোম্পানী রয়েছেন। ঘোষাল ভায়া ছিলেন আমার সিনিয়ার গুরুভাই। অমন একনিষ্ঠ সহপাঠী আর কেউ ছিল না, তেমনি মেধাবী। জগতের প্রত্যেক জিনিষের মধ্যে তাঁর অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। ফেরবার পথে ভায়া আমার ওপর এতটুকু মমতা না করে—সারা পথটা ক্যামোমিলার আশ্চর্য ক্ষমতা শুনিয়ে চললেন।—ওর জোড়া নেই, ওর এক ফোঁটায় কি ভীষণ শক্তি, বিভিন্ন ডাইলুশনের কি কি চমৎকারিত্ব, তাদের সরু শক্তি, মোটা শক্তি, সূক্ষ্মশক্তি, বিশেষ ভক্তিসহ বলে চললেন।

মনে মনে ভাবলুম—কাল থেকে আর একসঙ্গে এক পথে চলা নয়। ভগবান শুনলেন,—আর চলতেও হয়নি।

কেনো ?

—সে অনেক কথা—সংক্ষেপেই বলি। পরদিন কি কারণে মনে নেই, Sir খুব উৎসাহের সহিত বোঝাচ্ছিলেন—হানিম্যান সায়েবের মাথায় বিষস্য বিষমৌষধম্—ধারণাটা কোথা হতে এলো !—

—আমার মুখ থেকে অসাড়ে point blank বেরিয়ে গেল,—

"ঘরে বোধ হয় তাঁর দুই পত্নী ছিলেন"…কথাটা ভেবে চিন্তে বলিনি। সেই সময় মনে পড়েছিল কেবল আমার দাদামশার কথা,—তাঁরও ছিল দুই। তাঁকে একদিন বলতে শুনেছিলুম—"এ বিষ থেকে—বিষই কেবল অব্যাহতি দিতে পারে।"—সেই মেমারিই আমাকে মারলে।

যাক্—তাই ক্যামোমিলাতেই আমার হোমিও-লীলা খতম হয়। সেটা ভগবানের কৃপা বলেই এখন মনে হয়।—অনেক extra (উপ্‌রি) মহাপাপ বেঁচে গিয়েছে, আর ঘোষাল ভায়াও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে সেটা একাই

চালাতে পেয়েছেন। তাতে বন্ধুঋণ হতে মুক্ত হ'য়েছি।—

—মহতে মন্দ করতে জানেন না, মন্দ করতে গিয়ে ভালই করে বসেন—তা না তো আজ চিকিৎসক হতেই হত—

রসসিন্দুর সহাস্যে বললেন—অর্থাৎ সহস্রমার।

বললুম—শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা রাখতে হয় বইকি। দেখচিও তা সর্বত্রই। প্রমান সব পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। তবে হোমিওপ্যাথির উপর শ্রদ্ধা আমার বরাবরই সমান রয়ে গেছে। বেকারের অমন বন্ধু আর নেই।

কারো অসুখের কথা কানে এলে একটা কিছু বেরিয়েই যায়—পড়া বিদ্যে কিনা। পূর্বেই বলেছি মেমারিই আমাকে মেরেছে। জেনে না বলাও পাপ যে। সেখানেও ভগবান বাঁচিয়ে আসচেন—অ্যামেচারের কথা কেউ বড় শোনেন না। কিন্তু বাড়ীর এঁদের encourage করে থাকেন, যেহেতু charity begins at কিনা।—তাঁরাও 'রস্‌-টক্স্‌' দেন…

ভাবলুম রসসিন্দুর এইবার উঠবেন; চা খাওয়ার পর অনেকেই বসেন না,—একটা জরুরি কাজ মনেই পড়ে।

রসসিন্দুর কিন্তু ভালো ক'রে চেপেই বসলেন। নিশ্চয় বাড়ীর অবস্থা সুবিধের নয়। চোখে হাসি ফুটিয়ে বললুম, এবেলা এখানেই কেনো—কি বলেন ?

বুঝতে পেরে তিনিও হেসে বললেন—না না —তা হলে আর…দেখচি আপনার-আমার বোধ হয় একই রাশি,—আপনার কি বলুন তো ?

বৃষ না হয় মেষ, এ ছাড়া আর কি হবে ?

—তাই তো বলি—আমারো যে তাই,—ওই মেষ।

বাড়ীতে বোধ হয় সিংহ ?

—ওঃ আপনার দেখচি এ বিদ্যেও জানা আছে, ঠিক বলেচেন তো !

—ও আর জানাজানি কি,— এদিকে মেষ হলে ওদিকে সিংহ যে হবেই,—

দরকার যে। বে-দরকারি কাজ ভগবান করেন না। রাজযোটক একেই বলে। বে-পরোয়া থাকুন, কোনো চিন্তা নেই—না ডাকাতের না বাঘের…

এতক্ষণে উৎসাহের সঙ্গে কথাবার্তা সুরু হল। খুসী হয়েই ফিরলেন।

আমিও তেল চাইলুম।

## ২৭

নাঃ, আর পড়ে থাকা নয়—সাড়ে তিনটে। একটুও ঘুম হল না, চোখ বুজলেই 'মুকুন্দবাবু'। আশ্চর্য লোক্! ক'ঘণ্টা পরেই দেখা হবে,—দেখি কি বলেন। কোথায় কাশী, কোথায় পূর্ণিয়া! ধাওয়া করেছেন—কম নয়,—প্রেম একেই বলে। 'নন্দকুমার' খানা নিশ্চয়ই সঙ্গে আছে। দেবার আগে কি বলবেন?—ভারী মজা হবে!

উঠে পড়লুম। তার পরই আশিনার কাছে,—ওটা আর ভাবতে হয় না, পা নিয়ে যায়,—অভ্যাস। যদিও প্রায় সবটাই টাক্—তবু চুল আঁচড়াতে হয়। বারা প্রায় ঝাড়ু দেবার মত—মার্বল্ ফ্লোরে বুরুস খানা বুলুতেই হয়। তাতেও একটা আত্মপ্রসাদ আছে, মানস-চক্ষে নিজেকে বেশ দেখায়। এর কদর রাজধানীতে। ভাগ্যিস্ গিয়েছিলুম,—সেবার গিয়ে অনেক কিছু আদায় হোল।

আশ্চর্য! কলকেতায় সমবয়সী মিললো না,—বুড়ো নেই! সারা গ্রে-স্ট্রীটে একজনকেও 'গ্রে' দেখলুম না! সব পঁয়ত্রিশ,—বড় জোর—চল্লিশের এ-পারে। যিনি মাইকেলকে দেখেছেন—তিনিও। থাকতে হয় তো এই সব জায়গায়,—ব্রাহ্মণীরও বৈকুণ্ঠবাস হয়। হঠাৎ কানে এলো—"কেষ্টো-বন্দোর লেকচার যদি শুনতে,—তখন আমরা কলেজ ছেড়েছি।"

—ফিরে দেখি—সেই পঁয়ত্রিশ। দিব্যি চুনোঠ্ করা কোঁচা, পমসু, আমেরিকান imitation silkএর মোজা, বুকখোলা নেভি ব্লু ব্লেজার কোট,—ঝক্‌ঝকে বোতাম; বাঁ কাঁধে ইস্তিরি-পাটের জামিয়ার, আঙুলে নীলার আংটী, হাতে ভাইন-স্টিক্,—গোঁফ গজিয়েছিল কিনা বলা কঠিন। মাথায় পেটেপাড়া কুচ্ কুচে চুল, মুখে মুক্তো সাজান দাঁত। চৌহদ্দি বেশ

pleasant and mild (ভুরভুরে) গন্ধামোদিত। ইনি কেট বন্দ্যোর লেক্‌চার শুনলেন কবে? দেবতার দেশ—বাঃ!

আমার সঙ্গী আমার বিস্ময় ভাব দেখে বললেন,—"ওঁর বয়সটা কতো ঠাওরান?—ছিয়াত্তর ছাপিয়েছে যে! দাঁত খুলে নিলেই—চামড়ার বেকায় bellow।" আমি কিন্তু বারবার তাকিয়েও বিশ্বাস করতে পারিনি, ক্রমে—'ভবতি বিজ্ঞতম'। তাতে আনন্দই পেলুম। তার পর রায়-বাহাদুর দাদাকে পেয়ে দুটো কথা কয়ে বাঁচি। কলকেতায় বোধ হয় ওই একটি মাত্র unalloyed খাঁটি বৃদ্ধ বর্তমান।

আর পেলুম রাজধানীতে—রাত নেই। সহর সবক্ষনই সাড়া দিচ্ছে—সরগরম। কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের "আঁধারে জ্বালিয়া মোমের বাতি"—বাতিল। যা কিছু তর তম সব—রাতেই চলে, রাতেই প্রশস্ত।

জানলার পাশেই টেবিলের ওপর আয়না। হাসনাহেনাটা থাকায় বাইরে থেকে দেখা শোনার বাধা,—ঘরে থেকে বাইরে দেখার অসুবিধা নেই। ব্রসখানা রেখে চেত্তা মারতেই দেখি, দূরে কে একজন অপর একটি ভদ্রলোককে আঙুল বাড়িয়ে এই বাড়িটে দেখিয়ে দিয়ে চট্‌ চলে গেল। মনে হল যেন রণগোপাল। এলেই হোত—আসবে বলেছিল, চলে গেল কেনো? বোধ হয় কাজ আছে।

বাবুটি কাছাকাছি এলে বাইরে বেরিয়ে পড়লুম।—প্যারেডের চালে পা ফেলে আসছেন। দেখতে সুপুরুষ, বলিষ্ঠ গঠন। চশমা, রিস্ট ওয়াচ, সবই আছে; হাতে—বাঁধানো একখানি মোটা বই। শরীরের দিকে বেশ দৃষ্টি রাখেন বলেই যুবা বলা চলে। তিরিশ পার হয়ে থাকবেন নিশ্চয়ই। কিছু জিজ্ঞাসা করবার পূর্বে ভদ্রলোকের প্রথামত একটু হাসি ভাঁজতেই—দেখলুম, দাঁত ঈষদ্‌ উঁচু।—"মশাই এইটা কি * * * ডাক্তারের বাসা?"

"হ্যাঁ—এই বাড়ীতেই তিনি থাকেন,—খবর দেবো কি ?"

"আমার জিজ্ঞাস্য, নবীন বাবু বলে কেউ এ বাসায় আছেন কি ?"

"সম্প্রতি আছেন বটে।"

"তাঁর সঙ্গে একবার"……

"বলুন,—তিনি হাজির।"

"ওঃ আপনিই! আমার কি সৌভাগ্য"—বলেই একেবারে পায়ে ছোঁ।

"কি করেন, কি করেন,—আমি তো চিনলুম না।"

"আমাদের আবার চিনবেন কি, চেনবার আমাদের কিই বা আছে। তবে আপনাকে চেনেনা—বাঙালীর মধ্যে এমন কে আছে। চট্টলে, শ্রীহট্টে বাড়ির দাসিদেরও আপনার লেখা সাগ্রহে তন্ময় হয়ে পড়তে দেখেছি।"

"দাস-দাসিতে যে পড়ে এটা স্বীকার করে নিতে আমার আপত্তি নেই। তা বলে আপনি পায়ের ধুলো নেন কেনো ?"

"বলেন কি! আমি নেবনা, পাবো কোথা! ছ' সাত বছরের তীব্র আকাঙ্খা, সহসা আজ অভীপ্সিতকে পেয়েছি। আবার কি করে তা শুনুন"—বলেই—"ঘরে গিয়ে বসতে বাধা আছে কি? লেখার সময় নয় তো? আপনাকে যখন পেয়েছি দয়া করে ভক্তের এ দৌরাত্ম্য সইতেই হবে মশাই।"

"বাধা আবার কি? আসুন।"

ঘরে ঢুকে টেবিলের সামনের চেয়ারখানিতে তাঁকে বসতে দিয়ে নিজে খাটেই বসলুম। বললুম,—"পরিচয়টা জিজ্ঞাসা করা ভদ্রতা বিরুদ্ধ…"

"আমাদের আবার পরিচয়,—যা হয় একটা বললেই হল। জন্মই বৃথা—আজো দেশের—যাক্। নাম—চক্রধর গুপ্ত, নিবাস গুপ্তিপাড়া। পিতা ঢাকা কোর্টে পেস্‌কার ছিলেন। জজ সায়েবের ডান হাত, তাই

সুযোগমত কয়েকটা মহাল নিলেমে ডেকে নিয়ে—ছোট খাটো জমিদারই হন। ঢাকায় I. A. পড়তুম। পড়বো কি, সাহিত্যের ঝোঁক তখন থেকেই দৈত্যের মত ঘাড়ে চেপে এগুতে দিলেনা। প্রায় দেড়শো গল্প লেখা রয়েছে, নিতে কেউ সাহস করে না। দেশের কি মানসিক অধঃপতনই হ'য়েছে। বাজে লিখিনা,—দেশের সত্যিকারের অবস্থা ও তার প্রতিকার, গল্পচ্ছলে জীবন্ত করে এঁকেছি মশাই। পড়লে মুমুর্ষুর হস্তও দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হয়। সব দেখাবো, কাজে লাগাতে হবে মশাই। আপনার কথা ঠেলবে এমন কে আছে?"

"এখন কি করা হচ্ছে?"

"—বলছি, আগে শুনুন মশাই। আপনাকে পাওয়া এ কি কম···সব কথা তাল-গোল পাকিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ওর মধ্যে 'কালনিমের লঙ্কা ভাগ' অর্থাৎ বুঝেছেন কিনা,—সব Covered meaning, প্রচ্ছন্ন,—যেমন আপনি লেখেন—"

"সে কি হে—Covered meaning আবার কি?"

হেসে বললেন—"সে intelligent পাঠক মাত্রেই বোঝে মশাই, এ যুগে কে তা না বুঝে থাকতে পারে? এ যুগই বা কেন বলচি,—মাইকেল পর্যন্ত লিখে গেছেন—

'অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে বজ্রাঘাতে
কভু নহে ভূধর অধীর সে পীড়নে।'

আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে? ওর মানে কি?—তোমাদের আধিপত্য গেলে—ভারতের কোনো ক্ষতিই নেই। সে মাথা খুঁড়ে মরবেনা।—একেবারে ঘাটে ঘাটে মিল্‌, আপনি কি বলেন?"

বলবো কি, আমি তখন ভাবচি এ আবার কোথাকার পাপ এলো! গেলে যে বাঁচি। মহা বিপদে পড়লুম, বললুম—

"ও রকম অর্থ বার করলে যে তর্কালঙ্কারও বাঁচেন না—

'দিন যায় রাতি আসে আর বেলা নাই,
রবির কিরণ কিছু দেখিতে না পাই।'

অর্থাৎ—ওর হয়ে এসেছে—তেজের দফা গয়া। এই বলবে তো?"

'Exactly' বলেই চক্রধর লাফিয়ে উঠলো। "আপনি বুঝবেন না তো বুঝবে কে,—a Veteran,—I mean অভিজ্ঞ। যাক্—তার পর, এটা ম্যালেরিয়ার জায়গা, লোক যদি সব মরেই গেলো তো কাদের জন্যে স্বরাজ। আমি একজন Diploma ধারী হোমিওপ্যাথ। কিন্তু আসলে সাধুসন্ত ধরে আলমোড়া থেকে যে সব জড়িবুটি আদায় করেছি, যত রকম 'বিষ' আছে, তাতে কারো আর মার নেই। এক এক ডিস্ট্রীক্ট ধরবো আর তাগড়া করে ছাড়বো। এখানে আপনি রয়েছেন শুনে আমি যেন স্বর্গ পেয়েছি মশাই।"

মনে মনে ভাবলুম—"আমাকেই পাওয়াতে এসেছ দেখচি।"

গলা নামিয়ে বললেন—"Between us—বলুন্ তো কতটা এগুলেন? মুকুন্দদাসকে এনে ফেলেছেন, খুব কাজ করেছেন—ভারী কাজ করেছেন,—এই তো চাই। এ রকম কর্মী না হলে কি হয়! Sincerity and honesty—তার পরই 'আগে চল—আগে চল—ভাই।' আপনাকে পেয়েছি, এই দেখুন না—কি করি..."

আমি ওঠবার জন্যে উস্-খুস্ করচি। চাকরটাকে গাড়ুতে জল দিতে বললুম। কখনো ও অভ্যাস নেই—কিন্তু অন্য উপায়ও যে নেই।

বোধ হয় উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে,—"হাঁ, প্রধানতঃ আজ যে কাজের জন্যে

আসা আপনাকে পেয়ে প্রাণের আবেগে সে সব ভুলে যাচ্ছি। সে তো আর কোথাও পাবনা. —সেই বারিণদার স্বর্ণ-যুগের—'যুগান্তরের' ফাইল। আর কোথায় পাবো বলুন? আপনারাই তার ট্রাস্টী,—কস্‌টোডিয়ান্—স্ফটিক স্তম্ভ। কি যুগই গেছে মশাই—সে ভাষার এক-আধ লাইন শুনি,—কানে যেন কামান দাগে আর আশায় বুক ভরে ওঠে! দয়া করে আমাকে দেখাতেই হবে কিন্তু,—আমি হত্যে দেবো। সে না দেখলে এ জন্মই বৃথা। আমাকে ছোট ভাই জানবেন। বলেন —এইখানেই বসে দেখবো। কাশীতে গুরুদেবের কাছে শুনলুম,...তাঁর দবদৃষ্টি অসীম, অদ্বিতীয় সত্যবাক্!"

তিনিই নাকি? মনে পড়ে শিউরে উঠলুম। দু হাত তুলে কপালে ঠেকালুম। বললুম—"সেই সময় হাতে পড়লে 'যুগান্তর' দেখতুম বটে—বলতে বলতে গাড়ুতে হাত দিলুম—"

"সে সব কথা ছোট ভাই শুনচেনা"—বলতে বলতে দাঁড়ানো। —গেলে যে বাঁচি। যায়না,—পা ঘসে।

বললুম—"আচ্ছা সে কথা অন্য একদিন হবে।"

—"তাই বলুন"—বলেই পায়ের ধূলো নেওয়া। আমি আর কথা কইলুম না।

অভ্যাসও নয়, গাড়ুর দরকারও ছিলনা কিন্তু...যাক—এ ফ্যাসাদে জিনিষের চাস তো এখানে ছিলনা,—গজায় যে! স্পষ্টবাদী রণগোপালকে যা দেখেছি—সে তো একটী ডাঁসা বোমা। এ নিশ্চয় ভাবি আসামী। যে বাসা দেখিয়ে দিয়ে গেল সে রণগোপাল ছাড়া আর কেউ নয়। কোথাও যে স্বস্তি নেই! অনেক করে এই 'Good-hope'টি মিলেছিল,—সযনা দেখছি।

অবিমিশ্র মন্দও নেই। লোকটা জোলাপের কাজ করে গেল।

## ২২

সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালার সঙ্গেই মুকুন্দবাবুর যাত্রা বসবে। বালক যুবা রমণী সব দলে দলে সেই-মুখো চলেছেন। আর দেরী করা নয়। এটা আমার পক্ষে তো শুধু যাত্রা শুনতে যাওয়া নয়, এ এক রহস্যোদ্ঘাটন। সেই গম্ভীর প্রকৃতি, রগচটা, এতটুকু লোকটির মধ্যে এতখানি রস ঢেউ খ্যালে, -এ যে এক বিস্ময়কর ব্যাপার! সাইকলজির অপঘাত।

একে সন্ধ্যার আবছায়া, তায় রাস্তায় জন্মেজয়ের সর্প-যজ্ঞের কাবালিরা যেন ছাড় পেয়ে শূন্যে কিলবিল্ করে বেড়াচ্ছে। কি এগুলো? ও: ধোঁয়া। দেখি ১২ গজ এগিয়ে একদল বালক—ধোঁ ছাড়তে ছাড়তে চলেছে, বা:, কি আর্টিস্টিক ডিসপ্লে।

অস্পৃশ্যের মত পাশ কাটিয়ে গিয়ে নিভৃতে একটি কোণ নিলুম। আসর প্রায় ভরে এসেছে—কচিকাচায়, আর চিকের মধ্যে মেয়েতে। বিশ-পঁচিশজন যুবক, আমারি মত চুপ্ চাপ্ মুখ গুঁজে সতর্কভাবে এখানে ওখানে বসে। পার্শ্বেই আম্রকানন— তার মধ্যে অনেকগুলি। এমন দূরে দূরে কেনো? সিগারেট জ্বালায় নেশায়, জোনাকির ঝাঁকের মত,—গোপনচারী!

যাত্রা আরম্ভ হয়ে গেল। আমার সেদিকে কান নেই,—চক্ষু মুকুন্দবাবুকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ চোখ পড়লো চক্রধরের ওপর, সেও এক পাশে ভিড়ের মধ্যে বসে, মাথা গুঁজে হিড় হিড় করে পেনসিল্ চালাচ্ছে! এ আবার কি? ভাববার সময় পেলুমনা,—দেখিরণগোপাল— এরে ডিঙিয়ে ওরে সরিয়ে, ফাঁকে ফাঁকে বকের মত পা ফেলে, প্রত্যেকের মুখ দেখতে দেখতে এগুচ্ছে। কা'কে খুঁজচে বুঝি? খদ্দরের জামা—গান্ধী টুপী।

আমাকে দেখতে পেয়েই—"এই যে—আপনি? তাইতো বলি,—আপনি আসবেননা এমন হয়? কেমন—সত্যিকারের প্রাণের সাড়া পাচ্ছেন তো? Life giving······জড়ে চেতনা আনে······"

বললুম—"মুকুন্দবাবুকে দেখচিনা?"

"এই এলেন বলে। খাঁটি মাল এইতেই চেনা যায়, আপনার প্রাণ সেই তাঁর ওপরই পড়ে আছে—মুকুন্দ বই সুথ নেই। আমারও মশাই ওই রকম। তা আপনার এ ঘোঁজে থাকলে চলবেনা, সামনে চলুন।"

"বেশ আছি ভাই—"

"আচ্ছা থাকুন, বিরক্ত করবনা, নিজেই এগুবেন," এই বলে চলে গেল।

"তাইতো, ছেলে মানুষ খুব মেতে গেছে দেখচি।"

বাঃ, মুকুন্দবাবুর idea একদম নতুন।—একেবারে গোড়া থেকে গড়তে চান, শেকড়ে টান দিয়েছেন—

এই সময় একজন দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ প্রৌঢ—গান ধরে এসে আসরে ঢুকলেন। যেমন জোর কণ্ঠ, গানের মধ্যে তেমনি ঐকান্তিকতা। সকলকে একাগ্র করে দিলেন—

আপনিই মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—"ইনি কে?"

পাশের একটি ভদ্রলোক বললেন—"ইনিই মুকুন্দদাস।"

বললুম—"না আমি তাঁকে চিনি।"

"আমরা ক'দিন দেখচি, আমরাও যে চিনি মশাই।"

কথা আর না কওয়াই ভালো। চুপ করেই শুনতে লাগলুম। পূর্বে না দেখলে বরং কথা ছিল।

গাইতে গাইতে এগিয়ে একদম আমার কাছে এসে, পায়ের ধূলো নিয়ে—"এখানে থাকলে হবেনা কর্তা, দয়া করে সামনে আসুন। মুকুন্দ পয়সার

জন্তে যাত্রা গেয়ে বেড়ায় না, আপনাদের মত সমঝদার শ্রোতাই তার কাম্য—এখন কথার সময় নেই, পরে হবে,—আসুন।"
দেখিনি পশ্চাতে কখন চক্রধর হাজির হ'য়েছে। সে বললে— "উনি তো ঠিকই বলেছেন, সোনা বাইরে আঁচলে গেরো! এগিয়ে চলুন।"—
নিয়ে গিয়ে ছাড়লে।

—"শুনলেন তো—একদম আপনাদের—I mean আমাদের্ই মনের কথা। এই দেখুন না—সাহিত্যিকের নেশা, নোট্ করে চলেছি। জায়গা বুঝে লাগাতে পারলে—আগুন ছুটবে। আশীর্বাদ করুন কোনটা মিস্ না করি।"
একটু ঘোঁজ দেখে বসে পড়লো।

ভাববার অবকাশ নেই, গায়কের মুখে যেন বহ্নিবীণা বাজছে। সব চুপ্। যে দিকে চাই—কয়েক জনের পেনসিলের পাল্লা চলেছে। কি একাগ্রতা! এখানে এতো সাহিত্যিক! সব উদীয়মান, —তা জানতুম না! যাদের হয়, এমনি করেই হয়। শুনেছি দীনবন্ধু মিত্রের পকেটেও খাতা পেনসিল থাকতো। সাহিত্যের কি যুগই আসছে। বিহারিরা পর্যন্ত নোট্-নিবিষ্ট! হবেনা,—মিথিলার মাথ!

—থাকতে না পেরে আমকানন ছেড়ে এক-একটি তরুণ এক একবার এসে, চেয়ার বা বেঞ্চির পশ্চাৎ হতে, ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মেরে শুনে সট্কাচ্ছে। এ আত্ম গোপনের চেষ্টা কেনো? অভিভাবকরাও উপস্থিত আছেন বুঝি? তাঁদের অনেককেই তো চিনি। অধিকাংশই উকীল মোক্তার। কই তাঁদের আধখানিকেও তো দেখছিনা। স্বাধীন ব্যবসা, নিকটেই সব থাকেন,—তাঁরা কোথায়? মক্কেলদের আক্কেল দিচ্ছেন বোধ হয়। আহা—পরের দুঃখেই সব কাতর। দেখবার সময় কোথা? কিন্তু একজনও ·······

—নিশ্চয় একটা প্রিন্‌সিপ্‌ল ধরে আছেন। বিদ্যা এঁদের মধ্যেই সফল

হয়েছে। তবে যে শুনতে পাই দেশের সকল মুভমেণ্টের গোড়াই ওঁরা, ওঁরাই দেশটাকে নাচিয়েছেন। বেচারাদের এ বদনাম কেনো। কত মিথ্যাই যে সত্য বলে চলছে। খাঁটি বুদ্ধিজীবী জাত, এঁদের অজানা আর কি আছে। 'আত্মানম্ সততং রক্ষেত্' টুকু কি এড়িয়ে যেতে পারে,—ঘর বার ঠিক্ রেখেছেন। অসামান্য দক্ষতা।—কিন্তু মুকুন্দবাবু কোথায়? কথাটা আবার অন্যমনস্কে উচ্চারিত হয়ে গেল।

"আরে মশাই—সামনে দেখেও বিশ্বাস করবেন না?"

সত্যিই কি তাই? কোনোখানটা, এমন কি কণ্ঠস্বরেও যে মিল পাইনা! 'তা হলে লোকটা আর্টিস্টও, কি মার্ভেলাস্ মেক অপ্—এ যে দেখছি 'হোলি-উড্কে' হারিয়ে দেয়। এক মোণ পাঁচ সের ওজনের লোকটি, আড়াই মোণ হয়েছেন,—সাড়ে চার ফুটের স্থানে ছয় ফুট। মুখ অতো ভারী, হাত পা—ভীমের। এঁর কাছে 'লন্‌চেনি' তো হেরে গেনি। হাঁ make up—ভোল ফেরানো একেই বলে। মন কিন্তু মুকুন্দ বাবু বলে সায় দিচ্ছে না। নাঃ, এখানে কোনো কথা কওয়া নয়।

বড় অস্বস্তির মাঝে পড়ে গেলুম। তখন গান চলছে—

এ কি, চারশো লোকের শ্বাস পড়ছেনা—এক সুরে সব-কটা বেঁধে দিয়েছেন। তরুণদের আত্মকানন থেকে টেনে এনেছেন। বাকশক্তির কি দুর্জয় বল, কি ক্ষিপ্র আঘাত। সবাই সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, কেউ কারুর অপেক্ষা রাখেনি।

শেষ গানের শেষ চরণ গাইতে গাইতে মুকুন্দ এগিয়ে এলেন,—আশায় আনন্দে তখন আরো ফুলে উঠেছেন। প্রোজ্জ্বল চক্ষে প্রত্যাশাপন্নের স্বরে প্রশ্ন করলেন—'হবে তো'?

এই ছোট্ট কথাটির পশ্চাতে তাঁর যে ঐকান্তিকতা ও প্রবল আশা উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছে, তাকে ক্ষুণ্ণ করবার শক্তি অতি বড় নিষ্ঠুরেরও নেই।

মুখ থেকে যেন টেনে বার করে নেয়—"হবেই হবে।"

দেখিনি যে পেছনে চক্রধর উপস্থিত। মুকুন্দ বাবুকে বলছে,—"এ যার-তার অভয়-বাণী নয়!"

লোকটা বলে কি,—কেনই বা?

মুকুন্দ নত হয়ে নমস্কার করে' আনন্দমাখা মুখে চলে গেলেন।

দু' তিন সেকেণ্ড অবাক হয়ে বসে থেকে, নানা চিন্তা নিয়ে উঠলুম — ইনি তবে কোন্ মুকুন্দ,—দুজনেই দাস। এঁকে পূর্বে কোনো দিনই দেখিনি। ইনি—তিনি তো ননই, বরং দেহে মনে প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ বিপরীতই দেখলুম। কি দমেই পড়েছিলুম!—

—খুঁজে এসে আমারই পায়ের ধূলো নেবার মানে কি! বয়স? আরো ২।৪ জন বৃদ্ধও তো ছিলেন। নিশ্চয়ই এ বণগোপালের ইঙ্গিত। সেই বলেছিল—"দেখবেন—এগুতেই হবে।" ছেলেমানুষ, নবীন উত্তেজনায় ছটফট্ করছে! এতটা ভালো নয়। অচ্যুত বাবু এই সব ভেবেই, ছেলে-পুলে নিয়ে শান্তিপুর ছুটেছিলেন। এখন বুঝছি—ভালই করেছেন।—

—সব্‌সে বিপদ দেখছি এই চক্রধরটি। যখনই মুকুন্দবাবু কাছে এসে-ছেন- ও-ও হাজির। সব কথায় আমাকে জড়াতে চায়। কেনো? আমার সঙ্গে ওর কতটুকু পরিচয়? আমি কাকেও ক্ষুণ্ণ করতে চাইনা —ভালোবাসি, এই অপরাধ!

—সহসা মুকুন্দ বাবু এসে যখন জিজ্ঞাসা করলেন- "হবে তো?" কি হবে, কেনো হবে, হলে লাভ কি লোকসান,—কিছুই জানিনা। কিন্তু ভদ্র-লোককে একটা উত্তর তো দিতেই হয়, ভদ্রতাও বাঁচাতে হয়, কাজেই ও-ক্ষেত্রে লোকে বলে থাকে—'হবে বৈ কি মশাই',—এই তো বুঝি। লোককে ক্ষুণ্ণ করবার দরকার? চক্রধর অমনি লুকিয়ে ছিল,—অনেক কথা আউড়ে গেলো। তার এ-সব মাথা ব্যথা কেনো?

—"দেখচি, এ জায়গাও আর সে জায়গা নেই—এখন মোটরে মড়া ওঠে, —ভোটর ছোটে, গ্রামোফোন্ গান শোনায়, বেতারে বে-একতার ক'রে দেয়,—মকরধ্বজ আর লাইফ্ assuranceএর (বীমার) হিতব্রতী এজেন্টরা লোকের মঙ্গল চিন্তায় সর্বদাই ঘুরচে। ছেলের দুধ কমিয়ে —বাপ গোল্ড্-ফ্লেক্ ফুঁক্চে। যেখানে কুমীর আর বাইসন্ শীকার ছিল, সেখানে লক্ষ্মী-মানেরা—দোয়েল আর কোয়েল মেরে বেড়াচ্চেন। যিনিই আসেন, কারুর পরিচয় ছোট নয়। কেউ বা রায় মশায়ের আপন ভায়রা-ভাই,—হলেই বা তিনি চিরকুমার—তাতে বাধে না।—

—আজ দেখলুম, একনিষ্ঠ সাহিত্যিকও কম আসেননি। উন্নতি লাফিয়ে চলেছে। ঘি-টা খাঁটি মিলতো, সাবেক্ষের উন্নতিকল্পে—নিরক্ষরেও সেদিকে মন দিয়েছে, তাকে গো-মহিষের সম্পর্ক শূন্য ক'রেছে। আনন্দের অবধি নেই!—

—প্রথম যখন আসি, ট্রেণে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়।—পূর্ণিয়ায় আসছি শুনে তিনি চমকে যান। প্রশ্নের পর প্রশ্ন,—কেনো মশাই? কি করেছিলেন? পরিবারের সঙ্গে ঝগড়া? এ বয়সে সেটা সয়ে থাকাই বুদ্ধির কাজ ছিল। মাপ করবেন,—বিয়োগ? না সংসার-বৈরাগ্য? জ্ঞাতির গর্ভে ভিটেটা গেছে বুঝি? তবে কি—কন্যাদায়ের চাঁদা? কিছু মনে করবেননা—ওয়ারেণ্ট ঝুলছে না তো?—ওঃ বুঝেছি, ম্যালেরিয়া মিক্শ্চার চালাবার চেষ্টা,—না? এজেণ্ট্ বুঝি? কিন্তু সেটা চালাবার আগে, নিজের চলাটা যে···নিজে এলেন কেনো? ইত্যাদি—ভাবলুম রোগ আর কোথায় নেই—সহরে-সরঞ্জাম আর সোরগোল না থাকলেই শান্তি। এসে পেয়েছিলুমও তাই। কিন্তু কয় বছরে কিছু আর বাকি রইলনা,—with vengeance পাল্লা দিয়ে দেখা দিয়েছে। এখন যাই কোথা? বাঘের-হাট কেমন?—মানুষকেই

যো ভয়।”—এই সব নানা চিন্তা নিয়ে ধীরে ধীরে বাসা-মুখো চলেছি—মগজ অশান্তিতে ভরা। দু'গজ পেছন থেকে,—“কেমন—যা চান তাই তো?”

চমকে গেলুম,—চক্রধর পেছু নিয়েছে—ছাড়েনি। বড় বিরক্তিকর বোধ হল,—উত্তর দিলুম না।

—“যা নোট্ নিয়েছি মশাই—এখন কিছুদিন কাজ দেবে। চলুন না, দেখা করে যাবেন, এই তো। দেখবেন আপনাকে পেলে মুকুন্দ বাবু···”

“না ভাই মাপ করো, শরীর ভালো বোধ হচ্ছেনা—গিয়েই শুয়ে পড়বো।”

—“উনি যদি কাল চলে যান, তা হলে যে,—এই তাজা তাজা আমারও যে অনেক শোনবার রয়েছে!”

“কি করবো পারছিনা,—মাথাও ঘুরচে—”

“ঘুরবেনা,—জিনিষটি কেমন। আমাদেরি,·· আর আপনার তো প্রতি রক্তবিন্দু—হুঁ,—ব্লড-প্রেসার বাড়িয়ে দেয়,—সিম্প্যাথেটিক্ যে। তবু ওঁর সব খাঁটি জ্যান্তো জিনিষ শোনেননি—”

“থাক—এখন কিছুই বুঝতে পারচিনা ভাই,আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়বো।”

“আপনারা উঁচু ‘লেভেলের’ লোক—ও-সব কথায় কেবল ব্যথা জাগায় কিনা। এখন কেবল উপর চিন্তা—পথনির্দেশ। আমরা বুঝতে পারিনা তাই জ্বালাতন করি, মাপ করবেন। হৃদযন্ত্রটা ঘা খেয়ে ঝন্ ঝন্ করে ওঠে, থাকতে পারিনা। বুঝেছি নিশ্চিন্তে শুয়ে শুয়ে এখন কর্মধারাটা স্কেচ্ করবেন। আচ্ছা—পরে শুনবো। আমরা আর কিসের জন্যে আছি—যা বলবেন”···পথেই পায়ের ধুলো নিয়ে—চলে গেলো।

বাঁচলুম।

## ২৩

গত রাত্রে যাত্রা শুনতে যাবার আসল উদ্দেশ্য ছিল মুকুন্দ বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং অকস্মাতের আনন্দ উপভোগ,—তথা 'নন্দকুমার' প্রাপ্তি। তার কোনটাই হয়নি। তার ওপর চক্রধরের অযথা উচ্ছ্বাস ও অর্বাচীন মিথ্যা-বাচন মিলে মনটাকে তিক্ত করে তুলেছিল। যাত্রা মন্দ লাগছিল না, কিন্তু উৎপাতে উপভোগ করতে দেয়নি। মুকুন্দ বাবু সম্বন্ধে নিজের গলদ্‌টাও লজ্জার কারণ হয়েছিল। সুখের বিষয়,—এক ঘুমেই রাত কেটে যায়।

উঠে হাত মুখ ধুয়ে বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করলুম। স্বাতিশোভা চা রেখে, হাসিমুখে বললে,—"কেমন যাত্রা শুনলে দাদামশাই,—ভালো নয় ?"

বললুম—"সত্যিই ভালো যাত্রা দাদু। তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে তো ?"

"আ-হা-হা, আমি ঘুমুবো কেনো ?—ছেলেগুলো চোক্ কি রকম করে দেখেছো। ভয়েই ঘুম পালালো !"

"ওঃ, তাই। তা কিসের পালা হল দাদু ?"

"আহা শুনে এলে, আবার কিসের পালা !"

জবাব সুন্দর দিয়েছে। সে না বুঝলেও আমাকে থামিয়ে দিলে।

নিবিড় এসে পড়ায় স্বাতী চুপ্ করলে।

"এই যে নিবিড়, এসো এসো। ছুটি নাকি ? কবে এসেছ ?"

নিবিড় বড় সৎ ছেলে, সুমিষ্ট প্রকৃতি। পাটনায় B. Sc পড়ে। ভালোবাসি, দেখলেই আনন্দ পাই।

—"মার শরীর ভালো নয়, দেখতে চেয়েছিলেন, তাই এক হপ্তার ছুটি নিয়ে এসেছি। এখনো ৩।৪ দিন থাকতে পারবো।"

"বেশ করেছ,—দেখতে পেলুম। আমি এসেছি জানলে কি করে? তুমি তো ও-পাড়ায় থাকো।"

"কাল আপনাকে যাত্রা শুনতে দেখেছি যে! যাত্রা ভাংলে দেখা করবার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু সুবিধে পেলুম না, একজন—"

"ওঃ বুঝেছি, চক্রধর বলে এক উৎপাত…"

—"আমি ওঁকে জানি,…পাটনায় থাকেন"…

"পাটনায়। তবে যে বললে,…দাদু, তোমার দাদার জন্যে এক কাপ্…"

"না-না শোভা, কাজ নেই, আমি ছেড়ে দিয়েছি যে!"

—"আর খাওনা? কেনো?"

"এমনিই" বলে চোখ নত করে হাসলে।

"বেশ করেছ, খুব ভালো করেছ, ব্যাধি যত কমে ততই ভালো। শরীর কেমন, পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?"

"ভালোই আছি, আপনাদের আশীর্বাদে পাস্ করতে পারবো বলেই মনে হয়।"

"নিশ্চয়ই পারবে…"

"একটা কথা বলবার জন্যে সকালেই এলুম, তা-নাতো বিকেলেই আসতুম…"

"এমন কি কথা নিবিড়!"

"আপনি সকলকেই ভালোবাসেন, আমাদের পেলে সব কথাই সরল ভাবে ক'ন্, সতর্ক হবার দরকার বোধ করেন না। সেটা ঠিক নয় দাদাবাবু।"

শুনে আমি অবাক্! হাসতে হাসতে বললুম—"যে গোলমালের গা ঘেঁসেও চলেনা, তার চিন্তা কি নিবিড়, তুমি এ সন্দেহ করচো কেনো?"

"আপনি গোলমালে থাকেন না জানি, কিন্তু আপনার হাস্য-রহস্যকে গোলমালের পোষাক পরাতে,—কদর্থ করতে, কতক্ষণ!"

"তাতে কার কি লাভ আছে ভাই ? হ্যাঁ—ঠিক্ ঠাউরেছ বটে। কদর্থের কথা আর বোলো না,—তাতে বোধ হয় লোক আনন্দ পায়। চক্রধর ও-বিষয়ে পেল্লেয়ে ওস্তাদ্ দেখলুম। আবার সেইটাই লেখকের বলার উদ্দেশ্য বলে' গর্ব করে।"

নিবিড় গম্ভীরভাবে বললে- "উনি তো বলবেনই,—মানে আর উদ্দেশ্য বার করাই যে ওঁর কাজ।"

"হ্যাঁ—দেখলুম ওইতেই আনন্দ।"

—"শুধু আনন্দ নয়—পেটও চলে।"

"না-না, তা নয়, হোমিওপ্যাথ্, হাতে 'রডক্' দেখলুম। সাহিত্যের দিকে ঝোঁকও খুব। কাল দেখলে না,—যাত্রা শুনতে এসেছে, সেখানেও নোট্ নিচ্ছে।, এরা উন্নতি করবেই—"

নিবিড় হাসিমুখে বললে,—"তা হতে পারে,—রণগোপালকেও আপনার কাছে যেতে দেখলুম, সেই তো ফিরে এসে মুকুন্দ দাসকে আপনার কথা উচ্ছ্বসিত হয়ে শোনালে আর আপনাকেও দেখিয়ে দিলে। আমি তখন সেখানেই, আমাকে দেখতে পায়নি। তার পরই চক্রধর বাবুর কাছে গেলো··"

"ছেলে মানুষ, এসব নিয়ে থাকে কেনো? ওরে বারণ করে দিও। এখন থেকে হুজুকের ঝোঁক ধরলে যে···। বাপ তো দেখলুম খুব ভয় পেয়েছেন, পাবারই কথ ··"

পূর্ববৎ হাসিমুখেই নিবিড় বললে,—"আপনারা ভিক্টোরিয়ান যুগের মানুষ,—আপনাদের এখন বানপ্রস্থই প্রশস্ত।" এই বলে সবে এসে কানে যা বললে,—আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম, বিশ্বাস করতেই পারলুম না। বললুম,—"না—না—ভুলচুক্ সবারই হয়, রণগোপাল সম্বন্ধে—না—না, যা দেখেছি তাতে ভীত ও ক্ষুণ্ণই হয়েছি। তোমাদের অমিল আছে বুঝি ?

বাপ-বেটায় তো বনেই না,—তুমি ভুল করচো নিবিড়। ও-ছোকরা সম্বন্ধে···না, তরুণদের মন স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, তারা ভুল করতে পারে কিন্তু জ্ঞানতঃ অনিষ্ট করবে না। পারলে সাহায্য করাই তাদের ধর্ম,—না পারলেও চেষ্টা পায়। তাই-না ভালোবাসি···আর—অচ্যুত বাবু—না—না—নিবিড়—তাও কি···”

“আপনার মনে সন্দেহ এনে দিতে আমার কষ্ট হয়,—আমার তা উদ্দেশ্যও নয়। কয়েকমাস পূর্বের একটা মজার ঘটনা বলি।—দয়াল পণ্ডিত মশাইকে জানেন তো—নিরীহ, বহস্যপ্রিয়, গরীব। অনেকগুলি কাচ্ছা-বাচ্ছা, মাইনে চল্লিশ মাত্র। অচ্যুত বাবু নিজের মেয়ের পাত্ররূপে তাঁর ছেলেটিকে চান। পণ্ডিত মশার অমত ছিল না, কিন্তু ঠিকুজীতে মিললো না—ব্রাহ্মণ সাহস পেলেন না। অচ্যুত বাবু ওসব মানেন না, ভাবলেন—না-দেবার ওজর। তারপর আমাদের যা ঘটে থাকে,—বিবাদ, শত্রুতা। রণগোপাল দ্বিতীয়বার ম্যাট্রিক দেবে। ফুটবল খ্যালে ভালো,—সুতরাং মাস্টারদের প্রিয় বস্তু—তৃতীয় চতুর্থেও তাঁরা অরাজি নন্। ইন্‌স্‌পেক্টর আজিজ সায়েব inspectionএ এসেছেন—হঠাৎ। দোরের বাইরে থেকে সব ক্লাসের পড়ানো শুনে বেড়াচ্ছিলেন। রণগোপাল জানতো,—তখন পণ্ডিত মশার পিরিয়ড। আজিজ সায়েবকে দোরের বাইরে গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়াতে দেখে সে পণ্ডিত মশায়কে অনুরোধ করলে,—ইংরাজ আসবার পূর্বের ভারত ও পরের ভারত সম্বন্ধে কিছু বলুন। সে জানতো—এ বিষয়টি পণ্ডিত মশার বড় প্রিয়।

—পণ্ডিত মশাই শতমুখে অতীতের প্রশংসা ও বর্তমানের দুরবস্থা ও অবনতির কথা শুনিয়ে চললেন।—‘তখন ভারতের শিল্পজাত মসলিন, মছলন্দ, শাল, সিল্ক, সিরিয়ার হাটে যবদ্বীপের ঘাটে পৌঁছুতো আর আজ সুনটা পর্যন্ত লিভারপুল্ থেকে ভারতে আসে,’—এই পর্যন্ত বলেই ছেলে-

দেব দিকে চেযে বললেন—"এই তো ?"

—পণ্ডিত মশাই দোরের দিকে পেছন করে ছিলেন। চশমা ছিল তাঁর সবুজ কাঁচের—দুধারে ডানা চাপা। ডান দিকের ডানায় ফেজের ছায়া দেখেই চমকে,— 'এই তো ?' বলেই থেমেছিলেন।—সর্বনাশ আসন্ন!

পরেই বললেন,—"এই তো তোমাদের ধারণা ? আমি জানি—অনেকেই তোমরা এই ধারণা পোষণ করো। কিন্তু বই কি বলে—যা কমিটি থেকে শিক্ষিত সুধীদের মঞ্জুরী পেয়ে বেরিয়েছে ? তোমরা তা হলে তাঁদের চেয়ে নিজেদের পণ্ডিত মনে করো কি ? ব'য়েতে যা পড়চো, সেইটিই সর্বসম্মত মত। এইটি মনে রেখো। ও-সব ঠাকুমাদের গল্প বিশ্বাস কোরনা। আমাদের প্রকৃত ইতিহাস নেই, পুরাণ প্রভৃতি—আজগুবি উপাখ্যান শোনায,—শুনতে বেশ মাত্র। ইংরাজ আমলে দেশের সকল বিভাগে উন্নতির বর্শ্মিপাত হযেছে।—রেল, টেলিগ্রাফ্, পোষ্ট, বে তার, উড়োযান, গ্রামোফোন্, রোটারি-প্রেস্, মায মেসিন-গন্,—ভারত স্বপ্নেও যা দেখেনি। ইংরাজ রাজ্যের কথা ছেড়ে দাও—এটা আমাদের তপস্যা-লব্ধ ঐশ্বর্য্য বলাই উচিত। মোগল পিরিয়ড্টা একবার স্মরণ করো, তাঁদের শিল্পকলা ভারত চিরদিনই সগর্বে স্বীকার করবে। তাজমহল, চিরদিনই জগতের দর্শনীয় থাকবে, কুতবমীনারের মত কীর্তি জগতে আর ক'টা আছে ? তোমাদের মহাভারতে এক রাজসূয় যজ্ঞের—ঘটা করে বর্ণনা আছে। তখনকার দিনে, বাঁশ বাঁখারির ওপর অভ্রপাত বসিয়ে তাঁরা বাহবা নিয়েছিলেন ছাড়া আর কিছুই নয়, আর আজকের এই খিলেনটাই দেখনা" বলে,—দোরের দিকে চাইতেই আজিজ সায়েবের সঙ্গে শুভদৃষ্টি !

তিনি হাসতে হাসতে ভিতরে এলেন। বললেন—"আপনার—ছেলেদের

বোঝাবার ধারা দেখে আমি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি, এ কথা আমি ভুলবনা দয়ালবাবু।" পণ্ডিত মশাই সময়োচিত অভিবাদন ও ধন্যবাদ জানালেন।
—ফিরে মাস থেকে ৬০\ টাকা পাচ্ছেন।
—রণগোপাল এমন বিষয়ের অবতারণা করেছিল, যাতে ছেলেদের কাছে পণ্ডিত মশার স্বাদেশিকতা প্রচার, সরেজমিনে প্রমাণ হয়—চাকরিটিও গত হয়, অধিকন্তু···আর যা হয়। কিন্তু চশমার ডানা সে ক্ষেত্রে নিরীহ ব্রাহ্মণের দানাপানি বজায় রাখলে।"
বললুম,—"ছেলে মানুষ—বোধ হয় মজা দেখবার আগ্রহেই পরিণাম চিন্তা ছিল না। উঃ, ব্রাহ্মণের কি দুর্দশাই হেতো···"
—"সে যাক্, আপনি কিন্তু দয়া করে ওদের কোনো আলোচনায় উৎসাহ দেখিয়ে যোগ দেবেন না, দাদাবাবু। ও-এলে, ওর সহপাঠীরাও প্রসঙ্গ বদলে—কোন্ দরজির কেমন ছাঁট্‌কাট্, আর মোহন-বাগানের হাফ্-ব্যাক্ নিয়ে কথা আরম্ভ করে। আর—ঐ যে আসচেন, উনি তো আনুষ্ঠানিক সার্কল ( Circle ) ভুক্ত ;—এই দিকেই যে।"
"তাই তো দেখচি !" মনটা বিরক্ত হলেও ঠিক্ বিপরীতটা দেখানোই ভদ্রলোকের কাজ। ভদ্রলোক হওয়া আর মিথ্যাচারী হওয়া বোধ হয় একই অর্থবাচক।
"তুমি আর কেনো এর মধ্যে থাকো, তুমি যাও নিবিড়।"
"আপনাদের কথা আরম্ভ হলে যাব।"
নিবিড় বুদ্ধিমান ছেলে। চক্রধর এসে শুনলে নিবিড় বলচে—"ফিজিক্সটে আমার মাথায় ঢোকে না। কোনো রকমে পাস্ মার্ক পেলেই অঙ্ক গুলোর জন্যে ভাবিনা। আপনি আশীর্বাদ করুন দাদাবাবু।"
চক্রধর খুব ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করলে—
—"এখন কেমন বোধ করচেন! মাথার সে ভাব আর নেই তো?

সমাধান হয়ে গেলে আর থাকে না জানি। হাঁ্যা—কাল আপনার টেবিলে রাজস্থান দেখে গেলুম, লিখতে বসে রাতেই একটা referenceএর জন্যে দরকার হল, আপনার মাথাটা খারাপ না থাকলে তখুনি আসতুম। একবার দেখবো, এইখানেই বসে—"

নিবিড় আমার দিকে চাইলে। বললুম, "থাকে তো দেখো—কার বই জানিনা, বোধ হয় ছেলেরাই এনেছিল, কই টেবিলে তো দেখতে পাচ্ছিনা।"

"আপনার নয় ?"

"ও-বই দেখবার নেশা চল্লিশ বছর আগে একবার এসেছিল,—এ বয়সে আর কে দেখে।"—বলে হাসলুম।

"—ইস্‌ আপনার বই নয় ? কত ভ্যালুয়েবল্‌ নোটস্‌ পেতুম।"

নিবিড় আমার দিকে আবার চাইলে। সে পা ঘসছিল, বললে,—"আপনি এসেছেন জানলে কিছু তামাক নিয়ে আসতুম। এখন যাই দাদাবাবু", —ধীরে ধীরে পা বাড়ালে।

চক্রধর বললে,—"আপনি কি বলেন ! ওতেও বাট বচরের সব দেশ-প্রাণ হিরোজ্‌ (hero)রয়েছেন। ভীমসিংহের কথা আর আপনার স্মরণ নেই !"

নিবিড় শুনতে পেয়ে—ফিরে চেয়ে মুখ্‌ মুচ্‌কে চলে গেল।

"এটি ? আপনার selection ( বাছাই ) তোফা ! এরা লাগলে,—লাগলেই বা কেনো—লাগিয়েই তো রেখেছেন ! ছেলেরা আপনার যে রকম অনুগত ! এরেই বলে সংগঠন শক্তি—organizing power, সকলের থাকেনা। সুরেন্দ্রবাবুর ছিল, তার পরই দেশবন্ধুর,—এখন আপনি। মাপ্‌ করবেন—থার্ড প্লেস্‌ দিচ্ছি না। এটা কি আমাদের কম্‌ ভাগ্যের কথা। আর তো তেমন পাইনা। আপনার শিষ্যদের মধ্যে, কার ওপরে আশা পোষণ করেন ?"

"আপাতক তো তোমার চেয়ে নজরে পড়ে না" ব'লে হাসলুম।

"হ্যাঁ, আমাদের আবার···আপনি তয়ের করে নিলে—এ জীবন ধন্য হবে। যে অবস্থায় পড়া গেছে, জীবন ত তুচ্ছ মশাই। কাজের জন্য ছট্‌ফট্‌ করছি—দয়া করে একটা কাজের মত কাজ দিয়ে দেখুন। আর যুগান্তরের ফাইলটে একবার পড়িয়ে দিন . inspiration draw—শক্তি শোষণ করে নিই। তার পর যা বলবেন। চক্রধর যমের বাড়ী যেতেও ভয় করে না।"

"অমন মরিয়া হ'য়ে উঠোনা হে। হিন্দুর ভগবান ভিন্ন গতি নেই, তাঁর দিকে একটু এগোও।"

"আস্তানা পাকড়ে তার পর সব পাবি মশাই, তা' নাতো এ চাঞ্চল্য যাবে না। আপনি তো সবই বোঝেন—প্রধানদের সঙ্গে একটু পরিচয় করে দিন, আর ওই আস্তানা,—তার মাটি মাথায় ধরে,—যা বলবেন,·· আপনাকে আর কি বলবো—"

সহসা,—"হ্যাঁ ওটা ঘাটশিলায় না খাসিয়া-হিলে,—কি বলেন ?"

"কই—কিছু তো বলিনি,—স্বপ্ন দেখচো নাকি ?"

"এমনিই হ'যেছে বটে,—দয়া করুন, জীবনটা বিফল করে দেবেন না। প্রাণ-চাঞ্চল্যের বেগ আমাকে যে—"

"নিজেকে অমন করে নষ্ট করতে নেই, Over-boiled জিনিষের সার থাকেনা হে ··"

"আপনি আমাকে দয়া করুন, আস্তানায় ঢুকিয়ে দিন। আপনার হাতের এক লাইনই যথেষ্ট। আপনাদের শপথের যা প্রণালী আছে·· "

কি বিপদেই পড়লুম। এ সব কি বকছে, আমার কাছেই বা কোনো ? কি জায়গাই ছিলো,—বিরাটের গো-চারণ ক্ষেত্র। কেউ ওপর দিকে চাইতোনা—সব নিম্নমুখী—শান্ত নিরীহ। তাই না পছন্দ করেছিলুম।

এরা যে তিষ্টুতে দেয় না, বলে প্রাণচাঞ্চল্য! সাহিত্যিকের প্রিয় কথা বটে, আবার এ সব অপ্রিয় ঝোঁক কেনো?

বললুম—"স্থির হও ভাই। অনেক বিদ্যাই তো আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে—মিছে দিন খুইওনা—হোমিওপ্যাথিক, অবধৌতিক, সাহিত্যিক ওর এক-টায় মন দাও, নিজের ও দেশের উপকার হবে। এর বেশী আমার বল-বার কিছু নেই। সাহিত্যে যার ঝোঁক ধরেছে সে দুনিয়ার বার—এটা ভুগে শেখা। নিজের ক্ষতি করে আনন্দ পেতে চাও তো, ও-কাজ মন্দ নয়। সংসার চালাতে চাও তো প্রথম দুটি নিয়ে থেকো।"

কাতর চক্ষে বললে—"আপনি আমাকে কেনো এড়াতে চাচ্ছেন। কত করে পেয়েছি, কত আশা করে এসেছি,—আমাকে একটু কিছু কৃপা করুন—দোহাই আপনার। আমি চিরদিন সগর্বে তা স্মরণ করবো। এ সুযোগ আর কবে পাবো? নিদেন ওটা চালাবার ঘাঁৎঘোঁৎটা বলে দিন।"

"তোমার আছে?"

"আপনারটায় দেখিয়ে দিন আর সংগ্রহ করবার রাস্তাটাও বলে দিন—একটা কাজ হোক্‌।"

কি ফ্যাসাদ। সে কাতর ভাব দেখলেও কষ্ট হয়।

বললুম—"আজ কিষণগঞ্জ যাচ্ছি—এই সাড়ে দশটার ট্রেনে, এখন বড় তাড়া রয়েছে। ফিরে দেখা হবে।"

"কিষণগঞ্জ? কেনো?"

"নাতীর কাছে কাজ আছে—সে এখন কিষণগঞ্জে।"

একটু হাসি ছড়িয়ে, "ও বুঝেছি। কায়দা করতে পারলে কিন্তু ভারি কাজ হয়—ফিল্ড্‌ বটে। আপনি take up করলে—হাত দিলে কতক্ষণ। উজিরের সঙ্গে দেখা করবেন—অবাধে খোলাখুলি কথা কইবেন—সব রকম সাহায্য পাবেন।"

তার ঠিকানা,—সে কি 'ভোলে' থাকে, ইত্যাদি অনেক কথা বলেও দিলে।

"ফিরচেন কবে ?"

"দু'তিন দিনের মধ্যেই।"

আমার দ্বারা যতটুকু হয়, মুকুন্দ দাসের সঙ্গে নিভৃতে আপনার দেখাটা করিয়ে দি। দেখবেন—কি রকম খুসি হন, একদম পাহাড়-ঢাকা আগ্নেয়-গিরি—অথচ আপনারই মত গম্ভীর। তাঁর কাছে ও-জিনিষ থাকবেই,—আপনার কথাও তিনি রাখবেন।—এই দুদিনেই ওর কায়দা কানুন শিখে নিতে পারবো। কিন্তু সংগ্রহের উপায়টা ?"

স্বাতি-শোভা ডাকলে—"নাবে-খাবে না দাদামশাই ?"

"এই যাই।" চক্রধরকে বললুম—"মুকুন্দ বাবু থাকতে থাকতেই ফিরছি।" বলেই উঠে পড়লুম!

"ভুলবেন না, আমি আশা করে রইলুম।"—পায়ের ধূলো নিয়ে দ্রুত চলে গেল।

এখন করি কি ? কিষণগঞ্জ যাবার কোনো দরকার নেই, নাতীর পত্র পেয়েছি—ভালই আছে। কিন্তু না গেলেও যে বাঁচিনা। ভেতরে ভেতরে কি করে যে এত বড় লোক হলুম তাও তো জানিনা। একেই বলে অদেষ্ট! আমার কাছে বিভলবার পাবার ও শেখবার আবদার! মন্দ নয়। কি পাপ।

## ২৪

স্টেশনে চলেছি। গাড়ীখানা এগুচ্ছে কি পেছুচ্ছে—গাড়ীতে বসে ঠিক করা কঠিন। তার ওপর গাড়ীতে উঠেই গাড়োযানকে বলে দিয়েছি—ঘোড়াকে ঠেঙিয়োনা বাপু। কিন্তু ভারতের জীব, মার না খেলে আর কবে এগিয়েছে। আমি পৌছবার ৩।৪ মিনিট পূর্বেই ট্রেণ চলে গেছে।

গাড়ী থেমে গেল, আমার ক্ষণিক শান্তির আশাটুকুও থেমে গেল। হতভম্বের মত এদিক ওদিক চাচ্ছি। দেখি রণগোপাল যেন কাজ সেরে উৎসাহের সহিত চেনা গাড়োযান খুঁজচে, পেলেই এক লাফে উঠে পড়ে। হেন কালে চারি চক্ষুর মিলন।

আমাকে দেখে তার উৎসাহ যেন নিবে গেল—হঠাৎ মুখ থেকে "কই আপনি যান…" বলেই—"কোথা যাবেন?"

"কিষণগঞ্জ যাবো বলে বেরিযেছিলুম, ট্রেণ তো ছেড়ে গেছে দেখচি।"

"তবে? লবি দেখবো? সেই সুবিধে।"

"না—কাল একটু-সকাল সকাল তৈরি হতে চেষ্টা পাব। তুমি কোথা থেকে? গেরুী গায, গান্ধী ক্যাপ্।"

"আমার কথা কইবেন না, যাদের নিজের বলে' কিছু নেই—তাদের আবার ড্রেস! ফকির সাহেবকে ট্রেণে তুলে দিতে এসেছিলুম। যদি কিছু হয় তো ওঁদের দ্বারাই। আরব ঘুরে এসেছেন। এ রকম প্রভাব দেখিনি মশাই, মুখের কথা খসালে—নাকো মাথা খসে যায়। বলেন, যে মাটির অন্ন খেয়েছি সেই আমার দেশ—হিন্দুস্থান আমার দেশ।—কি মহাপ্রাণ"

"এমন লোক? কোথা গেলেন?"

"ওঁদের কি কিছু ঠিক আছে—যেখানে প্রাণ চায়—কারুর অধীন নন।"

"তা আমি জানি ভাই। ফকিরদের মধ্যে ভালো ভালো সব যোগীপুরুষ আছেন। গোঁসাইজি তাঁদের কথা প্রায়ই বলতেন।—তুমি বাড়ী যাবে তো উঠে পড়ো, এখানে দাঁড়িয়ে আর ফল কি—ট্রেণ তো আর নেই। বাবা ফিরেচেন ?"

উঠতে উঠতে বললে—"সে তো বলেই ছিলুম, আমার কাছে স্পষ্ট কথা মশাই—slave mentalityই ওঁকে খেয়েছে। পরিচয় দিতে মাথা কাটা যায় ..."

"যাক্--ও কথা ভাই। সংসারী লোক, কতগুলির ভাবনা ভাবতে হয়। ও বয়সে আমাদেব কি আর তোমাদের মত মনের জোর থাকে ?"

হাসি টেনে বললে—"আপনার মত হতে পারলে তো মশাই ভাগ্য বলে মনে করি। আগে কি আমি জানি,—একটি ষড়াননের (revolver) জন্ম ফকির সাহেবকে ধরবার আমার কি দরকার ছিল। প্রমিস্ করে গেলেন। তা হোক্, এখন—অধিকন্তু ন দোষায। আপনি আমাকে 'না' বলবেন না তা জানি। এ backward জাযগাকে একটু forward করে দিযে যান। আপনাদের এখন তো টুরিং আর ইনস্পেকসন্,—এ ছাড়া আব কাজ কি ? আমার কাছে পষ্ট কথা মশাই। চলুন, বেশ হ'যেছে —আপনার এখুনি বাড়ী ফেরবার তো কথা নয়। চলুন, মুকুন্দ বাবুর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করবেন,—দেখবেন—আপনার কাছে তাঁর প্রাণের কথা নাড়ী ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে। বেশ আনন্দে কাটবে। আমরা ছেলে-ছোকরা, তাই আসল কথা বা'র করেন না,—চাষ বাস করতে বলেন। কিসের চাষ, কি চষতে বলেন, তা কি আর বুঝি না, কিন্তু ভাঙেন না। আমি বাইরে থাকবো'খন। কি বলেন—"

"না ভাই—এখন নয়—আমার মাথাটা ধরেছে—বাসাতেই যাই।"

"এখন বেশ নিরিবিলি ছিল কিন্তু। তা যখন বলেন—আসি। আমি তবে এইখানেই নাবি। তাঁর কথা শুনতে হবে, যাই।" আমি মাত্র 'বেশ' বলেই সারলুম। রণগোপাল নেবে গেল। একটা দোকানে ঢুকলো—তার পরই এদিক উদিক চেয়ে—চট্ করে দু পা এগিয়ে একখানা বড় লম্বা আটচালায় ঢুকে পড়লো।

আমি ভাবতে লাগলুম,—ছেলে-ছোকরাও যে ছাড়েনা। বুড়োকে নিয়ে এ অভিনয় মন্দ নয়। কিন্তু ধকোল সামলাবার বা এই ছেলেদের বুদ্ধির কসরত উপভোগ করবার বয়স যে নেই। তাই তো—রাতদিন এই মিথ্যার দাঁও-প্যাঁচ ভাঁজতে ভাঁজতে নিজের অজ্ঞাতসারেই যে লোক মিথ্যার মূর্ত বিগ্রহ দাঁড়িয়ে যায়, সেটা জাতির পক্ষেও যেমন লজ্জাকর, দেশের পক্ষেও যে তেমনি অনিষ্টকর। এতে গল্পের বা বাহাদুরির কি আছে। এই ১৮।১৯ বছরের ছেলের এই কি পরিণতির পথ!

যাক্, অন্যের পথ নিয়ে আমার দুর্ভাবনা কেনো—এখন নিজের পথ খুঁজে পেলে যে বাঁচি।

আমি ফিরে আসতে স্ত্রী খুব খুসী। আমিও একটু নিশ্চিন্ত শুতে পেয়ে ততোধিক। তার পর—এক যে ছিল রাজা বলতে বলতে কখন যে নাক বাজা সুরু হ'য়েছে এবং স্ত্রী চটে উঠে গেছে—তার কিছুই টের পাইনি। সন্ধ্যের আগে মুখ ভার ক'রে চা দিতে এসে কেবল বল্লে—"ভারি গপ্পো বলেচ, আমি যদি আর কখনো শুনতে চাই। নাক দিয়ে মানুষ গপ্পো বলে বুঝি?"

২৫

কিষণগঞ্জে নাই বা গেলুম, কিই বা এমন দরকার। দায়ে পড়েই বলে-ছিলুম,—গাড়োয়ানকে এক টাকা দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত তো করেছি। মন বুঝলোনা—কথাটা যে মিথ্যে দাঁড়ায়। নাতির ভরসায় গেলে পথে পথে ঘোরা আর "দি গ্রেট মৈথিলী-হোটেলে" চিঁড়ে দই মেরে বাঁশের মাচায় শুয়ে রাত কাটানো ছাড়া উপায় নেই, কারণ সেও ওই করে কাটায়। আবার ভাগ্যে যদি হোটেলে কোনো গাইয়ের আবির্ভাব হয়, তা হ'লে এক বাগেশ্রীতেই অপঘাত! কি বুকের জোর! গান গায় যেন লাঠালাঠি করছে। বাঘ ভাল্লুকে তাড়া করলে প্রাণের জন্যেও অত চেঁচিয়ে কাকেও ডাকতে পারিনা।

ওঃ, তাও তো বটে,—হয়েছে। দু'কাজ হবে—আদবেই থাকবো। দাদার বৈবাহিক শান্তনু চক্রবর্ত্তী যে ওখানে নামা উকীল, বাড়ীঘর করেছেন। সে বছর পূর্ণিয়া এসেছিলেন—পরিচয় হতে—কি লজ্জাই দিলেন, দু'কথা শোনালেন, অভিমানও করলেন। বললেন—"এই জন্যে সমান ঘরে কুটুম্বিতা করাই নিয়ম ছিল—বড় ঘর খোঁজা বিড়ম্বনা, সুখ হয়না। কে কার খোঁজ রাখে। লেখক হয়েছ—একখানা বয়েরও কি পিত্তেস রাখিনা! হলুমই বা মুখ্যু—তাদেরও সাদ আহ্লাদ আছে ভাই। এতো নিকটে রয়েছি"—ইত্যাদি। বড় লজ্জা দিয়েছিলেন। তবে আর কি? কত খুসী হবেন।—

—"সিঁড়ির-দোরে" বলে' আমার নব-প্রকাশিত বইখানা স্যুটকেসে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। বেশ নিশ্চিন্ত মনেই চললুম। ঠাকুর বলতেন—আগে আস্তানা পাকড়ে নিশ্চিন্ত হ'তে হয়, তার পর দেব দর্শন, চাঞ্চল্য থাকবেনা।

মহাপুরুষের কথা খুবই ঠিক্। থাকবার জায়গা ঠিক্ থাকলে আবার ভাবনা কিসের। প্রথম সাক্ষাতেই আনন্দোচ্ছাস, তার পরই জলখাবার —চা, গল্প গুড়ুক লুচ্যাহার আর আরামে নিদ্রা। আর কি চাই। বেই বাড়ী যাচ্ছি—মশারি আবাব কেনো, বেডিং খুলতেই দেবেন না,— উকীলের মুখ—সঙ্গে নিলে দশকথা শোনাবেন। ঝাড়া হাত-পা'ই ভালো। কিন্তু মুস্কিল—এক হপ্তার কম কোন মতেই ফিরতে দেবেন না……

—পথে সুবিধে ছিল, কিন্তু কোথাও চা খেলুম না। সন্ধ্যের পরই পৌছুচ্ছি—মুখ হাত ধুয়ে বেই বাড়ীর তয়েরি সিঙাডা, আলুব দমেব সঙ্গে দু'কাপ্ টানা যাবে।

—শান্তনু বাবু নামী উকিল—সবাই চেনে। গাড়েয়ানকে জিজ্ঞাসা করতেই সেলাম করে বললে "আপ্ সযতানী বাবুকা ডেবাপর যাযেঙ্গে,— আইযে বাবু।" উঠে গ্যাঁট হয়ে বসে রুমালখানা বার করে জুতোটা ঝেড়ে মুখটাও মুছে ফেল্লুম। আর কি—এসে গেছি। ভারি মজা হবে —a surprise,—মুখে প্রফুল্ল হাসি লেগেই রইলো।

গাড়ি থামলো—'আ-গিযা বাবু'। রাস্তার ওপরই ধপধপে একখানি বাডী, সামনেই বাগান। একটি ছোট ঘরে আলো জ্বলছে—বেশ উজ্জল। চেযার-টেবিল, বেঞ্চ। চেযারে শান্তনু বাবু স্বয়ং, বেঞ্চে তিন চারটি মক্কেল বলেই মনে হয়।

—বাঁ দিকেব ঘরটি বড—কিন্তু আলোয় ছোট। মধ্যে একটু দালান বা অন্দরে যাবার পথ।

গাড়ী থামতে কেউ চেয়েও দেখলেনা, চাকরও ছুটে এলোনা। তারা আমার কল্পনাতেই অসম্ভব ছুটোছুটি করেছিল—বোধ হয় হাঁপিয়ে পড়েছে। ভাগ্যে স্যাট্‌কেসটি ছোট ছিল। গাড়োবানকে ভাড়া চুকিযে, নিজেই সেটা হাতে করে নেবে পড়লুম।

এইবার চমকে দেব,—সোজা সেই ছোট ঘরটির দোরে উপস্থিত।
শান্তনু একটু মুখ তুলে দেখে—"কে? কি কাজ?—আচ্ছা ও-ঘরে বসগে—না হয় সকালে এসো, এখন আমি বড় ব্যস্ত, কিছু শুনতে পারব না"……

এ হ'ল মক্কেল-মুণ্ডন তীর্থ, বেই বেতালা বলেন নি, তামাসাটা ঠিকই হ'য়েছে।

বড় ঘরের ছোট আলোর মধ্যে ঢুকে পড়ে ঝাপসা দেখলুম। কেবল কাণে গেল—"তিব্বতের অগ্নিকোণটা Sea-levelএর কত ফিট্ কত ইঞ্চি বেশী উঁচু।"

যার জঠরের অগ্নিকোণটা তখন জ্বলছে—তার তিব্বতের অগ্নিকোণের খবরের জন্যে আদৌ আগ্রহ ছিল না। তবু লক্ষ্য করে দেখলুম—একটি বছর চল্লিশের রোগা ফ্যাকাশে লোক,নিজের টাকে হাত বুলুচ্ছেন আর তার তলা থেকে এই সব অনাবশ্যক আবর্জনা বার করে একটি ১৩।১৪ বছরের ছেলের মাথায় চাপাচ্ছেন। বললেন"—under-line করো—পেন্সিলের দাগ দাও।" দরকারটা বুঝলুমনা, ও ছেলে জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেট হলেও তিব্বতের উচ্চতা কোনো দিন ওর দরকার হবেনা,—ধার্মিক বা চোর হলেও—না। ছেলেদের মগজে এসব জড়ো করা কেনো! ভারতের পাওনাই এই সব মহামূল্য রাবিস্।

দূর করো, আমি ভেবে মরি কেনো—ও অগ্নিকোণ উঁচুই থাক্। এখন এক কাপ চায়ের যে দরকার।

ঝাপসা কেটেছে,—স্যুট্কেসটা রেখে ঘরটির চারদিক একবার চেয়ে দেখলুম। পশ্চিমের দ্যাল ঘেঁসে একখানি খাটিয়ার ওপর কম্বলে গুটোনো বিছানা, পাশেই দ্যালের গায়ে মশারিটে ডানা মেলে ঝুলছে। সকল দ্যালেই যেনো এলম্যানাক্—ঘৃতের, দুধের, মাখনের;—৬।৭ বছর পূর্ব্বের

হলেও—ভিটামিনের চৌহদ্দী। কোনটায় জুলাই, কোনটায় অক্টোবর—বিভিন্ন বৎসরের! বুঝলুম ঘরটি আগন্তুক আমলা মক্কেল আর অনাহুত-দের জন্যে,—আর রাত্রে চাকরদের 'ডাক্‌ঘর' বা নাক ডাকাবার ঘর। কেমন একটা অস্বস্তি এসে গেলো। একটি ভদ্রবেশী যৌবন-উত্তীর্ণ ক্লান্ত লোক—পূর্বোক্ত খাটিয়া খানির বাঁশের ফ্রেমে মাথা রেখে বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছেন।

একটি চাকর ঘরে ঢুকতেই বললুম—"ওহে চায়ের সুবিধে আছে কি?" সে উত্তর না দিয়ে সামনের দ্যালে আঙুল বাড়ালে মাত্র এবং সেই তিব্বতের অগ্নিকোণের উচ্চতা-অভিজ্ঞ মাস্টারটিকে লক্ষ্য করে বললে—"বাবু অন্দর গেয়ে", আপ খানে যাইযে।"

পূর্বে নজর পড়েনি। সত্যিই তো—একখানা কার্ড ঝুলছে। এগিয়ে গিয়ে যা দেখলুম, তাতে পেছিয়েই দিলে। ইংরিজি হরপে লেখা,—Tea over অর্থাৎ চায়ের দফা খতম! প্রাণে বরফের আথর টানে যে,—ভদ্রলোকের মুখ বন্ধ! উদিকে আবার—বাবু অন্দর গিয়া! ডোবালে যে! চিনতে পারলেন না নাকি? উপায়? বুদ্ধি-শুদ্ধি ঘুলিয়ে গেলো! যিনি খাটিয়ায় ঠেশ দিয়েছিলেন—তিনি খক্ খক্ শব্দে হাস্য-মুখর কণ্ঠে বললেন—"বসে পড়ুন—না হয় ধ্যান ধরুন"—

আমি চমকে বসেই পড়লুম। লোকটি যে চিৎপাত হয়ে চেয়েছিলেন, ঘুমোননি, কাগজের পটিমারা চিমনির আলোয় তা বুঝতে পারিনি।

বললেন—"আমাকে শুইয়ে ফেলেছে মশাই। ওই বোর্ডখানি আমাদের ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড, ইউনিয়ান-বোর্ডের বাচ্চ-সংস্করণ। তাঁরা রাস্তা-ঘাটে মারেন, ইনি বাড়ীতে! তা আপনি কি করে এখানে! পূর্ণিমার না— ?"

গলাটা খুব পরিচিতই পাচ্ছিলুম, আর সন্দেহ রইল না—"বাসব নাকি?"

"The same [সেই বটে]। মুখেই নমস্কার জানাচ্ছি"—বলে' দু'হাতে

ঘাড়টা চুলকুতে চুলকুতে উঠে এলেন—"আধপোটাক্ শুষেছে মশাই। খাটিয়ায় ব্লড্-হাউণ্ডের বাচ্চা পুষেছেন দেখচি। এ খাটে কোন্ লাট্ শোন্?"

চাকরটা বললে—"এই পণ্ডিতজি মহারাজ—"

"ওঃ, তাই অমন,"—বলেই থেমে গেলেন।

বললুম, "চুলগুলো আছে তো? ওঁর তো দেখছি…"

বাসব সত্যিই সৌখিন বাবু, চুলের মোহ যথেষ্ট আছে।—"বলচি, আগে, —উঃ—" বলেই, ক্রকোডাইল লেদার ব্যাগটা খুলে, আযোডেক্স বার করে ঘাড়ে ঘষতে লাগলেন।

তাঁকে পেয়ে আমার অকুলে পড়ার ভাবটা সমূলে সরে গেল। বিপদে প্রিয়জনের সাক্ষাৎ—মশানে মা-কালীর অভয় হস্তের মত দুর্লভ প্রাপ্তি। দুজনে থাকলে যমের বাড়ীর পথেও 'জয়জয়ন্তী' বেরয়। তাই না দ্বৈতবাদকে এত ভালবাসি। যাক্—একটা উপায় হবেই।

বাসবের তখনো মালিস চলছে, উনি অসম্ভব সাবধানিদের একজন। বললেন—"সকালে কালাজ্বরের ইন্‌জেক্‌সন্ নিতেই হবে।—এখন কটা?" রিষ্টওয়াচ দেখলেন—"সাড়ে নয়।—২৪ ঘণ্টার মধ্যে নেওয়াই চাই।—" ভয়ঙ্কর ফ্যাস্‌টিডিয়স্—খুঁৎখুঁতে।

—"এমন কি হয়েছে,—দেখি।" হাত বুলিয়ে বললুম—"ছারপোকার কামড় কে বললে,—এ যে আমবাত।"

"বলবে আবার কে মশাই! আমার অন্তরাত্মা বলছে! উঠে পড়ুন—বলেই ব্যাগ হাতে করে উঠে পড়লেন। যে ছেলেটি পড়ছিল তাকে বললেন,—"ওহে ভাই—দ্রাবিড় বাবুকে বোলো—সকালে ডাক-বাংলায় দেখা করতে—আমার অবস্থা ভাল নয়—আমি উঠলুম।"

"বেহারে দ্রাবিড়?"

"শান্তনুবাবুর বড ছেলে—কনস্ট্রাক্‌শনের কনট্রক্টার। তিনি Life insure করবেন বলেই এসেছিলুম। আগে নিজের লাইফ বাঁচাই গে চলুন…"

"নামটি যে—"

"হাঁ—ওর হিস্ট্রী আছে। সত্তর বচরে শান্তনুই বা কটা শুনেছেন, ও সব মহাভারতের মাল,"—এই বলে কটকের hornstick নিচ্ছেন দেখে বললুম, —"আমি যে মুস্কিলে পড়লুম। বেইযের সঙ্গে দেখা না হলেও বা—"

"আপনি সেই আশা করচেন নাকি? আসুন,—আসুন, খেতেও হবে—শুতেও হবে—তা জানেন। আহার Overএর বোর্ড এইবার স্থালে চড়বে,—আর শুতে হলে—ঐ মৃত্যুশয্যায়। চলে আসুন—কাজ থাকে কাল দেখা করবেন।"

"তাই তো—বড অভদ্রতা হবে যে। ভাইঝিটি নিশ্চয়ই শুনে থাকবে এসেছি,—সে আশা কবচে, অপেক্ষাও করচে নিশ্চয়ই। কি মনে করবে·" বাসব বললেন—"আপনার মিছে ভাবনা সৃষ্টি করা রোগ আছে—সেটা জানি। এ উকীল-বাড়ী—এখানে সে ভাবনার কারণ নেই। কেউ জিজ্ঞাসাও করবে না,—কবে তো বলবেন,—'আমি টেনে নিয়ে গিযেছিলুম। আমি আপনাকে ছেড়ে যাচ্ছি না—ভাবী কষ্টে পড়বেন।

অগত্যা লজ্জা আর অস্বস্তি নিয়ে বেরলুম। বাধা দেওয়া সত্বেও আমার স্যুটকেসটা বাসবই নিয়ে চল্লেন। এই সব সহৃদয় প্রীতি-ভাজনদেব দয়াতেই বেঁচে আছি। কিন্তু শান্তনুবাবু কি মনে করবেন? অপরাধীর মতই চললুম,—আমাদের কথাও চললো।

বাসব বললেন—"হঠাৎ এখানে যে বড়? ক্রমে দেখচি কাশী ছাড়লেন, সেই সঙ্গে আমাদেরও। দু'দণ্ড আনন্দে কাটতো, তা হতেও বঞ্চিত করলেন। কেনো বলুন দিকি?"

কাশীতে মহাপুরুষ মেলা থেকে চক্রধর-প্রাপ্তি পর্যন্ত সংক্ষেপে সমাপ্ত করলুম।—"শুনেছি ভূতে পেলে সেকালে গঙ্গাময়রা ঝাড়তো, কিন্তু ভুঁইফোঁড় ভক্ত আর শুভানুধ্যায়ীতে পেলে—লোক কার শরণ নেয় জানো? শেষ জীবনটা লোক শান্তি খোঁজে, এখন যাই কোথা? 'নন্দকুমার' থানাও গেলো···সে সব নোট্‌স্ ··"

বাসব—হো হো করে হেসে উঠলেন—"আপনার মত লোককেও—অ্যাঁ, আপনার ওপর···তা আর আশ্চর্য কি। শনি নারায়ণকেও পাথর কাটিয়েছিলেন। জগতে সকলকে তুষ্ট করতে যাওয়ার চেয়ে ভুল নেই,—কেবল অশান্তি বাড়ানো, আপনার হয়েচেও তাই।"

"হ্যাঁ—গো, এই দেখনা, সেবার পরিচয় হবার পর শান্তনু বাবু কি লজ্জাই দিলেন, অভিমানও করলেন, বললেন—"এই কাছে রয়েছেন, আমরা না হয় কেউ নই, একবার ভাইঝিকেও তো দেখতে আসতে হয় ইত্যাদি।" ওর বড় ছেলের সঙ্গে আমার ভাইঝির বিবাহ হ'য়েছে কিনা—"

"দ্রাবিড়ের সঙ্গে?"

"দ্রাবিড় কি কর্ণাট তাও জানিনা, আমি তখন চীনে। তাই না ওঁর ওখানেই এসে পড়লুম। এখন কাজটা কিন্তু···মনটাও···"

"ভাববেন না—কাজটা খুব ভাল হয়েছে। অজানা জায়গায় কাটাতে হো'ত—অনাহারে, তার ওপর সরকারী আশ্রয় তো ছিলই। Outpost-নিকটেই। এখানে আমার দুতিনবার আসা হয়েছে। একবার ভুগেই ডাক-বাংলা পাকড়েছি। এখন বলেন—সে কি, আমি রয়েছি—আমি থাকতে উকি কথা! এটা কি ভালো দেখায়, আমাকে বড়ো লজ্জা দেওয়া হয়,—না তা হবেনা। চাকর পাঠিয়ে দিচ্ছি—এখুনি সব নিয়ে আসুক, ইত্যাদি। ভগবানের কৃপায়, চাকর কোনোদিন আসেনি। কলকেতাকে হারিয়ে দিয়েছেন—'না' বলতে জানেন না। যাক সে কথা,—বলুন—"

বলেই রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে পড়লেন। যেন হঠাৎ কি মনে পড়ে গেল।
"কি হ'ল? দাঁড়ালেন যে? অনেকক্ষণ বওয়া হয়েছে, এই বার দিন আমি একটু বই"—এই বলে স্যুটকেসটা নিতে হাত বাড়ালুম। দু'পা পেছিয়ে বললেন—"না না, ওর জন্যে নয়, ও আর কতইবা, বড় জোর সের পাঁচ ছয় হবে।—হ্যাঁ স্টেশনে আপনার দেরী হ'য়েছিল কি?"
"কেনো? হ্যাঁ—মিনিট পনেরো তো বটেই…"
"ও: তাই। আসছেন বলে খবর দিয়েছিলেন বুঝি?"
"না,—সেইটিই ভুল ক'রেছি,—না?"
চিন্তিত ভাবে বললেন—"তবে কি করে…"
"হ্যাঁ তাই তো, এক বছর পরে আমাকে চিনবেন কি করে, চেনাও কঠিন।"
চলতে চলতে বললেন—"না না—তা নয়! আপনার আসবার মিনিট কয়েক আগে একটি মুসলমান যুবক আপনার নাম করেই শান্তনু বাবুর কাছে খোঁজ নিচ্ছিলেন—"এসেছেন কি? আপনার কে হন?" শান্তনু বাবু বললেন—আমার আবার কে হবে, মক্কেল যদি হয়। তিনি হেসে বললেন—মক্কেল তো আমার গো। তাঁর কোনো কষ্ট না হয় তাই—বলতে বলতে দু'জনে বাগানটার দিকে গেলেন। দেখলুম তাঁর খাতির খুব।—
—পণ্ডিতজিও 'সেলাম উজির সায়েব' বললেন। আপনার চেনা বুঝি? তাঁর সঙ্গে একটি বৃদ্ধলোকও ছিলেন—সাধুফকির বলেই মনেই মনে হয়।
'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে—চক্রধর বলেছিল বটে—উজির সায়েবের সঙ্গে দেখা হলে কোনো অসুবিধে হবেনা। সেই খবর দিয়ে থাকবে। যাক—মানুষের মন কি পাজি জিনিস, চক্রধরকে সন্দেহ করে কত বড় অপরাধ করেছি—ছি:—"
ডাক বাংলায় পৌঁছে গেলুম। বাসবের ঘর সামনেই ছিল, ঢুকতে ঢুকতে

দু'কাপ চায়ের অর্ডার দিলেন। বিস্কুটের বাক্স তাঁর সঙ্গেই ছিল।

বেওয়ারিস ঘুরে ঘুরে একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছিলুম। ইজিচেয়ারে গা-ঢেলে বাঁচলুম। চায়ের অর্ডারেই অর্ধেক প্রাণ পেয়েছিলুম। বাসব খড়াচুড়ো ছাড়তে ছাড়তে—চা হাজির।

One minute [ এক মিনিট ] বলেই, ব্যাগ খুলে শিশি বার করে একটা বটিকা আমার হাতে দিলেন, আর দুটো নিজের মুখে।—"চিবিয়ে চায়ে চুমুক দিন, ভয় নেই 'মহালক্ষ্মীবিলাস বটিকা'—পাঁচ মিনিটে চাঙ্গা করে দেবে।"

তথাস্তু। তার পর চা,—কেটলিতে যতক্ষণ একফোঁটাও রইলো।

"বেডিং সঙ্গে নেই বুঝি ?"

"কুটুম বাড়ী—সেটা যে কেমন দেখায় !"

"তা বটে,—এই খুঁজতে আসে আপনাকে"—বলে হাসলেন।

আমি বিচলিত হয়ে বললুম,—"খুব সম্ভব,—তা হলে কি করবো…"

"কিছু ক'রতে হবে না, আজ এক বিছানায় দু'জনের শয়ন—লেখা আছে।"

বসে নানা কথা জিজ্ঞাসা করলেন—"এখন কি লিখচেন ?"

"চাঁই-বাসা।"

"সে আবার কি, আপনার নাম-করণগুলো অদ্ভুত। চাঁইবাসা তো একটা জায়গার নাম…

"কেনো,—এটা তো খুব সোজা,—চাঁয়েদের বাসা।"

হো হো করে হাসলেন।

কাশীর কথা চললো।

বাইরে খুট্ খাট্ শব্দে আমাকে সচকিত করে দেয়।—

শান্তনু বাবুর লোক, নিতে এলো বুঝি! ছিঃ, চলে' এসে কাজটা…

টেবিলের ওপর খাবার এসে গেল। লুচি, পাঁপর ভাজা, পটল ভাজা, মাংস, দধি, চিনি।

রাসবের—পাঁপর দধি নিত্য চাই, বাড়ীতেও দেখেছি। বলেন দধির চেয়ে উপকারী আহার্য আজো আবিস্কৃত হয়নি,—বল্, আয়ু, মেধার বীজ ওর মধ্যে বিজ্ বিজ্ করচে। বুলগেরিয়ানরা ওই খেয়ে সবাই শতায়ু, তেমনি বলিষ্ঠ। তবে তারা ঘোড়ার দুধের দই খায়,—এ হতভাগা দেশে সেইটার অভাব। শুধু তার ডিম্ব খেয়ে আর কত হবে,—তা না হলে আজ ইত্যাদি—

ঠাকুরকে দেখিয়ে বললুম—"এ লোকটি ?"

"পূর্বনিবাস বোধ হয়—বেলুচিস্থান, অধুনা ব্রাহ্মণ, টোলেপড়া—জ্যোতিষার্ণব, তাই সঙ্গে নিয়ে বেরুই। খুব কাজের লোক এবং expert."

## ২৬

ভৃগুপদ একখানি করে গরম লুচি এনে দিচ্ছে আমরা তা বে-সরম জঠরে চালান দিচ্ছি। কিমার পুর-ঠাসা নিটোল পটোল এসে পড়ছে আর অদৃশ্য হচ্ছে। আধ-ডজন যখন সাযুজ্য লাভ করলে তখন কাজটা মন্থর গতি নিলে,—কথা পথ পেলে। ভৃগুপদর রন্ধন-নিপুণতার সুখ্যাতি করতে কেউ কৃপণতা করলুমনা। তবে তার নিজের জন্যে কিছু রইলো কিনা, সেটা জানবার সৎসাহসও এলোনা।

শান্তনুবাবুর ভিটামিনের চৌহদ্দি ত্যাগ করে আসার জন্যে মনের অস্বস্তি আর রইলোনা। শরীর মন দুর্বল হয়ে পড়েছিল,—এতক্ষণে কর্তব্যজ্ঞান ফিরে পেলুম। কাশী ছেড়ে বাসবের এখানে আসার কারণটা কি তা

পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করা হয়নি !

—হ্যাঁ—এইবার বল'তো তোমার এখানে আসার কারণটা কি,—বেড়াতে ?

আশীর্বাদ করুণ—এমন দুর্বুদ্ধি আমার না ঘটে। বেড়াতে হলে—কাশ্মীর যেতুম। এটা কি বেড়াতে আসবার জায়গা। পয়সার পিত্যেস লোক সবই করে—প্লেগের মধ্যে রুগী দেখে বেড়ায়। প্রফেসারি করে' পেটের ভাতটা হয়, আর পত্নীর জন্যে ৪।৫ ট্রাঙ্ক কাপড়, সেমিজ ব্লাউস রেখে পরপারে যাত্রাটাও চলে। মেয়ের বে'তে মহামহিম ছাড়া উপায় নেই,—তাও একটি হলে। তদতিরিক্তে—ভিটে মর্টগেজ। সে আর কবার চলে ? ৩৫ পেরিয়ে এই সব দুর্ভাবনা আসে—সে আপনি জানেন।

বলেছিলে বটে।

তার পর শুধু হাতে যা চলে তাই ধরলুম। চবিতে সিঁদ কাটিটেও চাই, Life Insurance-এ কেবল মাথা আর মুখ। ছুটি-ছাটার ফাঁকে অট করে বেড়াই,—এখন Chief agent হ'য়েছি—রাজস্থান আর বেহারেই ভবঘুর। এক রকম 'আকাশবৃত্তি' বলো ?

সেটাও তো ভগবানের এলাকা ছাড়া নয—বর্ষণ আকাশ থেকেই হয়। চ'লেছিলুম মজফ্ফরপুর,—বারুণী জংসনে দেখি একটি যুবা একজন সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে লাইফ-ইনসিওর সম্বন্ধে কথা কইতে কইতে প্ল্যাটফর্মে বেড়াচ্ছেন। ভাবলুম ইনিও স্বগোত্রই হবেন। যাক্—অমন কতো আছে। ভৃগু যে গোড়া থেকে তাদের সঙ্গ নিয়েছে তা দেখিনি। গাড়ী অনেকক্ষণ থামে,—বাদাম কিনতে গিয়ে থাকবে।—সে তাড়াতাড়ি এসেই বললে, 'ওদিকে দিক্শূল—কিষণগঞ্জে চলুন—অমৃতযোগ।' জিজ্ঞাসা করলুম—'ব্যাপার কি ?' বললে, 'চলুন না—ওঁর কামরায়,—দশ হাজারের মক্কেল। আপনার পাস্ তো স্বর্গ মর্ত পাতাল বাচেনা।'

—তাই করা হ'ল। ভৃগুবাক্য আমার পরীক্ষিত—সে বাজে কথা কয়না। ট্রেণ ছাড়লো, ভৃগু সুবিধামত বাবুটির হাতের চেটোয় উঁকি মারতে লাগলো। মানুষ চঞ্চল, স্বভাবতই হাত নাড়ে-চাড়ে, কখনো সোজা পিট্ কখনো উল্টোপিট্, কখনো মোড়ে,—ভৃগুর চক্ষুও তৃষিত ভাবে নানা angleএ ঘোরে,—অথচ সন্তর্পণে। আমার হাতে এ-বৎসরের কোম্পানীর ক্যালেণ্ডার—ছবিখানা খুব চিত্তাকর্ষক,—এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রা। ভৃগু তাঁর হাতে নজর রেখেছে আর তিনি আমার হাতের ক্যালেণ্ডারে।

তাঁর দেখবার আগ্রহ দেখে বললুম,—'দেখুন না, expressionটা (ভাবটা) কি সুন্দর করেছে,—উভয়ের মনের কথাটি যেন print-এ লেখা। একে ব'লে artist। ক্লিওপেট্রার অধরের হাসিমাখা ঈষৎ বক্রভাবে হৃদয়ের টকি-ফোটো ফুটে উঠেছে,—না?' তিনি ঝুঁকে নিবিষ্ট হতেই হাতটা আলগা দিয়ে বললুম,—'নিন, ভালো করে দেখুন, আমার অনেক আছে।' 'Thanks' বলে হাতে নিয়েই বললেন—'আপনি এদের এজেণ্ট বুঝি?' বললুম 'হ্যাঁ—চিফ্।' আমার দিকে ভালো করে চাইলেন, বললেন—'এই South-Gate (দক্ষিণ দোর) কোম্পানীর দেশ নাম আছে—সাউণ্ড'। বললুম—'One of the best threes of the world…'

বটে?

এই দেখুননা, ব'লে Gold bound প্যামফ্লেট্খানা বার করে তিনের পৃষ্ঠার ভায়োলেট্ লাইনটের—এই নীলার আ'টিপরা আঙুলটা টেনে, তাঁর চোখের সামনে ধরলুম।

ও-আমি পূর্বেই শুনেছি·

ঠিক সেই সময় ক্যালেণ্ডারের ওপর তাঁর ডান হাতটা চিতিয়েছিল—আর তার ওপর ভৃগু যেন নাক ঠেকাবে বলে ঝুঁকে পড়েছিল। তিনি ভৃগুকে

বলে উঠলেন—'অত করে কি দেখছেন বলুন তো—আমি সেই পর্যন্ত লক্ষ্য করছি। কিছু আসে নাকি ?' বলে হাসলেন।

ভৃগু অপ্রতিভের মত—"না—এমন কিছু না, একটা রেখা কিছু অসাধারণ। 'সংস্কারি-রেখা' ব'লে শাস্ত্রে পড়াই ছিল, দেখিনি,—তাই'

আমি বললুম—"ওঁর ওই রোগ,—ওই সূত্রে আমার সঙ্গেও আলাপ। বড় জ্যোতিষী, এখনো research নিয়ে পাগল। বনেলির রাজদর্শনে একবার যাবেন, বাক্যদত্ত আছেন।"

তিনি ক্যালেণ্ডারখানা পাশে রেখে ভৃগুকে নিয়ে পড়লেন।—এটা মানুষের স্বভাব।

সংস্কারি রেখাটা কি ?

যে প্রবল ইচ্ছাটি নিয়ে মানুষ পূর্বদেহ ত্যাগ করেছে সেই সংস্কার যে রেখায় ফুটে ওঠে—তাকেই বলে।

সেটা কি,—তা ধরা যায় ?

তা যায় বইকি,—খাটতে হয়। লোকে যে-বয়সে পূর্বদেহ ত্যাগ করেছে, এ জন্মে ঠিক সেই বয়সে সেই আকাঙ্ক্ষাটি নিয়ে—সেই রেখাটি ফুটে সুস্পষ্ট হয়।

বাবুটি সাগ্রহে বললেন,—আপনি একটু দয়া করে দেখুন না। ও রেখাটি কি নির্দেশ করে ? আমি আপনাকে বৃথা খাটাবোনা। আপনি যাবেন কতদূর ?

ভৃগু আমার সঙ্গে দু'এক কথা কয়ে বললে—"বাসব বাবু বলচেন,—বেশ আমার তো কোনো নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়া নয়, পূর্ণিয়াতেও এজেণ্ট আছে, তার progress-দৌড় দেখে, ও-অঞ্চলের হাওয়া জেনে,—আমিও বনেলি ঘুরে যাইনা—"

বাবুটি বললেন,—বেশ তো দু'দিন কিষণগঞ্জে থেকে যেতে হানি কি,—

আপত্তি আছে কি ?

আমিই কথা কইলুম—আমি দু'একবার গিয়েছি। রেজা মিঞা ২৫ হাজারের পলিসি নিয়েছেন, যেতেও বলেছিলেন, আরও কয়েকজন নিতে চায়। শান্তনু বাবুর সঙ্গে দেখাও হবে—বড় ভদ্রলোক।

বাবুটি বিনীত ভাবে ব'ললেন—তিনিই আমার পিতা,—তবে আর ছাড়-চিনা মশাই।

তারপর অনেক কথা। ভৃগু কাগজ-পেন্সিল নিয়ে নিবিষ্ট। মধ্যে মধ্যে বাবুটির মুখের দিকে দেখে নিচ্ছে, কখনো হাতটাও। পাঁচটা স্টেশন্ পেরিয়ে গেল। শেষে বিহিপুরে পৌঁছে ভৃগুর পেন্সিল থামলো। সে চোখ বুজে চুপ করে বসলো। ট্রেণ ছাড়তে চোখ চাইলে।

দ্রাবিড় ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞাসা করলে,—কিছু ঠিক্ হল মশাই ?

ভৃগু এক টুকরো ফিকে হাসির সঙ্গে বললে– "কি করে বলবো,—অদ্ভুত ঠেকচে,—রহস্যের মত। এসব বলতে নেই—যারা এর কিছু বোঝেনা তারা ঠগ বলবে। আপনাকে এর জন্যে কিছু দিতে হবেনা।" সে চুপ করলে।

দ্রাবিড় চঞ্চল হয়ে বললে,—সে কি মশাই, আর কেউ না বুঝুক, আমি তো বুঝবো। আমার প্রাণে কোন্ ইচ্ছা প্রবল এবং যা আমাকে অধীর করে রেখেছে, সেটা আমি বুঝবোনা তো বুঝবে কে ?

ভৃগু বললে—সত্য, কিন্তু ঘটনাচক্রে উনি যে ( আমাকে দেখিয়ে ) এই গাড়ীতেই উপস্থিত। তাতে...

বললুম তার মানে ? আমি না হয় নেবে যাচ্ছি।

কারুকে নাবতে হবেনা—আপনি দয়া করে বলুন।

তখন ভৃগু দ্রাবিড়কে বললে...আগে বলুন আপনার বয়স এখন ২৬ বছর ৭ মাস কি, নইলে সবই ভুল হয়েছে।

দ্রাবিড় অবাক। Exactly, ঠিক্ তাই। আপনি…

সে আমার শাস্ত্র জানে। তা যদি হয়—তা হলে আমি নাম কারুর করব না,—শাস্ত্র নিষিদ্ধ।—আপনি পূর্ববঙ্গের কোনো সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান ছিলেন। ২১ বচর বয়সে আপনার যক্ষ্মার সূত্রপাত হয়। কবিরাজ সেটা আপনার কাছে প্রকাশ করতে নিষেধ করেন। তখন আপনার বিবাহও হয়েছে, একটি পুত্রও হয়েছে। আপনি I. A. পাস করেছেন। কবিরাজ পুরিতে বায়ু পরিবর্ত্তনের বিধান দিলেন। তাতে জীবন সম্বন্ধে আপনার সন্দেহ হয়। আপনার মোটা টাকা প্রাপ্তির উপায় চিন্তা বরাবরই ছিল, বোধ হয় লটারির টিকিট কেনা বাইও ছিল, -কিন্তু সেটা বড় অনিশ্চিত, তখন আর সময়ও নেই। অত্য■ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। একটা নিশ্চিত কিছু মাথায় আসায়—দ্রুত চেষ্টা আরম্ভ করেন কিন্তু রোগ প্রতিবন্ধক হয়ে শেষ পর্যন্ত সেটা হতে দিলেনা।—সেই উগ্র চিন্তা নিয়ে দেহান্ত হয়। সেটা Life Insure ছাড়া আর তো কিছু ভেবে পাইনা। এখন সেইরূপ প্রবল ভাবে সেই ইচ্ছাটি দেখা দেবার কথা—তা সেটা যাই হোক্। আমার গণনা যদি ঠিক্ হয় তা হলে, আমার চেয়ে আপনিই সেটা ঠিক্ অনুভব ক'রচেন…

দ্রাবিড় সবিস্ময়ে ভৃগুর দিকে চেয়ে বললে—এই কিছু পূর্বে বারুণী স্টেশনে আমার পরিচিত এক বন্ধুকে জীবন বীমার জন্যে আমার মনের অসম্ভব চাঞ্চল্যের কথা বলছিলুম। তিনি বলছিলেন—পারো তো দশ হাজারের কম কোরোনা। আমার মনও তাই বলছিল। সেই ইচ্ছা মাথায় নিয়েই ট্রেণে এসে বসেছি।

ভৃগু তখন তাঁর হাতটা সহজেই টেনে দেখিয়ে দিলে—"এই রেখাটি থাকতে আপনার সাধ্য কি যে অন্যথা করেন। এটা আপনার সাধনের ধন, অবহেলা করবেন না। এ টাকা লক্ষ্মী হয়ে ঘরে ঢুকবে, ঠিক সময়

হয়েছে—যেখানে ইচ্ছে করে ফেলুন।"

দ্রাবিড় বললে—বাসববাবু উপস্থিত—এ যোগাযোগ ভগবানের। উনি দয়া করে করিয়ে দিয়ে যান।

বাসব বললে—আমি শান্তনু বাবুকে চিনি, দ্রাবিড়ের অনুরোধ সত্ত্বে, মিছে ওজর দেখিয়ে ডাক-বাংলায় উঠেছি তার কারণও আপনাকে বলেছি। কাজটা দ্রাবিড় গোপনে করতে চায় সকালে দেখতেই পাবেন।

বললুম—দ্রাবিড় যে আমার ভাইঝি-জামাই –

—আপনার ভাইঝির অনিষ্ট করচি, না ভালো করছি ?

এডুকেশন Departmentএ কাজ করি,—এ কাজ স্বীকার করবার আগে সব দিক থেকে ভেবে দেখেছি। এতে দেশের উপকার করাই হয়। সকলে এখনো বোঝেনি তাই স্থল বিশেষে ফন্দি খুঁজতেও হয়, সেটা ভালোর, মন্দের জন্যে নয়। নিজের চেয়ে, যার জীবন বীমা করা হয় তারই উপকার বেশী।

বললুম—তা বটে। বাঃ, বেশ উপভোগ্য তোমার ওই ভূগুটি।—'দৈব বিশ্বাসীর দেশে, জ্যোতিষের মত বন্ধাস্ত্র আর নেই। এ শিক্ষা বেহারেই লাভ করেছি। এ প্রদেশে বুদ্ধিমান উকীলে জ্যোতিষী পোষেণ। মামলার আগেই মক্কেলদের. বিজয়পত্র তাঁরাই দেন,—তার পর উকীল। আদায় আগাম। জ্যোতিষী যা পান, তারও দশ আনা উকীলের। আমার কাজে ভরা ডুবির ভয় নেই,—জ্যোতিষীর পাওনা জ্যোতিষীর। বড় বড় একগুঁয়ে গণ্ডার পাড়তে এঁদের সাহায্য নিতে হয়,—এঁরা গণ্ডার গ্রেপ্তারের গাণ্ডিবী।'

'একি' বলে চমকে উঠলুম। এখানে রাতেও বোলতার উপদ্রব দেখচি! চীনে এই রকম মাছির উপদ্রব,—রাতেও নিস্তার ছিলনা, তবে ২।৩ মাস মাত্র।

বাসব হো হো করে হেসে বললেন—বোলতা নয়—মোশা।

বলো কি,—মশা? ও ছুঁলে তো আর রক্ষে নেই,—এক কামড়েই ম্যালেরিয়া। যে রকম developed (গতর) তাতে স্থানটা খুব healthy-স্বাস্থ্যকর বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু ও-বাড়ীর পণ্ডিতজিকে দেখে···

ওঁকে যে মশা নয়, 'মশায়ে' কামড়েছে—উনিও জ্যোতিষী। বললুমনা—দশ আনা ছ' আনা। তাতে লোক মরেনা—মড়াক্ষে মেরে থাকে।

আহার শেষ হয়েছিল, হাস্য রসে 'মধুরেণ' করে ওঠা গেল।

ভগবানের অসীম কৃপা, তাই বাসবের সঙ্গে অভাবনীয় দেখা। বেডিং পর্যন্ত আনিনি,—অপঘাৎ এড়িয়ে দিলেন।

পরে এক-শয্যায় শয়ন।—ভাবতে লাগলুম কত রকমের অভিনেতা মিলে দুনিয়াটাকে চালিয়ে চলেছে, কোনো রসেরই অভাব নেই। এই বৈচিত্র্যময় সমষ্টি-জীবনের পশ্চাতে সেই জীবনাধার রসরাজ।—চিন্তাও থামেনা—নিদ্রাও আসেনা। বাসবের নাসিকাধ্বনি যে কখন চেতনা হরণ করলে জানতে পারিনি।

ভোর রাত্রে—৪টা হবে, বাসব বাহিরে যাবে বলে উঠলো, আমারও ঘুম ভেঙে গেলো। সে টর্চ নিয়ে বাইরে গেলো। ভাবলুম ফিরলে আমিও উঠবো। মনেই পড়েনা যে ডাক-বাংলায় ঘরে-বাইরে বলে কিছু নেই।

বাসব দেখি পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকে আমাকে ঠেলছে।—ব্যাপার কি?

—আস্তে, উঠে আসুন ধীরে।

বুক চিপ্ চিপ্ করে উঠলো। ভূত দেখলে নাকি? এই সব একান্তেই তো তাঁদের আড্ডা। মনে মনে রাম রাম করতে করতে উঠলুম। বাহুটা বাঁকিয়ে কপালের কাছে এনে মাদুলিটেয় মাথা ঠেকালুম।

বাসব বেরুতে দিলে না, দোরের কাছে যেতেই হাতটা টেনে ধরে টর্চটা সামান্য টিপে চুপি চুপি বললে—জানালার নীচে দেখুন দিকি,—চেনেন কি?

দেখি একটি লোক স্থাল ঠেশ'দে—হাঁটু বুকে, ঘুমিয়ে পড়েছে। হাঁটুর ওপর পাকা চুল দাড়ি রাখা। শিউরে উঠলুম, বাসবকে ঘরের মধ্যে টানলুম। ঢুকেই, খিল দিয়ে টর্চ নিবিয়ে মশারির মধ্যে উভয়ের প্রবেশ। কানে কানে কথা—

উনিই সেই উজীর সাহেবের সঙ্গী—ফকির সাহেব।

বললুম—এবং আমার শুভাকাঙ্ক্ষী চক্রধর।

দুজনেই একদম চুপ—মিনিট পাঁচেক! আমার মনের অবস্থা অনুমান করে বাসব বললে—বড়ই ব্যতিব্যস্ত করেছে দেখছি—অযথা অশান্তির কারণ,—কিন্তু সত্যের মার নেই নবীন বাবু—চিয়ার্‌ আপ্‌ স্যর্‌। ভাববেন না।

আমি তখনো সামলাতে পারিনি। এ কি কাণ্ড! নিবিড রণগোপাল সম্বন্ধে আমাকে সাবধান করেছিল; আমি তাকে বিশ্বাসই করতে পারিনি। ভেবেছিলুম ছেলেদের মধ্যে বোধ হয় মনের অকৌশল আছে, নচেৎ রণগোপাল যে প্রকৃতির ছেলে তার বিরুদ্ধে এরূপ অসম্ভব অভিযোগ! দেখছি সেই রণগোপালই তো ফকির সায়েবকে ট্রেণে তুলে দিতে গিয়েছিল, এতো তার মুখেই শোনা! তবে আর—

বাসব আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললে—কিছু ভাববেননা, বুঝছেননা—ওদের কোথায় একটা ভুল হয়েছে—

বললুম—আমার বুঝে ফল? তাতে আমার ভোগাভোগ কমবে কি? বাঘে যদি ভুলক্রমে গরু মনে করে মানুষকে ধরে, তার পর সেটা জানতে পেরে থাবা-ছোড় ক'রে পায়ের ধুলো নেয় নাকি। প্রাণে বাঁচলেও আঠারো ঘা ঘোচেনা। যাক্—সে চিন্তা আমার নয়—মালিকের—

তিনি আবার কে?

যাঁর দুনিয়া এবং যিনি আমার মধ্যেও।

খুব সান্ত্বনা তো ?

—ওর চেয়ে বড় সান্ত্বনা আছে নাকি ? আমি তো জানিনা। যাক্, ভুল চুক সবারই হয়, তা বলে ওদের ব্যবস্থা তো মন্দ নয়। সেটা আমাকে আনন্দই দেয়। আমাদের দেশের লোকের কর্তব্যনিষ্ঠা বড়ই আলগা,—হচ্ছে হবে, হবেই খন—এই ধরণের। কিন্তু এই সব ইয়ং উদীয়মানের যেন একটা নেশায় পেয়ে থাকে,—কাজে আনন্দ না থাকলে তা হয়না। এইটি সুলক্ষণ। এটা যে দেশের কত বড় লাভ একটু চিন্তা করে দেখলেই বুঝতে পারা যায়। এই কর্তব্য-নিষ্ঠা দেশকে একদিন মানুষ ক'রে তুলবেই। তখন রায় মশায়ের "আবার তোরা মানুষ হ" বলার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে।

উঃ। আপনার আশা আকাঙ্ক্ষার ল্যাটিচিউড্ তো খুব লম্বা—পথও তেমনি অদ্ভুত একদম— 'টিপারারি !'

বললুম—কখনো ছোটো কিছু নিয়ে ঘর কোরোন ভায়া। আমার পথটা —কাশী থেকে মজফ্‌ফরপুর যেতে vi। কিষণগঞ্জের চেয়ে অদ্ভুত কি ? যার কাজ সেই করায়—ডাক-বাংলায় ডাকলে কে ?

বাসব চুপি চুপি কথা ভুলে গিয়ে হো হো করে হেসে উঠলো। আমি তার গা টিপলুম।—বাসব কি জানি কি ভেবে আমার পায়ের ধূলো নিলে।

বললে—ওঃ সকাল হ'য়েছে যে—উঠে পড়া যাক। আপনার প্রোগ্রাম কি ?

আমি চুপি চুপিই বললুম—এই সকালের ট্রেণেই পুনর্যাত্রা।

আমিও আর কোথাও যাবনা, এই কাজটা সেরেই কাশী। এদের এ ভুল আমাকে ভাংতে হয়েছে।

খবরদার এমন কাজ করতে যেওনা,—আসামী বাড়িও না। মাঝে মাঝে

বিরক্তিকর হলেও—আমার উপভোগ্যই লাগছে। একদিন আপনিই খুলে যাবে,—মিথ্যার আয়ু নেই…

উঠে পড়া গেল। কেউ কোথাও নেই। ভৃগু সাতটার মধ্যে লুচি পটোল ভাজা আর হালুয়ার সঙ্গে দু কাপ চা খাইয়ে দিলে। বাসবকে অনেক করে বুঝিয়ে—ফিরলুম। চিন্তার খোরাক যথেষ্টই সংগ্রহ করা হ'য়েছিল, পথটা সহজেই কেটে গেল।

## ২৭

পূর্ণিয়া স্টেশনে নেবে চারদিক চেয়ে দেখলুম। রণগোপাল নেই। একখানা সাম্পনি গাড়ী করে বাসায় রওনা হলুম। ঘোড়ার পিটে সপাৎ করে চাবুক পড়তেই, ইস্ করে চমকে উঠলুম। গাড়োয়ানকে বললুম—ঘোড়াকে ঠেঙিওনা বাবা,—আমার তাড়া নেই। প্রাণ কিন্তু চাইছিলো—পৌছুতে পারলে এক ছিলিম গুড়ুক খেয়ে বাঁচি।

বাজারের কাছে পৌছে দেখি একখানা খাটিয়ার ওপর—অত্যন্ত ময়লা—ছাল-ছাড়ানো লেপ, ছেঁড়া কম্বল, গলাভাঙা একটা কুঁজো আর যেন ল্যাম্প-মোছা একখানা জীর্ণ তোয়ালে নিয়ে দুজন লোক চলেছে। প্রাণটা ছাঁৎ করে উঠলো,—কে আবার সরলো? এ আসবাব তো সেই শেষের দিনেই বেরোয়,—আমাদের বরাদ্দ করা অন্তিম ঐশ্বর্য্য। ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া শিখে আঁতুড়ের উন্নতি আপনিই হয়ে আসছে,—এ দিকটার জন্যে বোধ হয় কোনো জবরদস্ত অবতারকে জন্ম নিতে হবে।

এই বীভৎস চিন্তার সময় পেলুমনা, গতিরামবাবু লাঠির-ভরে দ্রুতগতি আসছিলেন,—আমাকে দেখেই গাড়োয়ানকে হুকুম করলেন—রোকো—রোকো।

হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করলেন—"দেখে এলেন বুঝি—কেমন আছেন?"

কে কেমন আছেন? আমি তো কিষণগঞ্জ থেকে ফিরচি।

জানেন না?—চলুন চলুন। কুবেরবাবুর কাল রাত থেকে ভারী অসুখ যে, আহা—promising young man—উঠ্তি লোক—ডাক্তার ডিপুটি উকীল মোক্তার—জেলার মাথারা সব সেইখানেই, চলুন,—ফিরুন,—এই গাড়িওয়ান—ঘুমাও…

মাপ করুন গতিরামবাবু, আমার এখন যাবার মত অবস্থা নয়। আপনার গাড়ী দরকার থাকে আমি ছেড়ে দিযে এটুকু হেঁটে যাচ্ছি,—ধড় নিয়ে আর টানাটানি করবেন না।

আপনি যাবেননা ? অত বড় positionএর লোক ···সকলে হাজির হয়েছে···

যাবনা তো বলিনি,—এখন পারবনা। সকলে যখন হাজির—আবার ভিড় বাড়ানো কেনো। আমার সঙ্গে জানা-শুনোও নেই—ব্যাযরামটা কি ?

যাবেননা আর শুনে কি হবে। অত বড় লোকটা,—যে শুনছে সেই···

শরীর মন দুই অস্বচ্ছন্দ ছিল, বড় বিরক্ত বোধ হল ; বললুম—যে শুনছে সেই মানে—বড-বড়রা তো ? আমি তো তা নই মশাই। আর—অত বড় লোকের মানেও বুঝি না,—বড় টাকা বাড়ী নে'যান বা ব্যাঙ্কে রাখেন। তাতে অন্যের কি মশাই। রোগের সঙ্গে তাব সম্পর্ক বুঝলুমনা। লোকাভাব থাকে তো—সেবার জন্যে যেতে পারি, যা আমাদের কাজ। বড়রা ত আহারেব সময় উত্তীর্ণ হবার আগেই সরে পডবেন, তাঁদের regularity রক্ষা তো করতেই হবে। সেই সময় না হয়···

গাড়ীখানার সুবিধা হ'লনা দেখে তিনি আব দাঁড়ালেননা। আমাব মাথাটা খারাপ করে দিযে চলে গেলেন।

বাড়ী ফিরে চা আব গুড়ুক খেতে পারলে বাঁচি,—না—গ্রহ রাস্তায় ঘুরছে !

যাক্—পৌছে গেলুম।

স্বাতী ছুটে এসে বললে—আমি মাকে আগেই বলেছি—দাদামশাই আজ আসবেনই আসবেন।

হাসতে হাসতে বললুম—সেই সঙ্গে চায়ের জল চড়িয়ে দিতেও বলেছ বোধ হয়।

ও মা, এখনো চা খাওয়া হয়নি! ব'লে সে বাড়ী ঢুকলো। চাকরটাকে বললুম—সূর্য্যি শীগ্‌গীর একছিলিম তামাক সাজ বাবা।

"আবি লিজিয়ে বাবু," ব'লে সে যেন ডুব স াঁতারের চালে ছুটলো। আমি সোজা শয্যায় পা চালালুম।—আঃ বাঁচলুম। কি পাপ—চোক বুজলেও গতিরাম বাবুর সেই দুশ্চিন্তা-রঙানো মুখশ্রী, চোখের পাতা ফুঁড়ে হাজির! হাসিও পায়—দুঃখও হয়। হক্ না হক্ মনটা খারাপ করে দিয়ে গেলেন।

গুড়ুক এলো, সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত গলার আওয়াজ—স্বাতী এই আঁব কটা নিয়ে যাতো মা—নতুন গাছটায় হয়েছিল, তোর দাদামশাইও এসেছেন, তাই এলুম নিযে।

চেয়ে দেখি—পলাশ কুসুম। বয়েস তেমন না হলেও আপিসের বড় বাবুটির ঝাঁকে আর তাতে মাঝে মাঝে পাকাচুল দেখা দিচ্ছে। একাই তিন কাজ করে;—চাকরি করে, চুল ফেবায়, 'ব্রিজ' খেলে। বিলিতি ব'লে অবহেলা নেই—খুব সভক্তিই খেলে। বাপ বেটায় কমপিটিসন চলে। পূর্ণিমায় প্লেগ নেই—ওইটে আছে। ভগবানের রাজ্যে অবিচার নেই।—ম্যাডোনা না হলেও বাকি সময় পলাশের কোলেপিঠে ছেলেমেযে থাকে। অশান্তির অন্ত নেই। ভেতরটা তিক্ত হয়ে থাকাই সম্ভব, ওপরে অনাবশ্যক প্রকাশ নেই। তাই বেচারাকে ভালোবাসি, সান্ত্বনার কথাও শোনাই।

ঘরে ঢুকে—"একি মশাই,—সন্ধ্যে বেলা শুয়ে পড়েছেন যে, শরীর ভাল আছে তো? তামাকের গন্ধ বেরিযেছে যে—"

একটু হাসি টেনে বললুম,—গন্ধ পাচ্ছি, উঠতে পাচ্ছি না।

তা হলে যে বড় চিন্তার কথা হয় মশাই—

কথাটা বেশ উপভোগ্যই লাগলো, হাসতে হাসতে—'ঠিক বলেছ ভাই' বলে উঠে পড়লুম।

পলাশ নলটা হাতে তুলে দিলে। জিজ্ঞাসা করলুম—কুবেরবাবুর কি কঠিন কিছু—?

কে বললে আপনাকে ? পূর্ণিমায় ম্যালেরিয়া আবার একটা ব্যায়রাম নাকি ?

ম্যালেরিয়া জ্বর ?

তা বলবার জো আছে কি ? জ্বর তো মুটে, মজুর, কেরাণীর হয়—বড়দেরও তাই নাকি ! হলেও ল্যাটিন করে ল্যাটিভিয়াভিনিকিম্‌-কেব্রো-ম্যালো, এই রকম একটা বিদঘুটে কিছু বলাই চাই ! আমার গেরো, আমিও মশাই গিয়ে পড়েছিলুম। ঘটার দৌড় কি,—দেউড়িতে সাতখানা মোটর। সত্যি তো আর দেখতে যাওয়া নয়,—দেখা দিতে যাওয়া,—অর্থাৎ আমিও এসেছি মশাই। Mutual affair ( মাসতুতো ব্যাপার ) কিনা। নব-রত্নের সভা। কেউ বলছেন—আধ মোণ, কেউ বল্লেন—উঁহু তিরিশ সের, কেউ বল্লেন—সে কি, নষ্ট হয় ক্ষতি নেই কিন্তু কম পড়লে—Think of the terrible moment—lifeটে কি ! এক মোণ বরফ আনতে মোটর বেরিয়ে গেল। তার পর blood নিতে,—বাঘের চেয়ে ব্যাগ্র তিনজন ডাক্তার চড়োয়া !—

—ডাবের জল খেতে হবে,—দুখানা telegram চলে গেল। গতিরাম-বাবু "আমি যাচ্ছি" বলে ছুটলেন। ফিরে এসে বললেন,—"নেবুর জন্যে নেপালের মিনিষ্টারকেও একখানা করে দিলুম—money is no question"—সকলে ধন্য ধন্য করলেন ! বারাণ্ডায় গিয়ে Standing Council of Lordsএ শোনা গেল—রাত্রে attend করছে কে ? Intelligent and smart লোক চাই। একজন বললেন,—সে ভাবতে হবে না, আপিসের কেরাণীরা রয়েছে কি করতে,—অনাথ most intelligent,—obedient and serviceable.—

—শুনে চমকে গেলুম মশাই, এই সেদিন inspectionএ বড়বাবু তাকে Lazy and worthless লিখিয়ে দিয়েছেন ! যাক্‌, সেই রইলো,—থাকবে আর কে ? সকলের চেয়ে বিরক্তিকর—প্রতি ৫।৭ মিনিট অন্তর কোনো না কোনো high পদীর প্রশ্ন—'এখন কেমন বোধ করছেন ?'--এই পেশাদারী অভিনয় দেখে সেখান থেকে পাশ কাটাতে পারলে বাঁচি। একটা ভুল করে একটি হাফ্‌-হাজারি হুজুরকে সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করলুম—'জ্বর তো ?' তিনি আমার দিকে এমন দৃষ্টি হানলেন, আমি তো এতটুকু,—কি অপরাধই করেছি !—'বোঝনা সোঝনা কথা কও কেনো ? what do you mean by জ্বর, এখানে ভিড় কোরো না।' তা সত্যি,—আমাদের দরকার তো এখন নয়।

বরফ আসতেই সকলে বরফ-জল চেখে দেখলেন অর্থাৎ এক পেট করে খেলেন—যেহেতু সকলেই বিষম উদ্বেগ-কাতর ছিলেন। তার পর দু-টিন Cream Cracker আর চা শেষ ক'রে, যে যার মোটরে উঠলেন। অবশ্য অনাথকে—সাবধান, সতর্ক watchful, very careful, alert ও নিদ্রাহীন থাকতে বার বার উপদেশ দিতে ভুললেন না।—

—রোগী আজ আপিসে গিয়েছিলেন। জ্বর ছেড়ে গেছে, বড় কাহিল—grape juice খাচ্ছেন।

আমি অবাক হয়ে যেন ভাগবত শুনছিলুম আর ভাবছিলুম—পলাশকে এত উত্তেজিত হ'তে কোনো দিন দেখিনি ; চাকরি আছে তো ? থাকলেও —আর বেশিদিন থাকবে বলে মনে হয় না। বললুম—

জ্বর ছেড়েছে, আপিসে গেছেন—তবে গতিরামবাবু আমার মনটা মিছে···

একটু বিস্মিত মুখে,—"আপনি ওঁকে চেনেন না ?" বড়র গন্ধ থাকলে গতিরামবাবুর আহার নিদ্রা বন্ধ—এটা সবাই জানেন, নূতন কিছু নয়।

—ছোটোকে নিয়ে টানাটানি কেনো ? God forbid—তাদের কাজ তো নির্দিষ্ট রয়েছেই—তখন তো সুখের পায়রা কেউ থাকেননা—চট্‌পট্‌ dove-cot খোঁজেন। ভগবান তাঁদের ভাল রাখুন—গরীবদের দুর্ভোগ কমুক। ঝড় বৃষ্টি রোদে এখানে শ্মশান-বান্ধব হবার যে দুর্গতি সেটা তো বড়দের খেয়ালে আসে না,—যেহেতু স্বজ্ঞানে তাঁদের তো সে পথের যাত্রী হতে হবে না।

না—পলাশকে থামানো দরকার। বললুম—থাক ভাই 'ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বন' বড়দের কথা…

সে আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলো। কিসের বড় মশাই ? নিজেরা ভাল খান, ভাল পরেন, মোটর চড়েন, বড় T. A. টানেন, বড় Bank account রাখেন, বড় টাকার Life Insure করেন, ভারত মাতার বুকে ইঁটের বড় বড় পাঁজা পোড়ান—ইমারৎ চাপান—finish,—কাজের মধ্যে তো এই। বলে কিনা "বোঝনা সোঝনা কথা কও কেনো।" ওঁদের বোঝাটা ওই টাকার ওজনে কিনা,—তাই বড় বোঝেন··। ছোট কিছু মনে ধরেন। —জ্বরকে ধনুষ্টংকার কি T B. বললে যদি খুসি হোস্ তাই বলনা বাপ' —বলছি…

সুবিধে নয়—পলাশের আজ একি হল। কথাটা বড্ড লেগেছে দেখছি. লাগবারই কথা। গরীব মধ্যবিত্তদেরও যে মর্ম বলে একটা স্থান আছে,—তাদেরও যে লাগে, সেটা কর্তারা ভুলে যান। ভাবচি, অন্য কথা ফেলে প্রসঙ্গটা থামিয়ে দি—

স্বাতী প্লেটে করে চা দিয়ে গজা আনতে গেল ! বললুম, "যাক ও পাপ কথা পলাশ—এখন চা খাওয়া যাক্।"

ঠিক্ বলেছেন,—ও পাপও থাকবে, আমাদের তাপও থাকবে, মিছে মাথা খারাপ করা। বড্ড লেগেছিল তাই আপনাকে বলে খোলসা হলুম।

বেশ করেছ—আর না। ওতে নূতন কিছু নেই—ওরে type বলে। টাইপ কত রকমের থাকে…

হ্যাঁ। ভালো কথা, আপনার সঙ্গে ২।৩ দিন রণগোপালকে দেখলুম। পরিচিত বুঝি ?

আবার ও-নাম কেনো ? বললুম,—না এইখানেই পেয়েছি, খুব স্বদেশী, না ?

হ্যাঁ, মাড়োয়ারীদের ছাপমারা খাঁটি স্বদেশী।

তার মানে ?

হাসতে হাসতে—"রবারের ছাপ্।"

না, আমার আর দুনিয়ায় থাকা চলেনা। এদের কথার অর্থবোধ আসেনা, কারুর কথাই আর ঠিক্ বুঝতে পারিনা।

আমার অবস্থা দেখে পলাশ বললে—"দেখুন—কোনো কিছুর 'অতি'টা স্বাভাবিক নয়, তা দেখলেই সাবধান হতে হয়। তাতে ভুল করাও ভাল। আচ্ছা, এখন চললুম।—আঁবটা খেয়ে দেখবেন, নতুন গাছের"—পলাশ-কুসুম চলে গেল। আমি অন্য-মনে পোড়া তামাকটাই টেনে চললুম। দুর্গতির মধ্যে ভাবনা চিন্তাগুলোও দ্রুতগতি চলে,—একটাও সদ্‌গতি লাভ করেনা,—এলোমেলো অমিত্রাক্ষর। কবিগুরুও তাই ওই মুস্কিল-আসানের দিকে ঝুঁকেছেন।

একান্তে এই বিরাটের গো-গৃহটি মন্দ লাগেনি,—কিন্তু এখানেও আর স্বস্তি নেই। তবে কথা আছে—'হলেই বা কাটের বেড়াল, ইঁদুর ধরতে পারলেই হল',—তা ধরে। মাটির মানুষ রোজগারটি করে, সিগারেটটি টানে, ব্রিজ খেলে,—কোনো গোলমালে নেই,—সব বেশ আছেন। 'জেনিভা' কোথায় সেটা জানবার বৃথা উৎসাহ নাইবা রইল। এমন নির্বিরোধ স্থানও আমার সয়না দেখচি।

আহারান্তে শয্যা নিতেই সব দুর্ভাবনা সরে গেল। এক ঘুমে রাত কাবার। খাঁটি বুদ্ধিমান মাত্র দুটি জন্মে ছিলেন,—কুম্ভকর্ণ আর জড়-ভরত। তাঁদের স্মরণ করে চেয়ে দেখি,—নিবিড় চেয়ারে বসে পত্রিকা পড়ছে।

কি হে নিবিড়, কতক্ষণ ? বেলা হয়ে গেছে নাকি ?

আজ্ঞে না, এই সাড়ে ছটা। পড়তে বসেছিলুম—চীৎকার আর কান্না-কাটিতে বসতে দিলেনা, তাই চলে এলুম। আপনি কখন এলেন ?

সভয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—কান্নাকাটি কেনো ? কেউ···? পথে কাল স্বর্গযাত্রীর খাট-বিছানা দেখে···

একটু হাসি টেনে বললে,—কোনো ভাল জিনিষই আপনার দৃষ্টি এড়ায়না দেখছি। সেই খাটই এই বিভ্রাট ঘটিয়েছে। সেই germinant জিনিষ—রোগ-রক্তবীজ—এখন থাকে কোথায় ? শেষ চাকরের ঘরে ঢোকে। চাকর সারারাত বাইরে কাটিয়ে, সকালে সরে পড়লো। এখন সব আক্রোশটা গিয়ে পড়েছে কৃশানু বাবুর ওপর—

কেনো—তিনি কি করলেন ? তিনি তো মাসাবধি অসুস্থ, কোর্টে যেতে পারেননা।—দেখতে গেলুম—কত কথাই কইলেন—সবই দুঃখের আর হতাশার ! বললেন আর পারচিনা,···তিন বচর থেকেই অপটু। শোনেকে ( দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন )—

বললুম—আর পেরে দরকারই বা কি, সবই তো করেছেন, চিরদিনই কি পারতে হবে ? হ'লো কতো ?

বললেন এখন আপনাকে বলতে আর কি—৭৪—আর কি পারি ? কিন্তু না পারলেও শান্তি নেই। আমাদের দাঁড়িয়ে কাজ, মাথা ঘোরে, অনেক দিন থেকেই চোখে ভালো দেখতে পাচ্চিনা,—বাতে নড়তে পারিনা,—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চোখ মুছলেন।—৫২ বচর practice হল, এখনো বলে, —"বাড়ী বসে কি করবে—বাজার খরচটাও তো আসবে···"

শুনে তো আমি স্তম্ভিত। বললুম, ইংরিজি হিসেবে to die in harness হলে—জোয়াল কাঁধে করে মলে—যদি স্বর্গ পান তো মানা করায় পাপ

আছে। কিন্তু আমাদের মতে এ তো আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কিছুই নয়।—যাক্ শুনে সেদিন বড় মনোকষ্ট নিয়ে ফিরেছিলুম নিবিড়। জানো এখন তিনি কেমন আছেন? একবার দেখতে যাওয়া যে উচিত—
এ 'টরনেডোর' মুখে নয়, দুদিন পরে যাবেন দাদাবাবু।
হ্যা—সে খাট্-বিছানার সঙ্গে ওঁদের কি,—ওতো নিশ্চয়ই কোনো ভদ্রলোকের নয়···
নিবিড় হাসিমুখে বললে, ওতে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ণিয়ার ঐতিহাসিক material রয়েছে। পূর্বে এ স্থানটা ম্যালেরিয়ার মালভূমি ছিল, তাতো জানেন। কাছারিতে উকীলদের লেপ কম্বল রাখতে হ'ত, কেস্ আরম্ভ ক'রে, কম্প দিয়ে জ্বর এলেই—কম্বল মুড়ি দেবার privilege—ছাড্ ছিল। কাঁপুনিটে কম্বলের মধ্যে সেরে, আবার গিয়ে সুরু করতেন। কাল যা দেখেছেন সেটা কৃশানু বাবুর ৫২ বছরের সম্পত্তি, কত হাকিম বদল হয়েছে কিন্তু ও আর বদলায় নি। অনেকবার বদলাবার কথা হয়েছিল নাকি, কিন্তু বাড়ির ধারণা—ও জিনিসগুলি বড় লক্ষ্মীমন্ত, ওর দৌলতেই···
আমাকে নির্বাক দেখে নিবিড় বললে—কর্তা এবার একদম গা ঢেলেছেন, বেচারির কাছারি যাবার শক্তি আর নেই। উৎসাহদান, উপদেশ, উদ্দীপনা, শেষ লাঞ্ছনা, গঞ্জনায় কাজ দিলেনা দেখে হতাশ হয়ে,—কাল ওই লেপ-লক্ষ্মীকে বাড়ী আনিয়ে ফেললেন। সেই দেখে ৫২ বছরের কথা, যখন তখন উথ্লে উঠছে, তাই কখনো কান্না কখনো গঞ্জনা চলেছে। চাকর-পালালো,—গোয়ালেও ঢোকানো হবেনা—কারণ মঙ্গলা দুধ দেয়, তার ও তায় দুধের ভালোমন্দ হতে পারে, ইত্যাদি। জীবনব্যাপী কৃতকর্মের পুরস্কার পেয়ে—কৃশানু বাবু চুপ্।
আমার ব্যথিত চিত্ত সরাসরি বলে বসলো—ও পাপ দূর করে ফেলে দিলেই

তো হয়, আর রাখা কেন ?

নিবিড বললে—মাপ করেন তো একটা কথা বলি,—আপনি কি নিজেকে উকীলদের চেয়ে বুদ্ধিমান ভাবেন ? তাঁরা কি বোঝেন না—ওগুলো কেন বাড়ী আনানো হয়েছে ?—ওর সদ্ব্যবহারের শুভক্ষণ যে আসন্ন, তখন কি··

শুনে শিউরে গেলুম। সত্যই তো—সনাতন নিয়মই তো তাই। শঙ্করাচার্য্য বৈরাগ্য-শতক যে কেনো মিছে লিখেছিলেন, বুঝতে পারিনা। নিবিড় এতবাড কথাটা এই বয়সেই এমন সহজ ভাবে বুঝে ফেলেছে দেখে আশ্চর্যও হলুম। আজকালের ছেলেদের মাথা কি সাফ্।

আপান হাত মুখ ধুন, আমি এখন যাই।

নিবিড চলে গেল।

—"সূর্য্যা, তামাক দিয়ে যা বাবা।"

* * *

নিবিড চলে যাবার মিনিট তিনেক পরেই নমস্কার করে রণগোপাল হাজির হল।

সকালে এ আপদ আবার কেনো ? কতকগুলো মিছে কথা কইবে এবং তা শুনতেও হবে। সভ্যতার সাজা ! যারা জেনে বুঝে অবাধে মিথ্যা-গুলো হজম করতে পারে তারাই শিক্ষিত ও সিভিলাইজ্ড্।

"আপনি বাড়িতে রয়েছেন জেনেও আসতে পারিনি,—মাপ করবেন। আপনাকে জানাবার মত অনেক কথা ছিল, ছট্‌ফট্ করছিলুম। কি করি, চক্রধরবাবু বিদেশে এসে বেয়ারামে পড়ে গেছেন, দেখবার শুনবার কেউ নেই,—ক'দিন একা পড়ে আছেন, শুনে সেইখানেই থাকতে হ'য়েছিল। আজ একটু ভালো আছেন,—তাই। দেশের কি কপাল মশাই, যাদের প্রাণ আছে তাদেরি যতো…"

কি অসুখ ?

এদিকে ওদিকে চেয়ে, দোরের বাইরে দেখে—বিশেষ সতর্কতার সহিত—"আপনাকে গুরু বলে জেনেছি—আপনাকে বলতে আর কি ( চুপি চুপি ) প্রপোর্‌সন্‌ তো জানা নেই, অথচ না করতে পারলেও স্বস্তি নেই,—লেগেই আছেন। তাই আপনার কাছে একটু hintএর জন্যে হান্‌টান্‌ করছিলেন। শেষ মন-মরা হয়ে নিজেই এটা ওটা মিশিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। হঠাৎ জ্বলে উঠে—খুব বেঁচে গেছেন,—আরো বাঁচোয়া—শব্দ হয়নি,—ভারত-মাতার কৃপা। নইলে আজ—উঃ!" রণগোপালের মুখ একদম বীরবাহু পতনের সংবাদ দাতার মত দাঁড়িয়ে গেল। যেন—"কি আর কহিব"। ঠাশ্‌ করে একটি চপেটাঘাতই এর অলিখিত প্রেসক্রিপ্‌সন্‌।

সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলুম—কবে এমনটা···

এই পরশু রাতে মশাই। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের জ্বালা কি থামে ? সারারাত spirit ঢেলেছি। ও-রকম একটি খাঁটি লোককে একদিন খোয়াতেই হবে দেখছি! উনি কি নিরস্ত হবেন ? মানা শুনবেন না, দেশ যে ওঁর রক্তমাংস। কত বলেছি, বলেন—এ শরীর মায়ের কাজেই যদি এলোনা,—এ ব্যর্থ জীবন থাকলেই কি আর গেলেই কি!—আপনি একটু দয়া করলে যে কত কাজ হয়, ওরূপ মূল্যবান জীবনটাও বাঁচে - দেশেরও···

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে—"আচ্ছা, আপনার সঙ্গে আলাপ করাতে পারলুম না! মুকুন্দ বাবুর কি অদ্ভুত প্রভাব—আশ্চর্য শক্তি, সিগারেট আর কেউ ছোঁয়না, একদম বৈতরণী পার! দোকানদারেরাও তাতে খুসি—মশাই যার ৩০৲ টাকা পুঁজি সেও বলে—১৭ টাকার Gold flake মজুত, চুলোয় যাক্‌ ও-পাপ আর রাখবোনা। ভাববো ১৭ টাকা মায়ের পূজোয় দিয়েছি। অধিক কি ডাক্তার সনাতন পাকড়াশী, উকীল সৌভরী

সামন্ত—যাদের এক টীনের কম দিন যেতনা,—যাঁরা চামড়ার চিমনি বললে হয়,—তাঁরা পর্যন্ত go to hell করে দেছেন। তরুণদের তো কথাই নেই—তারা হল দেশের আশা ভরসা,—যে কথা সেই কাজ। এমন না হলে হয়! আর কি চান? দেশ জেগেছে মশাই"...

কতক্ষণ আর চুপ করে থাকবো? বললুম—এটা সত্যই সুসম্বাদ, বড় বড় ইংরেজ ডাক্তারেও সিগারেটের অপকারিতা প্রতিপন্ন ক'রে ওর ব্যবহার নিষেধ করেছেন।—তা ছাড়া এ গরীব দেশের পক্ষে ওটা অশোভন লক্সারিও।

রণগোপাল ঠোঁটের কোণে একটু হাসি টেনে বললে—ওসব কথা প্রবন্ধে পড়তেই ভালো, আমাদের ও ভাববার আর সময় নেই—আমাদের চিত্তপট—বয়কটে ভরা। সেটা হলেই হল। 'তাক্‌সিন্' ১৩ বচরের ছেলে, হপ্তায় তিন টিন ফুঁকতো,—সে আর ছোঁয়না। বাপমার সে সবে ধন, তাঁরা তাই বিষম চিন্তাকুল হয়ে পড়েছেন। কত করে বোঝাচ্ছেন—"লক্ষ্মী বাপ্, অসুখ করবে—আচ্ছা দুটিন্ টান্।" সে একদম এডাম্যাণ্ট্। যুবকরা দেশের সর্বস্ব—মুখাগ্রে জীবন পণ,—তারাই ভারত মাতার Vitality, তাদের কথা ছেড়ে দিন। তাতে তিন দিনে ছ'খানা বিড়ির দোকান বসে গেছে, বেচারারা যুগিয়ে উঠতে পারছেনা। আবার কি চান? Even 'বুর্ঝোরা কূর্মবৃত্তি ধরেছেন, নিরাপদ স্থলে পকেট থেকে হাত বার করেন,—ধোঁ ছাড়েন না—গিলে ফেলেন। Something is better,...না?

বক্তৃতা বন্ধ করতে পারলে বাঁচি। বললুম—বলো কি রণগোপাল—এ বড় কম কসরৎ নয়...

Moral effect মশাই—moral effect—নৈতিক...

বললুম—তা বটে। একে ভদ্র-সন্তান, তায় সব শিক্ষিত—একবার ওর অপকারিতা বুঝলে...

রণগোপাল উত্তেজিত ভাবে বললে—অপকারিতা ফপকারিতা কি বলছেন মশাই, প্রাণের কথাটা তো বলচেননা। মনে মনে কতটা খুসি হচ্ছেন তাই বলুন। দেশের কতটা টাকা বিদেশে যাচ্ছিলো…

হয়েছি হে—খুব খুসি হয়েচি—খুসি হবার কথাই যে। আচ্ছা আজ আর নয়, আজ আমাবস্যে,—এখন আমার চণ্ডী পাঠের সময়…

বণগোপাল সবিস্ময়ে কপালে চক্ষু তুলে—"চণ্ডীপাঠ"! বলেই নীরব—। পরে,—"এ যজ্ঞের আসল বীজ" তো ওইতেই। "মারয় মারয়, ঘাতয় ঘাতয়"—ওই তেই তো সব! নিশ্বাস ফেলে হতাশ ভাবে—"লিডার না থাকলে "কাতর মুখে—তা আমাদেব এ সব উপদেশ দেননা কেনো, আমরাও তো—

বললুম পড়লেই হয়,—পাঠে তো কারুর মানা নেই ভাই।

ওসব ঢালা ব্যবস্থা তো পুরুত বামুনের জন্যে মশাই। বইখানা আজই অর্ডার দেবো—আমাদের যেটুকু দরকার—দয়া করে দাগ দিযে দেবেন; গুরু ভিন্ন কি হয মশাই? অন্ধের মত সারা জঙ্গল ঘুরে মরতে হয়—না চিনি বিশল্যকরণী না চিনি ঈসের-মূল। অমূল্য সময হু হু করে চলে যাচ্ছে।

বললুম—বেশ তো—সব না পাবো—অম্বিকা স্তবটি নিত্য পাঠ কোরো—কল্যাণ হবে…

মাপ করুন, নিজের কল্যাণের কথা তো আর মনেই আসেনা, এখন দেশের কল্যাণের…

সে তো উত্তম কথা রণগোপাল, খুব উচ্চ সঙ্কল্প…

শুধু সঙ্কল্প নিয়ে কি করবো মশাই যদি পথ দেখাবার গুরু না মেলে। ও সমুদ্র ছেঁচে পথ পেতে হলে দিন ফুরিয়ে যায়। উঃ, নিত্য চণ্ডীপাঠ করেন! কি হ'লে আপনার কৃপা হবে—দয়া করে বলুন,…

তাড়াতে পারলে বাঁচি, শেষে বলতেই হল—হবে হবে, সময হলেই হবে—

অত উতলা হচ্ছ কেনো? এখন যাও—কমরেড্‌কে দেখগে, ও-রকম কর্মী 'লাখে না মিলে এক'—যাও আর নয়। সে যতদিন পড়ে থাকবে দেশ তত বছর পিছিয়ে পড়বে,—যাও…

রণগোপাল উৎফুল্ল আনন্দে ডুডিগ্বাফ খেয়ে আমার পায়ে এসে ঢু মারলে। —বস্—আপনার আশীর্বাদ পেয়েছি আর ভয় করিনা। আসুক ঝঞ্ঝা, আসুক বজ্র,—আসুক গরজি সিন্ধু,—এই পদধূলি নিয়ে চললুম—এ এক-দিনেই তাঁকে চাঙ্গা করে দেবে।—হুঁঃ—চণ্ডী থাকতে চারুপাঠ পড়িয়ে পণ্ড করে রেখেছে মশাই। পড়ো—"পুরুভুজ সমুদ্রের মধ্যে থাকে, কাটলেই বাড়ে,"—এ সব জানবার বড়ো দরকার!—ঘর চলে না। আর সমুদ্রের ওপরে যারা থাকে, তাদের ব্যবস্থা কি? পুরুভুজ পড়িয়ে দেশকে চতুর্ভুজ বানাবেন…

কিছু কি পড়তে দিয়েছে।—পড়ো টমের সন্, জনের সন, নেলের সন্, আর আমাদের Sonএরা চুলোয় gone।

বললুম, আগের কাজ আগে,—চক্রধরকে দেখগে—

হ্যাঁ, এই চললুম মশাই, কি করি, প্রাণের জ্বালায়—বলতে বলতে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ অবাক্ হয়ে বসে রইলুম। মনে কত কথাই আপনা আপনি ছায়াচিত্রের মত ফুটলো মিলোলো। সেই সঙ্গে বিস্ময়, বেদনা আনন্দও ছুঁয়ে গেল। এ সব কি ছেলে?—বজ্র। আমরা ও বয়সে চলন্ত মাংস-পিণ্ড মাত্র ছিলুম, কিছুই বুঝতুমনা, বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে মুখ তুলে কথাই কইতে পারতুমনা। সায়েব দেখলে বাঁশ-বনে গায়েব হ'য়ে যেতুম। কেউ কোন্ মুখো বাড়ী জিজ্ঞাসা করলে তখন হাঁ করে ভাবতে হোত—কোন্ দিকে সূর্য্য ওঠে! এরা অন্যের বাড়ীর ক'টা জানলা তা বলে দিতে পারে। সিঁড়ির ক'টা ধাপ, ঘরে ক'খানা কড়ি—এদের কণ্ঠস্থ। কি প্রখর দৃষ্টি,

কি অযাচিত অনুসন্ধিৎসা! এরা বাঁচলে দেশের ভাবনা শেষ হয়ে যাবে—দরকারই হবেনা। দেবতারা মঙ্গল করুন—বাঁচিয়ে রাখুন। এতদিন কেবল বেঁচেই রইলুম—ভেতরে ভেতরে দেশটা কি এগিয়েই গেছে! ব্রাহ্মণের ছেলে চণ্ডীপাঠ করি,—তাতেও উদ্দেশ্য বার করে,—বাঃ। কী তীক্ষ্ণ ধী!
পড়েছিলুম—"এইকালে এই"—আহা ভুলে যাচ্ছি—"পূর্ণ কলেবর হবে যবে,"
—নাঃ, মনে পড়ছেনা…

যাক্‌গে, কিন্তু জ্বালালে যে…

নাঃ, আর থাকা নয়—মিছে অশান্তি ভোগ কেনো? অবশ্য করণীয় যা ছিল সবই তো মোটামুটি সারা হয়েছে। চতুরাশ্রম শেষ করেছি,—ইস্কুল যাওয়া, চাকরী করা, বিবাহ এবং সন্তানের মুখ দর্শন সমাপ্ত। ওঃ, তাই বোধ হয় তাদের মুখদর্শন করতে আর ইচ্ছা হয় না। তীর্থও সেরে রেখেছি, তবে কেন আর অশান্তি ভোগ?—'ফুলেলা-বাবা' বলেছিলেন—এতগুলি দুরূহ ত্যাগ-স্বীকার যে করতে পেরেছে সে তো পায়ে হেঁটে স্বর্গে যেতে পারে। সেই চেষ্টাই পাবো। মহাপুরুষ—হপ্তায় দু'সের খাঁটি গাজিপুরি মাখতেন, বলতেন—"ব্রহ্মতালুমে ব্রহ্মাজি আসন লিয়া,—হর বখৎ হমন্ চল্ রাহা হায়।" তাঁর কথা—ওতে কি আর…

তবে কলকেতায় একবার যেতেই হবে—লোকে ওকেই বলে তীর্থরাজ। সেটা—কলির মাড়োয়ারী, মাদ্রাজী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, বেহারী, ভোজপুরী, উৎকলী—মহা মহা সাধকে ছেয়ে ফেলেছে,—'ঝুন্ ঝুন্', 'ঝন্ ঝন্', 'টন্ টন্', ধর্মপ্রাণ মাত্রেই জুটেছে। সব মহা মহা তাপস।—কবি নিশ্চয়ই মনে মনে আর একটা গানের খসড়া আওড়াচ্ছেন—

> বাংলার মাটি, বাংলার জল,—
> শূন্য হোক, শূন্য হোক,—হে ভগবান!—

এই বেলা দেখে আসি।

তাঁদের দেখে দেহশুদ্ধী করে—মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা। কিন্তু ভীষণ পাহাড়ী-চড়াই ঠেলতে হবে—লোহার পা হলেই ঠিক্ হয়, অভাবে 'বাটা' কোম্পানীর অন্ততঃ ১২ জোড়া পাম্প পিঠে ফেলে রওনা হয়ে পড়বো—আবশ্যক মতো এক এক জোড়া ছাড়বো—বেশী বইতে পারবোনা। শুনেছি মাঝে মাঝে 'চটি' পাওয়া যায়। যায় বইকি—তা না ত সব মহা-প্রস্থান করে কি ক'রে, দরকার মত নিলেই হবে। নিশ্চয় সব মাপেরই আছে, যুধিষ্ঠিরাদি পাঁচ ভায়ের পা ত এক মাপের ছিলনা। আমার তাদের মত ল্যাটাও নেই, দ্রৌপদীর জন্যে জরির নাগরা খুঁজতে হবেনা।—শান্তির নিশ্বাস পড়লো। অশান্তির মধ্যে পথ পেলুম,—এখন জুতো মিললেই হয়।

নাঃ, যখন সব মাথাই কাটাচ্ছি, কলকেতায় একবার যেতেই হবে। শেষ কর্তব্য সেরে যাওয়াই ভাল—মন খোলসা থাকবে। আজো যে দু'একজন পূর্ব-পরিচিত, আমার মত পউনে-অমর হয়ে, রাজধানীর গৌরব রক্ষা করচেন ও প্রদর্শনীর বস্তু হয়ে দাঁড়াচ্ছেন এবং অমৃত-সমান বচন শোনাচ্ছেন,—তাঁদের নমস্কার করে আশীর্বাদ নিয়ে দুর্গম পথে দুর্গা বলে—রওনা হওয়াই উচিত।

২৯

ট্রেনের টাইমিং—দক্ষ আর অভিজ্ঞ লোকেরাই করেন। কলকেতায় যেতে হলে, তিনটের ট্রেনেই রওনা হতে হয়, অর্থাৎ স্নানাহার সেরে, গুড়ুক সহযোগে তমোগুণের মর্যাদা রক্ষান্তে, বেলা দু'টোর সময় বেরুলেই চলে। বারটা অবশ্য বেস্পতিই ছিল। স্বাতীর মা বললেন—এখন পুরো বারবেলা যে! বললুম—ভেবনা,—ধর্ম-কর্মের কাজে ওটা খুব প্রশস্ত। দেখনি—সাধকরা অমাবস্যা, মঘা, শনিবার, তেরস্পর্শ খোঁজেন!—বেরিয়ে পড়লুম।

কলকেতায় পঁউছে ছোট ভায়ার সেজো সম্বন্ধীর বাসা খুঁজে বেড়াচ্ছি। চোর-বাগান তো বটেই,—নামটাও মনে আছে—হরি-প্রাণ মিশ্র-অধিকারী—দালালি করেন। যাকে জিজ্ঞাসা করি—সকলেই মাথা নাড়েন, বলেন—একি মশাই লাট-সাহেবের না হোয়াইট-এওয়েব বাড়ী!—নম্বরটা বলুন! আশ্চর্য—এতগুলো বললুম তবু…

একজন পেটে-পাড়া বৃদ্ধ বললেন—"যখন নম্বর মনে নেই, তখন এক মাত্র সহজ উপায়—কোন প্রকারে লালবাজার পুলিসে—ঐ দেখা যাচ্ছে,—গিয়ে গারদে ঢুকুন,—সেখানে মিশ্র মহাশয়ের খবর পেতেও পারেন—দালাল বললেন না?"—বৃদ্ধটি সহজিয়া।

একজন পাতলা ছুঁচোলো চেহারার—গামছা কাঁধে লোক বললেন—"হ্যাঁ, হ্যাঁ আছেন,—দালালও বটেন,—তাঁর নাম তো হরিপ্রাণ সার্বভোম। ঐ গাঁজার দোকানের ওপর তালায় থাকেন,—আসুন দেখিয়ে দিচ্ছি। অর্থাৎ সেইখানেই যাচ্ছি।"

হরিপ্রাণকে নিচের তলাতেই পেলুম—

"খুঁজে পাই না,—সার্বভৌম হলে আবার কবে ?"

হরিপ্রাণ বললে—"রাজধানীতে দিন কতক থাকুন না, আপনিও বাদ যাবেননা। বলাই চক্কোত্তি চা খাওয়ায় ভালো,—সহজেই 'চাচারিয়া' নাম পেয়েছে—দোকানে ভিড় ঠেলে ঢোকা যায়না। সাহিত্য-ক্ষেত্রে ধর পাকড় চলেছে—রথী, সারথি, রথিনী, নাট্যলাট্ গদাই, পদাই, বাহোক একটা দেবেই দেবে।—সব গুণগ্রাহী যে! নেবেন একটা ?"

বললুম—"সে সব পরে হবে, আগে বলতো—আমার পরিচিতদের তুমি তো সেবার দেখেছিলে,—তাঁরা এখনো সব আছেন ?"

বললে—"আছেন বইকি,—কোথায় আর যাবেন ? সর্বত্রই ভরত্তি,—নিচ্ছেনা।"

"দেখা করিয়ে দিতে হবে যে।"

"তাঁরা সবাই মাণিকতলার মাল, মেলা কঠিন, ছড়িয়ে থাকেন, খুঁজে বার করতে হবে। নিমতলায় বসে থাকলে—এই শীতেই পাওয়া যায়,—তবে কথা কওয়া হয়না। আপনার যে তাড়া রয়েছে দেখছি,—হ্যাঁ—আর এক জায়গাও আছে,—থিয়েটারে বা সিনেমার বক্সে মেলে।"

"সে কি—এ বয়সে—? আর এত পয়সাই বা..."

"রাজধানীতে বয়স নেই। আপনি তো জানেন, এখানে প্রাণ বুড়ো হয়না। তবে তার একটা লাগসই কথা এতদিন ছিলনা,—বেরিয়ে গিয়েছে—'তরুণ'। এতদিন Culture কল্চারই কইতেন, কৃষ্টি ছিল কি ? যেমন সুমধুর তেমনি সোজা! না ? ছেলেটা সেদিন বাংলা মানের বই মুখস্ত করছিল—'ঔষধ মানে ভেষজ।' শুনে ছুটে এই নিচের তালায় এসে বাঁচি !"

বললুম—"আর শুনিওনা, আমার দরকারই বা কি। এমন মিঠে ভাষাটা —যাক্। তা ওঁরা পয়সা—"

"বক্সে পয়সা দিয়ে আবার ক'জন যায়। ও-গুলো বড় বড় আর বুড়ো-

বুড়োদের খাতিরের খোপ্‌। Fill-upএর—ভরাটের একটা মূল্য নেই ?"
"থাক ভাই—এখন দেখা হবার—"
"ভাববেন না—সে হবে'খন।"
"আমার যে আরো কাজ রয়েছে হরি, 'বাটা' কোম্পানীতে একবার—"
"সেখানে কেনো ?"
"বার জোড়া জুতার দরকার···"
"বার জোড়া! তা ভালো ভালো দেশী কোম্পানী থাকতে বিদেশী—"
"বিদেশী জুতো বহু দিনের অভ্যাস—আমাদের fit and suit করেও বেশ, I mean—সয়ও ভালো। একটা কথা আছে না—where the shoe pinches,—তা টেরও পাই না। একদম গা সওয়া। তাই। দেশীর দিন তো আসন্ন হে,—তোমরা সেটা—"
"আচ্ছা চলুন এখন—স্নানাহার সেরে একটু বিশ্রাম করবেন।"
বাসায় রান্নার পাট নেই,—চা থেকে অন্নাদি সবই মিশ্রকোম্পানীর আশ্রম থেকে এলো। আশ্রম জিনিষটা এতদিনে রাজধানীতে সার্থকতা লাভ করেছে। এখানে সব জিনিষেরই উৎকর্ষ। সাধু মাত্রেই আশ্রম-প্রিয়।
—"চাকা পানা এটা কি ?"
—"ওটা চিংড়ি মাছের চপ্‌।—উদিকে নয়—উদিকে নয়—ওটা ল্যাজ্‌—ঐ ল্যাজ ধরে কামড় মারুন। ধরবার সুবিধের জন্যে ওটা বোঁটা হিসেবে বেরিয়ে থাকে!"
আশ্রমে সবই সাত্ত্বিক আহার, মাছের বোঁটা বেরিয়ে ফলে দাঁড়িয়েছে।
মহাপ্রস্থানের পূর্বে হরির কৃপায় আশ্রমবাসও সারা হয়ে গেল। একেই বলে ভাগ্য। যাঁর কাজ—তিনিই করিয়ে নেন—

* * *

বৈকালে দুজনে বেরুলুম। হরিপ্রাণ একটা দোকানের সামনে দাঁড়ালো—দেখি বড বড হরপে লেখা—"ভারতলক্ষ্মী নিবাস।" তার নীচে—"যারা বিলিতী খোঁজেন অনুগ্রহ করে পাশে দেখবেন।" একজন শার্ট গায়ে—বাক্স খুলে বসে, আর তিনজন খদ্দের বিদেয় করচে। ছিট্, কাপড়, শার্ট, রুমাল, ফিতে, প্যাড্, পেপার, পেন্সিল্, নিব, Fountain pen, ছড়ি, ছাতা, Safety pin, ( নিরাপদ বা আরাম-বন্ধন ) Silk skirt, মোজা,—কি finish ! দেখলে চক্ষু জুড়িয়ে যায। সাবান, এসেন্স, Cream, Paste, Powder,—দুটি বিভাগ আলো করে রযেছে। সবই দেশী—মুগ্ধ হবে দেখতে লাগলুম।

সগর্বে ভাবতে লাগলুম—"এ জাত ঝুঁকলে কি না করতে পারে—বচর তিনেকের মধ্যে কি অভাবনীয…উঃ…"

হরিপ্রাণ বললে—"চিনতে পাবলেন ?"

উচ্ছসিত ভাবে বললুম—"কাব সাধ্য চেনে, একি চাব বচর আগে—দিশি বলে ভাবতে পারতুম, না—আশা কবতে পারতুম .."

হবি বললে—"সে তো বটেই, আমি জিনিষের কথা জিজ্ঞাসা করিনি, যিনি বাক্স কোলে বসে—ওঁকে চিনতে পারলেন ?"

বললুম—"পবিচিত কেউ নাকি ? রোসো—দেখি।"

দেখি তিনিও আমার দিকে চেয়ে। বললুম—"ব্রজ না ?"

শুনতে পেয়ে—"আরে এসো এসো, কবে এলে, কেমন আছ—উটে এসো, উটে এসো ভাই। বোসো—তারপর ?"

বললুম—"তারপর তোমার তো একগাছি চুলও পাকেনি, সেই চল্লিশেই থেমে আছ দেখছি ?"

ব্রজ হেসে বললে—"রাজধানীতে পাকেনা"—

বললুম—"ওই কথাই তো কেবল শুনছি—তবে এখানে পাকে কি ?"

"এই যা দেখছো,—ওহে নটু পান এনে দাও—"

বললুম—"ছ্যাচা পান পাওয়া যায নাকি ?"

ব্রজ আমার দিকে চেযে বললে—"বাঁধাগুনি বুঝি ? আরে ছ্যাঃ—"

বললুম—"থাক ও কথা,—তোমায দেখে ভাই ভারি আনন্দ পেলুম। এটা একটা কাজের মতো কাজ করেছ বটে। বাঙালিব মাথাও যেমন উর্বর, বাংলাব মাটিও তেমনি উবব, দেখছি দুতিন বছরে সোনা ফলে গেছে। খুঁজে খুঁজে এই সব বাছা বাছা Choicest দিশি জিনিষেব সমাবেশ করা কম বাহাদুরী নয়,—দেশের কাজ তো বটেই…"

ব্রজ একটু মৃদুস্বরে বললে- "এতে আমার বাহাদুরী আর কি আছে ? এর credit সবটাই দেশের লোকের, বিশেষ তরুণদেরই প্রাপ্য। তাঁরা না দয়া করলে এ সব দেখতে পেতেনা। 'স্বদেশী' কথাটা—আহা ওর কি প্রবল মোহ ভাই- ওকেই বলে প্রেম। শুনলেই হল যে 'দিশি', তা সেটা দিশিই হোক্ অর্থাৎ ভারতেরি হোক বা ভার্জেনিযারই হোক। শুনলেই—প্রাণের ভিতর দিয়া—বুঝলে ? দুশো বছরের তযেরি জমি, দিশি বললেই ফল ফলে বসে আছে,—প্রমাণ দরকার হয় না। সেটা চেনা যে তাদের পক্ষে খুবই সহজ।"

"—কি রকম ?"

"মফঃস্বলে থেকে, বুদ্ধির মাথা খেয়ে বসে আছ যে দেখছি,—চলে এসো, চলে এসো—রাজধানীতে। এইটে বুঝলেনা ? যেটা তাদের প্রাণ চাইছে—চোখে ধরেছে, সেটা যে দিশি না হয়ে যায় না, তা সেটা ক্যানেডার হোক না কেনো। পালিস থাকলেই—"রূপ লাগ্‌বেই নয়নে—" ভুলে গেছ নাকি ? চণ্ডীতে আছে না,—"চিত্তে কৃপা সমর নিষ্ঠুরতা"—তাই হে। ওই কৃপা আছে বলেই অনেক দিশি দোকানই চলে।

লেখাপড়া শিখে এ জাত ভুল করবে কেনো?—এটা যে গ্রাজুয়েটের গোয়াল! তাদেরি কৃপায় তিন বছরে দুখানা বাড়ী তুলতে পেরেছি—এই কলকেত্তায়,—বুঝলে!"

বললুম—"আচ্ছা ভাই, দেখা হবে'খন, কাজগুলো সেরে ফেলি"—বলে উঠলুম।

ব্রজ বললে—"সন্ধ্যার পর আসতেই হবে—'নিকেতনে' আজ 'ঝড়ের রাতে' দেখা চাই—admirable। আমার বক্স বাঁধা,—পাশ আছে। দেখবেনা? রাজধানীতে তবে এলে কি করতে? এসো—"

রাস্তায় পা দিয়ে বাঁচলুম। যেন সাপের গর্তে ঢুকে পড়েছিলুম।

—"হরিপ্রাণ—পরিত্রাণ করো ভাই, আর দেখা শোনায় কাজ নেই।"

"আপনি ভাবচেন কেনো। ওটা বলতে হয় তাই বললেন। রাত নয়টার পর ব্রজবাবুর ফুরসৎ কোথায়? তখনি তো দিশি (?) মাল যারা যোগান দেয় তারা আসে, তারপর—'ক্যাণ্টনে' চীনে-চচ্চড়ি, mind ফেরপো নয়। চলুন 'চাচারিয়ার' চা টেস্ট্ করবেন।"

চা খাবার ইচ্ছাটাও হয়েছিল। বললুম—'চলো।'

কি ভিড়! দাঁড়া-cup চলছে। "আসুন আসুন, বসুন,—ছোট না বড়ো? —কেক্, চপ্,—চিংড়ির না পাঁটার? বাইরের ক্যান্‌ভাসটা একবার দেখুননা।"

ফুটপাতেই দাঁড়িয়ে ছিলুম। চোখ তুলতেই দেখি প্রকাণ্ড অয়েল-ক্লথে সাদা হরপে লেখা—

"পৃষ্ঠপোষক—রসদক্ষ সূপ-শাস্ত্রী শ্রীযুক্ত সুধাময় ভোজতীর্থ বলেন—চাচারিয়ার চিংড়ির চপ্ রাজধানীর কণ্ঠরত্ন। Patronised specially by Caste Hindus—"

যাক, আমি ভাবতে লাগলুম—তাই তো, অয়েল-ক্লথ আবার এ কাজেও

লাগে! পাড়াগাঁয়ে মা-ষষ্ঠীর কৃপাতেই তো ও-ব্যবসা এতদিন বেঁচেছিল। এখন যেতে আসতে মাথায় ঠেকছে! ডেমোক্রেশী চারদিকেই চারিয়ে গেল দেখছি…

'বসুন' মানেই 'দাঁড়ান',—বেঞ্চি চেয়ার ভরতি। শেষ এক কোণে একটা কাট-বাক্সে স্থান পেলুম। যা বলবার হরিপ্রাণই বললে। পাশেই একটি Make up (সাজা) প্রৌঢ় চিংড়ির চপ্ চিবুচ্ছিলেন। গলাটা কিন্তু পল তোলা (করুগেটেড্)—বৃদ্ধই হবেন। একটা ডিম চাইতেই কণ্ঠস্বরটা পরিচিত বলেই বোধ হল।—"কি—অখিল নাকি?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ,—কই আমি তো চিনতে,…ওঃ তুমি? কবে এলে ভাই, ইস্ একেবারে যে বুড়িয়ে গেছ, শরীরের যত্ন নেই কেনো—কি দুঃক্ষে?—চাচা, এধারে বড় কাপ্ আর দুখানা চপ্—"

বললুম—"সে বলা হয়েছে ভাই। কেমন আছ, কোথায় আছ, কি করছো বলো।"

শুনলুম—কালিঘাটে মায়ের বাড়ী তার নিত্য প্রসাদ বাঁধা। কিছু রোজগারও করে। বিকেলে চা-চপেই চলে যায়,—২।৩ আড্ডা আছে। বললে,—ছেলেকে কলকেতায় রেখে মানুষ করছি,—কোরে খেতে হবে তো? এখন সব-তাতেই art চাই—জানতো? রীতিমত সুমধুর মিথ্যে কথা কি করে কইতে হয় সেই জন্যেই এখানে রাখা রে ভাই। সেটা শিখে নিতে পারলে আমার কর্ত্তব্য শেষ, নিশ্চিন্ত হয়ে কাশী যাই।—ও ঠিক পারবে। বোদাছেলে নয়,—এসেই একটা film কোম্পানীর নজরে পড়ে গেছে। কি একটা কেতাবে চোরের পার্ট কেউ পছন্দমত করতে পারছিলো না। এমন করেছে-রে ভাই—কি আর বোলবো,—যেন তিন পুরুষের অভ্যেস! ছিঁচকেতেও পেছপাও নয়,—daring-এও (দুঃসাহসিকেও) ওস্তাদ। তোমার আশীর্বাদে খাওয়া পরা আর কিছু

নগদও পায়।—”

—“বোসো—আমি একবার হাতীবাগানে রসময় উকীলেব বাড়ী চললুম। বেবিযে পড়বেন—দেখা হবে না—দুদুটো মক্কেল বেহাত হযে যাবে। এইখানে এই সময দেখা—বুঝলে!”

এই বলে অখিল বেরিযে গেল, একটা কথা কবারও ফাঁক দিলেনা।

হরিপ্রাণ হাসিমুখে বললে—“ও'র ছেলেব চোরের প্লে-টা দেখতে যাবেন? সত্যিই যেন উত্তরাধিকার সূত্রে পাওযা।”

আমি তখন অবাক হয়ে ভাবছি,—শুনেছিলাম—রাজধানীতে যার অন্ন হযনা,—তার কোথাও হবেনা। বলে কিনা—সুমধুব মিথ্যা বলতে শেখবার্ জন্যে ছেলেকে আনিয়েছে। মামলার মক্কেল জোগাড়ও করে ··কথায় কথায় শুনিয়েও দিলে—all is fair in Dollar and ফলার

হবিপ্রাণ বললে—“ভাবচেন কি। উঠুন—”

বললুম—“চলো।”

আজ অষ্টাহ রাজধানীতে কাটছে—আর নয়, শুভস্য শীঘ্রম্। বিলম্বে নানা বাধা উপস্থিত হতে পারে। শ্রীনাথ আর অম্বিকের সঙ্গে দেখার আশা ছাড়লুম! হলে সুখীই হতুম,—উভয়েই ধর্মপ্রাণ ছিল—অনেক এগিয়ে থাকবে,—কিছু শুনতে পেতুম।—এতদিনই যখন বৃথা গেছে, থাক্‌গে।

স্নানটা সেরে অভ্যাস মত বিছানায় বসেই গীতাখানা খুলে 'ধর্মক্ষেত্রে' উচ্চারণ করতেই—ভক্ করে প্যাজের ক্ষেত্রের একটা তীব্র গন্ধ মনটাকে বিগড়ে দিলে। এ আবার কোথা থেকে বেরুল—চারিদিকে চাইলুম। কই আর তো নেই! যাক্ কোত্থেকে কেমন ঢুকে পড়েছিল। ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু—"ধর্মক্ষেত্রে"—রামঃ আবার তাই। বাসায় তো রান্নার পাট নেই, গন্ধ আসে কোত্থেকে? অনেক খোঁজাখুঁজির পর শেষ তাঁকে পেলুম নিজেরই মুখে। মনটা খারাপ হয়ে গেল—পাঠ বন্ধ করলুম।

না—আর না। হোটেলের চপ্ কালিয়া, অন্তর বাহির অধিকার করেছে। রক্ত-মাংস দুই দখল করেছে দেখছি। এখানে ভদ্রতা রক্ষার্থে Prejudice নেই বলতেই হয়,—কিন্তু ঢেঁকুর উঠলে ভদ্রলোকের কাছ থেকে পাঁচ হাত হঠে দাঁড়াতে হয়। নাঃ, আর বাড়াবাড়িতে—

"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণু রচলোঽয়ং সনাতনঃ"

দাঁড়িয়ে যাবে। তখন শেষ পর্যন্ত সঙ্গে ছাড়বেনা। 'ঠিকানা'-যাত্রীর আর সৎসাহসে কাজ নেই। বহু পূর্বে মনুরা গিয়ে আসন নিয়েছেন। —মুকিয়েও আছেন…

হরিপ্রাণকে menu (ব্যবস্থা) বদলাতে বললুম।—যে দুদিন আছি রেহাই দাও—

সে বললে—"সে কাল থেকে হবে, আজ order booked হয়ে গেছে,—আপনি যা ভালোবাসেন তাই,—সব চীনের 'চাউ-চাউ' (খানা)—"

নীরবে গ্রহণ করলুম, দানবকে বোঝাবে কে? সব কাজেরি পূর্ণাহুতি আছে,—তাই হোক্—

বললুম,—"ঢের দেখা হল আর কোথাও বেরুচ্ছিনা ভাই।"

হরিপ্রাণ বললে—"সে কি কথা—আজ যে 'দৈত্য সভা'—বড় বড় পণ্ডিত মহাপণ্ডিতের সাত্বিক সমাবেশ। দেশের মান্ত-গণ্য অনেককে দেখতে পাবেন। হিঁদু যে এখনো মরেনি—ধর্মই যে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, সেটা দেখে যাবেন বইকি। এ সুযোগ আর মিলবেনা।"

বললুম—'দৈত্য-সভা' মানে?"

"আহা—monster meeting গো—"

"—নাম—'চতুর-আশ্রম রক্ষিণী'। নামই উদ্দেশ্য নির্দেশ করে, আবার উদ্দেশ্যই নামকে বজায় রাখে…"

সভাপতির নাম শুনে বললুম—"তিনি তো ইংরিজিতেই ভালো বক্তৃতা করেন জানি, সাধারণে কি তা…"

—"উঁরা শাঁখের করাত—বাংলাটাও আজ শুনবেন—"

শুনতে ইচ্ছা হোলো, বললুম—"অত বড়ো লোক—ধার্মিক বংশ, ভাল কথাই বলবেন। আমার এখন ঐ সবই দরকার।"

হরিপ্রাণ বললে—"তাই তো আপনাকে বললুম…"

* * *

বক্তৃতা শুনছি আর ভাবছি, এত ধার্মিকের একত্র সমাবেশ—বিশেষ রাজধানীর বক্ষে, কল্পনাতেই আসেনা। যে দিকে তাকাই—টিকী, গরদ, মটকা, নামাবলি, মাল্যচন্দন। কি অনির্বচনীয়! বক্তাও—সনাতনের সূতিকাগার

থেকে ধর্মকে রূপ দিতে দিতে ক্রমের দ্বারা তাকে মূর্ত করে তুলে বললেন—"কিন্তু ভাই সর্বনাশ উপস্থিত, সব গেলো—আর থাকেনা। একটা নাস্তিকের দল এক ভারতমাতা খাড়া করে—আমাদের সনাতন ধর্ম নষ্ট করতে অগ্রসর।—ভাই সকল তোমাদের দেবঅংশে জন্ম,—শুষনী শাক আর খেয়োনা, ঘুমের মাত্রা আর বাড়িওনা, জাগো—ভারতের গৌরব রক্ষা করো। ধর্মহীন অসুরদের উদ্দেশ্য বিফল করতেই হবে, ধর্মই আমাদের সহায়– ধর্মের চেয়ে বল নেই।"—ইত্যাদি ইত্যাদি…করতালির কর্‌কাপাত।

পরে মাঝারি, ছোট, ক্ষুদে বক্তারা প্রত্যেকে প্রত্যেককে উচিয়ে আরম্ভ করলেন—

—"মোট কথা—ঐ অসুরদের সংস্রব রেখনা, তাদের কথা ঘৃণার সহিত অবহেলা করে তাদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে—নগর গ্রাম, পল্লীবাসীদের সাবধান করে বেড়াবার জন্যে এইখানেই এসো আমরা এই শুভদিনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই,—ইত্যাদি—"

ধর্মকর্মে দেশের লোকের এই সৎসাহস আর এতটা উৎসাহ আমার ভাল করে উপভোগ করা হলনা। সহসা দেখতে পেলুম—শ্রীনাথ বক্তৃতা দিচ্ছে, অম্বিক তার পাশেই লুকিয়ে রয়েছে। সহজেই চিনতে পারলুম,—কারণ কলপ্ নেই—পাকা গোঁফ লম্বা দাড়ি। বরাবরি এদের ধর্মের দিকে ঝোঁক, সেটা জানতুম। তাই এতো খুঁজছিলুম। ঠাকুর মিলিয়ে দিলেন। দুটো ধর্মকথা শুনে বাঁচবো,—যে বয়সের যা। সভার দিকে আর মন রইলনা, তাংবার অপেক্ষায় অস্থির হয়ে রইলুম।

পার্কের এক কোনে একটা দর্মাঘেরা ঘরে আলো জলছিল। 'আঃ বাঁচলুম' বলে সেই দিকে দ্রুত পা বাড়াতেই হরিপ্রাণ বললে—"কোথায় যান? যা ভাবছেন ওটা সে স্থান নয়,—ওখানে meeting আপিস—'পাওনা-ঘর'।"

বললুম—"মিটিংয়ের আবার আপিস কি ? আমি যে—"

সে বললে—"তা বুঝেছি। তাইতো—থাকতে পারবেন না ?...চারিদিকে যে..."

এমন সময় সভা ভঙ্গ হল। মনটা শ্রীনাথ আর অম্বিকের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ায়, সে চেষ্টা ভুলে গেলুম।—"ছাখো ছাখো হরিপ্রাণ—তারা চলে না যায়,—ধরা চাই"—

—"ভাববেননা—আমি নজর রেখেছি—এইখানেই দাঁড়ান। তাঁরা ওই দর্মার মধ্যেই ঢুকেছেন,—এখুনি বেরুবেন।"

বললুম—"ওখানে ?"

হরিপ্রাণ,—"প্রথামত পণ্ডিতদের সম্মান রাখতে হয়।—ওখানে সেই কাজ হচ্ছে, মহামহোপাধ্যায় in charge—"

দেখলুম তাই বটে—এক এক করে বক্তারা এক এক সরা মিষ্টান্ন হাতে বেরিয়ে আসচেন।

হরিপ্রাণ বললে—"ট্যাকে 'এবং-ও' আছে।"

শুনে ভারি আনন্দ হল। সাধে কি বলে রাজধানী—ভালো জিনিষের কদর এইখানেই আছে। এসব সনাতন প্রথা, পণ্ডিত ব্রাহ্মণের সম্মান রক্ষা এইখানেই প্রত্যক্ষ করছি—বাঃ। বলে—পল্লীতে ফেরো,—কেন হে বাপু,—কি দুঃখে ? আমাদের 'বিদেয়' তো দেখি সর্বত্রই, সেটা বেড়েছে বই কমেনি, তার ওপর আবার খালি পায় বাড়ী ফেরো,—বড় বড় ভক্তরা সব আসেন—ভরতের ভায়রাভাই, রামের পাদুকায় প্রগাঢ় নজর ! এখানে সে বালাই নেই—ভোজে জুতো চেপে নিশ্চিন্তে বসা চলে ; সেটা কি কম স্বস্তি ! ভগবান বুদ্ধি দিয়েছেন, তবু সেটা কেউ কাজে লাগাবেনা ; কোন্ সুখে পল্লীতে ফিরবে ?"

হরিপ্রাণ—'এই নিন' বলে আমার স্বগত-বেগটা চমকে দিলে। শ্রীনাথ

আর অম্বিক সরা-গুছ আমাকে জড়িয়ে ধরলে।—"উঃ কতদিন পরে! —সেই জ্বালামুখিতে দেখা—সতের বচর হবেনা? কেমন আছ ভাই? এখানে কি কাজে? কই এদিকে তো কখনো আসোনা?"

শ্রীনাথ এতগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে করে ফেললে। বললুম,—"বিশ্বাস করো তো বলি—তোমাদের সঙ্গে দেখা করে শেষ বিদায় নিতেই এসেছিলুম। পরে হতাশ হয়েই ফিরছিলুম ভাই। কাল চলে যাবো, ভগবান তাই দয়া করে দেখা করিয়ে দিলেন..."

অম্বিক বললে—"শেষ বিদায় কি রকম? সাধনমার্গের সীমা টোপ্‌কেছ না কি?"

শ্রীনাথ বললে "না-না ও সব পাগলামী নয়—নিজের কাজ হলেই তো হল না—সনাতন ধর্মটা যে গোল্লায় যেতে বসেছে—সেটা সামলে দিয়ে যাওয়া চাই। তা নাতো আর এ সব নিয়ে রয়েছি কেনো? শ্রীভগবান অর্জুনকে যা বলেছিলেন, এখন তো আমাদেরও সেই অবস্থা—'ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।" মনে নেই? তবু এসব করে যাচ্ছি কেনো?"

অম্বিক উদাসভাবে বলে উঠলো—"জগদ্ধিতায়"—

শুনে নিজের প্রতি ধিক্কারে গ্লানিতে চোখে জল এসে গেল, কথা কইতে পারলুমনা। উঃ এরা কতটা এগিয়েছে,—বোধহয় পৌঁছেই গেছে,—আমি সেই মাইতিই রয়ে গেছি! ভাগ্যে দেখা হল ··অতি কষ্টে বললুম "ভাই রে—এই জন্তেই দেখা করবার তরে প্রাণ ব্যাকুল হয়েছিল। কেবল অশান্তির মধ্যে পড়ে ছট্‌ফট্ করছিলুম।"

শ্রীনাথ বললে—"হবেই তো, তোমার কি আর সংসারের খেলে থাকার অবস্থা? চলে এসো রাজধানীতে।"

মনে মনে লজ্জায় মরে গেলুম;—এরাই সার্থক-জন্মা! সংসার ছেড়ে

নিজের কাজ সেরে, এখন স্বাধীনভাবে জগদ্ধিতায়ে লেগে গেছে। থাকতে পারলুমনা,—মহাপ্রস্থানের উদ্দেশ্য জানিয়ে, উপায় স্বরূপ জুতো জোগাড়ের কথা পর্যন্ত জানালুম—

শুনে শ্রীনাথ অবাক বিস্ময়ে অম্বিকের দিকে চেয়ে বললে—"দেখ্‌চো, ভায়া চিরদিনই প্রচ্ছন্ন-ধর্মী, নীরবে সব সেরে বসে আছেন,—এখন পায়ে পায়ে পৌঁছুবার সঙ্কল্প!"

অম্বিক মাথা চুলকে নিশ্বাস ফেলে বিমর্ষভাবে বললে—"গুরুদেব আমাদের এ কি করলেন? সংসারে থেকে 'জগদ্ধিতায়' চালাতে আদেশ দিয়ে আবার বাঁধলেন কেনো? নচেৎ এমন সুযোগ—একত্রেই তো রওনা হওয়া যায়।" এই বলে অম্বিক মুখখানায় চিন্তার ভাব ছড়িয়ে ফেললে। শেষ শ্রীনাথের দিকে চেয়ে বললে—"কি বলো দাদা?"

শ্রীনাথ আমার দিকে ফিরে বললে—"একটু অপেক্ষা করতে পারনা? একসঙ্গেই 'শিবাস্তে' করা যায়···তোমায় খুলে বলাই ভালো,—"

আমি তার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলুম।

শ্রীনাথ আরম্ভ করলে—"কথা কি জানো—ঐ অম্বিক যা বললে। কুম্ভস্নানে গিয়েই তো কাল করলুম,—গুরুদেবের সঙ্গে দেখা,—দেখি ছায়া নেই, হিমালয়ের গুহায় কায়া ফেলে রেখে চলে এসেছেন—বাঘে চৌকী দিচ্ছে!—উঃ, গায়ে কাঁটা দেয় হে!—এসব যোগমায়া বোঝো তো? যাক্‌, দুজনেই বললুম···ভগবান ভাগ্যে যদি বিদেহ্ সাক্ষাৎ মিললো—বন্ধন ত্যাগের অনুমতি দিন।"

রুষ্টভাবে বললেন—"কেবল নিজের কাজ হয়ে গেলেই হল, ভারতধর্ম ডুবতে বসেছে যে! জীবনমুক্ত হবার পরও কিছুদিন ধর্মরক্ষার্থে থাকতে হয়। যা—পরহিতায় লেগে থাক্‌,—পরিত্রাণায়"—বলতে বলতে আর দাঁড়ালেন না—সট্ সরে গেলেন।

অম্বিক বললে—"সেও তো ক'বছর হয়ে গেল দাদা ; এখনো কি...আর যে পারি না।"

শ্রীনাথ বললে…"এই অক্ষয়-তৃতীয়ায় আর কেউ রাখতে পারবেনা,—চলোনা।" আমার দিকে চেয়ে—"সবুর সবেনা কি ভায়া ? এই সময়টা চলছে ভালো—মিলছেও handsome, এই দেখনা handful—( ট্যাক দেখালে ) কিছু গুছিয়ে নিয়ে পাপ সংসারে ফেলে দিয়ে,—বুঝলে ?"

আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করে—"ও:, তোমার দেখছি এখনো,…আরে জীবন্মুক্তের এখন এ সব লীলা বই তো নয়।—মন পড়ে রয়েছে সেই ঊর্দ্ধে। সংসারটা সেরেফ্ শব-সাধনা রে ভায়া, তাকে কিছু দিয়ে ঠাণ্ডা রাখতে হয়। রওনা হবার আগে হরি মুদীর দোকান থেকে মাস তিনেকের সওদা—খুঁটিয়ে নিয়ে, আর কুণ্ডুর কাছ থেকে সবার ছয় জোড়া করে হাওলাতি পরিধেয় এনে দিয়ে, অলক্ষ্যে রাত নয়টার গাড়ীতে পাড়ি ধরা ! সংসার তো আমাদের ছুটেই গেছে—এসব তো এখন পরহিতায়র কোটায় গিয়ে পড়বে। অন্য পক্ষে ও-ব্যাটারাও কি বেচারা গৃহস্থদের কম লুটছে ? ওদেরও পরোক্ষে কিছু ধর্মসঞ্চয় হোক্। আমাদের যে সেটাও দেখতে হয়। তোমার দিন কতক সবুর সইবেনা ?"

অম্বিক বললে—"ব্যবহারিক জীবনে আমার caseটা একটু tangle খেয়ে জোট পাকিয়ে আছে। এক সঙ্গেই যাবো। আমি বোলবো—বদরিনারায়ণ যাচ্ছি—তুমি কিন্তু কথা কয়োনা। এই একটি বন্ধুর কাজ করো ভাই,—জীবনে আর তো বলবনা। এ না বললে সে সঙ্গে যাবেনা—"

কথা কইতেই হল, বললুম—"কাকে সঙ্গে চাও ? কে সঙ্গে যাবে ?"

অম্বিক বললে—"শুকদেব সংসারে থাকতে বললেন, কিন্তু সংসার তখন ফুরিয়ে গেছে। হাজার পুরুষ একসঙ্গে থাকলেও সংযের বেশী তো

দাঁড়ায় না—সার মিশুতেই হয়, সৃষ্টি রক্ষার্থে হে—বুঝেছ তো···গুরুর ইচ্ছা মিথ্যা হতে দিতে তো পারিনা,—কাজেই মাথা খেয়ে যে বসে আছি রে ভাই !—তৃতীয পক্ষে এক ত্রিজটা চড়িয়ে বসেছি—সৃষ্টির শিলাবৃষ্টিও চলছে···”

বললুম—“তা তাঁকে নেওয়া কেনো ?”

বললে,—“তুমি বুঝচোনা, মহাপ্রস্থানের খানিকটে পথ আমার জানা আছে। চণ্ডির-পাহাড় পার হয়ে যেতে হবে তো ? সেটা বাঘের আড্ডা, পূজো না দিয়ে পার হওয়া যায় না। তেড়ে এলে কাজ দেবে,—তাই নেওয়া—”

শুনে শিউরে উঠলুম। নিশ্চয় তামাসা—

অম্বিক সেটা লক্ষ্য করছিল। বললে—“ওঃ—এখনো কাঁচাই আছ দেখছি। মরবে কে ? আত্মা কখনো মরে ?

'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।'

—মনে নেই বুঝি ? মরবে তো না-ই, উপরন্তু শরীরটাও কাজে লাগবে —বাঘের পেটে যাবে, তার তিন বেলার খোরাক ! পর-হিতায় হে··· বুঝলে না ? ওঁরও পরকালের কাজ হবে।”

জীবন্মুক্তদের কথা শুনে আমার ধর্মচেষ্টা ঘুলিয়ে তখন একঘটি জলের তেষ্টা পেয়ে গেছে। ভেবেছিলুম দ্রৌপদী নেই যে—লপেটা খুঁজতে হবে। দেখছি এক এক করে সবই জোটে ! কোনো কথাই জোগাচ্ছিলোনা।

শ্রীনাথ সহসা চিন্তাকুলভাবে বলে উঠলো—“ওসব হবেনা অম্বিক,—ভারি মনে পড়ে গেছে,—হরি রক্ষে করেছেন।”

সকলেই তার দিকে জিজ্ঞাসুর মত সাগ্রহে চাইলুম। যাক্ আর কেউ রক্ষা পাক্ না পাক্—আমি যেন বাঁচলুম এবং কারণটা শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে রইলুম।

শ্রীনাথ আমার দিকে চেয়ে বললে—"নাঃ, হোলনা—বড় হতাশ হলুম—বন্ধু। আমরা মন্ত্রপন্থী—বিধিনিষেধ মানি, পাঁচজনে পথ চলার দিন আর নেই—তুমি এগোও। নচেৎ কোনো বাধাই ছিলনা ভাই। জীবন্মুক্তের জুতোর ভাবনা নেই ;—সভা লেগেই আছে, কিন্তু বিধি নিষেধে বাধছে। আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় ঋষিরা বহুপূর্বে পাঁচকে ভূতের কোটায় ফেলে গেছেন। এতকাল পরে বুদ্ধিজীবীদের মাথায় সেটা এসেছে। যিনি যত বড়োই হোন, ভূতের ভয় সকলেরি আছে।—পথে 'পাঁচ নিসিদ্ধ'..."

অম্বিক একটু মুসড়ে গেল, বললে—"শ্রীনাথ দাদার শাস্ত্রজ্ঞান প্রবল—স্বীকার করি, কিন্তু মাঝে মাঝে সেটা শুভ কাজের পরিপন্থী। Third wing (তৃতীয় পক্ষ) ছাঁটবার এমন মওকা আর মিলবে না, তাঁরও তাতে মঙ্গল হত, ধর্মার্থে এই অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর দেহটা দেওয়া হোতো—ত্যাগের মহিমা দেখিয়ে যেতে পারতো,—আমারও blood pressure কোমতো "

তারপর দুচার কথার পর ছাড়াছাড়ি। শ্রীনাথ অম্বিককে বলতে বলতে গেল—"চলো, ধর্মতলা হয়ে যেতে হবে..."

প্রাণ তখন স্পষ্টই অনুভব করলে—প্রকৃতই যেন আমার ভূত ছাড়লো—আরামের নিশ্বাস যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে বেরুলো। শুব্ধ বিস্ময় তখনো পেয়ে রয়েছে...এ কি দেখলুম।—স্বপ্ন না সত্য ?

হরিপ্রাণ আওয়াজ দিলে,—চমকে শুনলুম—"আহা—ভুল করলেন যে, ঠিকানা নিলেননা! ওঁদের আশ্রমে (বাসায়) গিয়ে স্থির হয়ে বেশ নিরিবিলিতে ধর্ম-কথা শুনতেন,—অনেক আছে যে..."

সভয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—"আমাদের ঠিকানা ওঁদের জানা নেই তো ?"

হরিপ্রাণ বললে—"না।"

বললুম,—"বাঁচিয়েছ ভাই,—চলো। সকালে ট্রেণ আছে ?..."

হরিপ্রাণ শুনতে পেলেনা বা উত্তর দিলেনা।

৩১

বাসার নীচের তলায় তখনো পাঁচ-সাতটি first olass first বসে ঐতিহাসিক প্রসঙ্গে চক্ষু বুঁজে ডুবে রয়েছেন। দোর গোড়ায় পৌঁছতেই কাণে এলো একজন বলছেন,—"চেঙ্গেজ খাঁ যখন মহিষাদলে এলো—সঙ্গে তাঁর দুর্‌রাণি। আমি তখন বিশুখুড়োর চণ্ডিমণ্ডপে বসে। তাঁর হাতে ডুমুকো তলোয়ার—'জল জল' করে চেঁচাচ্ছেন। ক্ষ্যান্তো পিসির দয়ার শরীর, সেই মাত্র শিবুদের ছাগলটাকে চ্যালাকাট-পেটা করেছেন। তিনি ভট্‌চায্যিদের পুকুরটা দেখিয়ে দিলেন। খাঁ সায়েব ঘাটে নাবতেই,—সোঁ সোঁ চোঁ চোঁ শব্দ!—সে কী তেষ্টা! দেখতে দেখতে এক বাঁশ জল শুকিয়ে পাঁক বেরিয়ে পড়লো। দেখোনি তো?—এই চক্ষে দেখেছি"—বলে মাথা তুললেন। দেখি চোখ বুজেই আছেন।

আমরা ঢুকতেই,—আমার প্রথম দিনের বাসা-প্রদর্শক আমার দিকে দেখিয়ে কাকে বললেন—"এই এসেছেন,—ইনিই"......

একজন কোণে বসে ছিলেন, আমরা ঢুকতেই বসা-গলায় গান ধরলেন—"তারা দুভাই এসেছেরে"—

দুটি সুপক্ক তরুণ অর্থাৎ বয়স হিসেবে যৌবনের পারে পাড়ি ধরেছেন,—তাড়াতাড়ি উঠে এসে পায়ের ধূলো নিয়ে—"আপনিই * * * উঃ, কি সৌভাগ্য, দেখবার কি প্রবল আকাঙ্ক্ষাই...তা আপনি দয়া করে 'মৃগনাভী' আপিসে একবার পায়ের ধূলো দেননি কেনো? অসিতবাবুকে সেটা বড় আঘাত করেছে,—তায় তিনি ভয়ঙ্কর অসুস্থ—"

ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলুম—"তাতো শুনিনি, কি অসুখ..."

একজন বললে—"অত্যন্ত দেশপ্রাণ খাঁটি মানুষ কিনা,—সিগারেট ছাড়তে

গিয়ে পেট ফুলে, মুখে কেবল জল উঠতে আরম্ভ হয়। ডাক্তার রায় মশাই এসে শুনলেন,—ওপর থেকে একটা গোলাপি বিড়ি ধরিয়ে,—টানের কি গন্ধের ধাকায় সিঁড়িতে পড়ে যান! তার ওপর মানসিক পীড়া তো ছিলই—যেহেতু সোফেয়ার অবাধে সিগারেট টানছে, আর তিনি···
—শুনে ডাঃ রায় মশাই বললেন—"বিড়ি লক্ষ্মীমন্তং যশস্বন্তং-দের জন্যে নয়, তাঁদের নাড়ী আর সাধারণের নাড়ী! এখন এক পক্ষ—ত্রিতল কক্ষে শুয়ে গুণে গুণে এক লক্ষ Gold Flake টানো, হবে বিড়ির বিষক্রিয়া কাটবে। তার পর এই ব্যবস্থা"—বলে নিজের পকেট থেকে একটি Gold Case (স্বর্ণ সম্পুট) বার করে দেখালেন। সেটি দোতালা। ওপর তলায় গোলাপী বিড়ি সারবন্দি শুয়ে, আর নীচের গোপন তলায় Gold Flake গড়া গড়া বিরাজ করছে। বললেন—"বুঝলে,এই রকম 'Case' already এসে গেছে,—হোয়াইটওয়েতে পাবে, আনিয়ে নাও। তার পর ক্ষেত্র বুঝে ব্যবহার।—তা'তে জান্ মান দুই বজায় থাকবে, তা না তো কি Gentlemanএ বাঁচতে পারে?—মনে রেখো আমাদের উপর কংগ্রেসের কাজ নির্ভর করছে।"—ইত্যাদি ইত্যাদি।
—এখন অসিতবাবুর ব্রতী অবস্থা,—লক্ষান্তে ওপর থেকে নাববেন, তাই নিজে আসতে পারলেন না, মাপ করবেন।"

মুদিত-চক্ষুদের মধ্যে একজন বললে—"পয়সার ওজনে বুদ্ধি কিনা, কি ব্যবস্থাই দিয়েছেন!" গুণের কদর আর নেইরে দাদা—গুণের কদর নেই,—কম-দামের জিনিষ মনে ধরেনা। সারাদিন পড়ে পড়ে ফুস্ ফুস্ টানবেন, তবু এই বীরের মত একটি টানে চারদণ্ড চৌঘুড়ি চড়বেন না। যত আঙ্গুর খেকো আদুরে গোপাল···এ দেশের দফা গয়া!

হরিপ্রাণ বললে—"এঁদের নিয়ে ওপরেই চলুন—জরুরি কথাটি শুনবেন।" এই বলে সে আমাদের দ্বিতলে রওনা করে দিলে। সিঁড়িতে উঠতে

উঠতে কাণে এলো - "এত রাত্রে হরিনাভী থেকে আবার কে এলেন।—" ওপরে এসে তারা দু'জনে বসবার পর দেখলুম—একটির একমাথা চুল, ঘাড়-ঢাকা বাবরি; দ্বিতীয়টির কেশের বাড় বৃদ্ধিটা সামনেই বেশী,—পশ্চাতে ও দু'পাশে অঙ্কুর দেখা দিচ্ছে মাত্র। যেন ক্লিপ্ কপ্চানো shorn lamb—

বললুম—"হ্যাঁ, প্রয়োজনটা কি বলো তো ভাই?"

বাবরি বললেন—"আপনি 'মৃগনাভী' পত্রিকার নিয়মিত এবং প্রখ্যাত লেখক, আমি অসিতবাবুর সহকারী সং (সম্পাদক) আপনি জানেন, নানা বিষয়ের পুস্তক সমালোচনার্থ আমাদের হাতে আসে। যিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ ও গুণী অর্থাৎ রসিক, আমরা তাঁদের দিয়ে সেই সেই বিষয়ের পুস্তক সমালোচনা করাই। তাই মৃগনাভীর এত সৌরভ ও সুযশ এবং নিরপেক্ষ সমালোচনার এত মূল্য ও কদর।—

—পূজার পূর্বে আমাদের প্রাপ্তির মাত্রা এবার উনোপঞ্চাশে পৌঁছে দিলে। প্রায় সবই গুণীদের কাছে চালান দেওয়া হয়েছে, কেবল উনপঞ্চাশ নম্বরের খানি সম্পাদক মশাই কাকেও বিশ্বাস করে দিতে পাচ্ছিলেন না—পাছে অযোগ্য হস্তে পড়ে বিভ্রাট ঘটে,—'মৃগনাভীর' মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। শুনলেনই তো—একে ঐ সঙ্কট পীড়া, তার উপর এই দুর্ভাবনা,—শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। হেনকালে আপনি রাজধানীতে উপস্থিত শুনে তিনি যেন অকূলে কূল পেয়েছেন। বললেন—'আর না ডরি শমনে, —যেমন করে পারো তাঁর অনুসন্ধান করে বইখানি আজই তাঁকে সমালোচনার্থ দিয়ে এসো,—পরশু কাগজ বেরুবে, সমালোচনাটি কালই চাই'।—

—এখন যা ভালো হয় অনুগ্রহ করে করেন, কাল কখন আসবো বলুন।" এই বলে একখানা বই পকেট থেকে বার করে আমর হাতে দিলে।

প্রচ্ছদচিত্র সুন্দর—ছাদনাতলায় বর-বধূ দণ্ডায়মান, বরের জোড়-করে দড়ি বাঁধা। বধূর হাসিমাখা মুখ। নীচে লেখা—দড়িতে বেঁধেছি। পুস্তকের নামটি artistic (শিল্প-সম্মত) হরপে লেখা,—যে-কোনো নাম হতে পারে। জামাই ঠকানো আর্ট বা টাইপ্।

বললুম—নামটা ফার্সি নাকি? টাইপ্ তো তাই।

বাবরি হেঁসে বললে—নামটা দেখলে সেই রকমই বোধ হয় বটে, কিন্তু—কিন্তু তা নয়। অধুনা আর্টের অনুশীলনে ও কম্পিটিসনে, অল্প দিনেই এতটা দাঁড়িয়েছে। এখনো উন্নতির অবকাশ রয়েছে,—লোক বুঝতে পারছে। পুরস্কার ঘোষণা করতে হচ্ছে না…

একাগ্রে চক্ষুপীড়াদায়ক নিরীক্ষণান্তে বললুম—'সটকি কৈঁইয়া' (কেঁযে সটকেছে,) না সেকি হল? শঠকি গেইয়া (সটকে গেছে না শঠের গরু)—সে আবার কি? ওঃ হয়েছে—নটকি ভেঁইয়া (নটের ভাই),—মন কিন্তু সায় দেয়না,—এ আবার কি নাম? ছবির সঙ্গেও মেলেনা।

শেষ ভেতরের পৃষ্ঠা খুলে বুঝলুম,—"লটকি সেঁইয়া"। অঙ্কুর বললে—"তারি বা মানে কি মশাই, আপনি তো পশ্চিমে থাকেন।"

বললুম—হাঁ, মানে আছে বই কি, তবে কথাটা বাঈজিদের গানে শুনতে পাই বটে, কিন্তু বইয়ের ও নামকরণের সার্থকতা বুঝলুমনা। 'ল-ট-কি সেঁইয়া' মানে সেঁইয়াকে লটকেছি অর্থাৎ বন্ধু বা প্রেমাস্পদকে লটকেছি,—বঁধুকে বেঁধেছি…

বাবরি উত্তেজনার সুরে বলে উঠলো,—বাঃ, সুন্দর নাম তো!—marvellous!

অঙ্কুর বললে—ফার্সিটা শিখতে হবে, রসসাহিত্যে ভাব প্রকাশে ভারি কাজ দেবে। কি মিষ্টি—'লটকি সেঁইয়া'—I can die for the name—মশাই বইখানির রসোদ্ঘাটন নিংড়ে নিংড়ে করা চাই!

আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম সাহিত্যের সুদিন এসেছে দেখছি। এদের রস নিংড়োবার কি নিবিড় আগ্রহ!

যাক্, বার বার—'কাল আসছি মশাই' বলে তারা বিদায় হল। পরেই হবিপ্রাণ বুঁদ হয়ে এসে "মৃগনাভী নিলেন নাকি," বলতে বলতে ওপরে উঠলো।—"ও রাখা ভালো—ধাত ছাড়লে কাজ দেয়,—এক দানাতেই চাঙ্গা" ইত্যাদি বকতে বকতে বসলো।

* * *

অসিতবাবু সজ্জন লোক, 'মৃগনাভীর' উন্নতিকল্পে অনেকের সঙ্গেই আলাপ রাখেন।—যখন ত্যাগের পথই ধরলুম তখন অমন লোককে ক্ষুন্ন করি কেনো—বিশেষ তাঁর এই শয্যাগত অবস্থায়। এই ভেবেই বইখানি নিয়ে বসলুম। বেশী বড় নয়, মাত্র একশত পৃষ্ঠার প্রহসন বা সিরিও-কমিক নাটক। সবটাই গর্ভাঙ্ক। লেখার চেয়ে প্রত্যেক পৃষ্ঠায় মার্জিন বেশী,—চার দিকেই খুব ফরদা।—মাঠের মাঝখানে যেন—ডাকবাংলার plan —সহজেই পড়ে ফেললুম,—লাগলোও মন্দ নয়। বিষয় সামান্য হলেও, আকস্মিক কিছু নয়, গা-সওয়া।

বিষয়টা—ধনঞ্জয়বাবু পুলিসে কাজ করেন, হেড্ কনেস্টেবল থেকে নিজের দক্ষতা গুণে উন্নতি করেছেন। সাধুপ্রকৃতির মানুষ। তাঁর একমাত্র কন্যা দেববাণী,পনের বচরেই (matric) ম্যাট্রিক দেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। পরিমল গত কয় মাস থেকে তাকে পড়াচ্ছে। পরিমলের সময় কম—B. L. দেবে, তাই রাত্রে ভিন্ন তার সময় নেই। ধনঞ্জয়বাবুর স্ত্রী মেয়েকে দেখে—হঠাৎ একদিন বিকলা হলেন,—কি একটা সন্দেহ তাঁকে শিউরে দিলে। মেয়েকে দু'একটা প্রশ্ন করায় সে চুপ করে রইলো! মা বিপদটা তাকে বুঝিয়ে দিলে অগত্যা সে বললে—"আমাকে তিনি বে করবেন বলেছেন।"

স্ত্রী ধনঞ্জয় বাবুকে কথাটা শোনাতে বাধ্য হলেন। ভালোমানুষ—শুনে অন্ধকার দেখলেন। শেষ তাঁর স্ত্রীই নিজে পরিমলের কাছে বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। পরিমল মহা ফ্যাসাদে পড়লো। প্রথমতঃ - তার পয়সার দরকার,—সে ভেবে রেখেছে বি-এলটা পাস করে তাকে দাঁও খুঁজতে হবে। দ্বিতীয়তঃ—সে দেবীর রূপে মুগ্ধ নয়, তাকে স্ত্রী হিসাবে নিতে নারাজ। সে জানে ধনঞ্জয় বাবু সামান্য গৃহস্থ—এক পয়সা সঞ্চয় নেই,—সুতরাং কিছু প্রত্যাশাও নেই।—সে গা ঢাকা দিলে।

বিমলা বুদ্ধিমতী চট্ ভায়ের কাছে চলে গেলেন। রজনী বাবু অল্প বয়সেই নামী C. I. D.—সব শুনে অভয় দিলেন, কেবল জিজ্ঞাসা করলেন—দেবী পরিমলকে ভালোবাসে তো? শুনলেন—"খুব"।—

"যাও, চুপচাপ্ থেকো।"

এক পক্ষ মধ্যেই রজনী বাবু সন্ধান নিয়ে আনলেন—পরিমল রেঙ্গুনে গিয়ে—কুঞ্জ বাবুর বাসায় আশ্রয় পেয়েছে। কুঞ্জবাবু সম্ভ্রান্ত ও সম্মানী এড্ভোকেট্, অতিথি-বৎসল—পরোপকারব্রতী। পরিমল তাঁর বাসায় থেকে সেইখানেই পরীক্ষা দিয়ে, তাঁর সাহায্যে প্র্যাকটিস আরম্ভ করবে। সম্প্রতি তিনি তাকে পঁচাত্তোর টাকা বেতনে মাস্টারীতে লাগিয়ে দিয়েছেন। এরূপ সাহায্য অনেকেই তাঁর কাছে পেয়েছে ও পায়।—

—রজনীবাবু দেবীরাণীকে নিয়ে সস্ত্রীক রেঙ্গুনে রওনা হয়ে পড়লেন। পরিমল রজনীবাবুকে পূর্বে দেখেনি—চেনেনা। বড় পদস্থ অফিসার—inspectionএ এসেছেন।—এইভাবে স্বতন্ত্র বাসা নিয়ে তিনি সম্ভ্রান্ত চালে থাকেন।—কুঞ্জবাবুর বাসায় নিত্য সন্ধ্যার পর বেড়াতে আসেন। নূতন বাঙালী পেলে কুঞ্জবাবুর আনন্দ, আদর আপ্যায়নের সীমা থাকেনা। তাঁর প্রকৃতিই তাই।

প্রখর বুদ্ধিশালী রজনীবাবু—তিন দিনেই কুঞ্জবাবুকে মহানুভব বলে

বুঝে নিলেন এবং তাঁর কাছে সমস্ত খুলে বললেন। উভয়ে গোপনে একটা পরামর্শ স্থির হয়ে গেল—রজনীবাবু অনৃতার (অর্থাৎ দেবীবাণীর) অভিভাবক—তার যোগ্য পাত্র মিলছেনা বলেই বিবাহ দেননি, কারণ—রূপে, গুণে, বিদ্যায়, সঙ্গীতে অনৃতা অনিন্দ্যা। এসব কথা কুঞ্জবাবুর সঙ্গে রজনীবাবুর যখন হয় তখন পরিমলও উপস্থিত ছিল। কুঞ্জবাবু মেয়েটিকে দেখবার জন্যে তাঁদের সকলকে নিমন্ত্রণ করলেন।

রজনীবাবু রূপ-সজ্জা ( make-up ) দক্ষ। দেবীকে তিনি এমন রূপ, বেশ ও অলঙ্কার দিলেন যে, তাকে দেখেই পরিমলের মুণ্ডু ঘুরে গেল, সে মনে মনে আবৃত্তি করে ফেললে—

> "যুগ যুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী
>
> হে অপূর্ব শোভনা উর্বশী,
>
> মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল,
>
> তোমারি কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন যৌবন চঞ্চল—"

সেই সময়—ইচ্ছায় বা আচম্বিতে দেবী মৃদু কটাক্ষে একটু হেসেও ছিল। তাতে পরিমল বিকল।

—বাকি কাজ কুঞ্জবাবুর। তাঁরা নিমন্ত্রণ রক্ষা করে চলে গেলে, তিনি হাসিমুখে পরিমলকে বললেন—"Advocate তো হবেই হে, কিন্তু এমনটি মিলবেনা। এ জিনিষ মানস সরোবরেই ফোটে—কিন্তু এড্‌ভোকেট্ তো কোর্ট ঝাঁট দিলে স্ক্যাভেঞ্জারেও ধরেনা। তোমার Advocateটি আর প্র্যাক্‌টিসের ভার আমার রইলো, কিন্তু দুর্লভ রত্নলাভ করতে ইচ্ছা থাকে তো বলো চেষ্টা পাই। নিজের যে বয়েস নেই"…ইত্যাদি বলে হাসলেন। তার পরের শুভ কাজটা লেখক প্রচ্ছদপটে মধুরেণ সমাপ্ত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ—সচিত্র "দড়িদে বেঁধেছি"—কিনা—'লটকি সেঁইয়া'।

বরকর্তা কুঞ্জবাবুই ছিলেন। পরিশিষ্ট,—দুদিন পরে পরিমলের মুখে

পরিতাপের ছায়া দেখে তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন,—"আমি এখানকার প্রসিদ্ধ Advocate, বলতো রজনীবাবুকে সেটা বুঝিয়ে দি! কিন্তু বিষয়টার পশ্চাতে বিশ্রী গলদ রয়েছে, তানাতো,···কি বলো? হোক্ গে,—তুমাস retrospective—আগাম বই তো নয়—আজকাল ওসব কেউ নোটিস্ করেনা;—আমিও আটাসে ছেলে।

বইখানি ভালই লাগলো। যত পারলুম—প্লটের, লেখার ব্যঞ্জনার সুখ্যাত করলুম এবং বললুম এ বই সর্বাংশেই Nebula stageএ অভিনীত হবার যোগ্য এবং তা হলে দর্শকেরা উপভোগই করবেন।—আক্ষেপের বিষয়—সেটি হবার নিয়ম নেই, যেহেতু কর্তারা নাকি স্বঘর ও স্বগোত্র ছাড়া ও-কাজ বড় করেননা ইত্যাদি—

সমালোচনাটি পেয়ে অসিতবাবু নাকি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং with vengeance সিগারেট ধ্বংসও করেছিলেন। শুনলুম দেখা করবার জন্যে আমাকে বিশেষ অনুরোধ করেও পাঠিয়েছিলেন। ভগবান রক্ষা করেন,—আমি তখন রাজধানী ছেড়ে স্বস্থানে ফিরেছি।

## ৩২

আর যা হোক্ রাজধানীতে একটা সুখ ছিল—সেখানে মিথ্যে কথা বলে আলাদা কিছু না থাকায়—সবই সহজ, সাবলিল উপভোগ্য। কথা রক্ষা না করুন—কিন্তু 'না' বলবার অভদ্রতা কারুর নেই। কারণ কথা তো আর কাজ নয়, সেটা কইবার জিনিষ, অর্থাৎ—কথা কথাই।—বড়দের কথা বলতে পারিনা—বোধ হয় বড়ই হবে।

আবার সেই জ্বালাতন আর অস্বস্তির মধ্যে চলেছি। বিশ বচর পূর্বে কি জায়গাই ছিল, আর কি মানুষই সব ছিলেন! কাজ কর্ম, খাওয়া পরা, রোজগার সবই ছিল—আওয়াজ ছিলনা। যাক্, আমার আর দুর্ভাবনা কেনো, সেখানে বড় জোর পাঁচ সাত দিন থাকা। তাই বা কেনো?—কালই বেরিয়ে যেতে পারি,—ভোট-কম্বলখানা আর তুলোভরা মেরজাইটে নিতে আসা। হ্যাঁ—আর লালিমলির সেই সুন্দর ব্যালাকলাভাটা। সূর্য্যি সেটা নিজেরটার সাথে মাঝে মাঝে বদলে ফ্যালে। যখন ত্যাগের দিনই পড়ে গেল, সেটা তাকেই দিয়ে যাবো···

—এই সব ভাবতে ভাবতে ট্রেণ স্টেশনে এসে থামলো। সন্ধ্যা হয় হয়। পাগড়িটে বোধ হয় সুন্দর বাঁধা হয়েছিল,—এক এক সময় 'অটোমেটিকেলি' হাত খুলে যায়। টিকিটবাবুর হাতে টিকিট দিলুম—টিকিট না দেখে পাগড়ির দিকেই তিনি সতৃষ্ণদৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। আর্টের আকর্ষণ!

—"ওঃ আপনি? কোথায় গিয়েছিলেন মশাই! আপনাদের মত লোকের ঠিকানা দিয়ে যাওয়াই উচিত,—পাঁচজন এসে খোঁজ নেয়—বিরক্ত করে। আমাদের কি একটা কাজ, কপি কমলালেবুর চালান চলেছে,--Cold storage খুলেছে···"

বললুম—এত 'বড়' হয়েছি তাতো জানতুম না ভাই···

বললেন—ওইটেই তো বড়র লক্ষণ মশাই, তাঁরা নিজেরা নিজেকে জানতে পারেননা।—এবার থেকে···

বললুম—'আর ভুলব না' বলে বেরিয়ে এসে গাড়ী করলুম—সন্ধ্যা হয়ে গেল—

আমার খোঁজ করে কে?—বাসায় তো বলে গিয়েছিলুম।—দূর করো—আর নয়,—বিশ্বনাথ দর্শন করে—Via হরিদ্বার রওনা হয়েই পড়ি।

চা খাবার জন্যে মনটা অনেকক্ষণ ছট্‌ফট্ করছে। একটা স্টেশনে হিন্দু চার স্টল পর্যন্ত ধাওয়া করে ফিরে এসেছি।—সেই একই কারণ,—কতবার চোখে পড়েছে, তবু বদ-অভ্যাস টেনে নিয়ে যায়। গিয়ে দেখি একজন—বোধ হয় রেলের কুলি,—(কাণ নাক ঠোঁট চোখের পাতা দেখলেই ব্যাধিগ্রস্ত বলে মনে হয়)—চা খেয়ে কাপটা রাখলে। Serving boy সেটা তুলে নিয়ে বালতির তলানি জলে কাপটা একবার ঘুরিয়ে নিলে। দেখে ফিরলুম,—মনে হল—অস্পৃশ্যতা না মানি—রোগটা মানতেই হয়। চা খাওয়া ছেড়েই দেব। এই কটা দিন খেযে নি,—আপনিই ছেড়ে যাবে। বাসা আর বেশী দূরে নয়। স্বাতীর জন্যে—'হেঁহেঁজা' আর 'তুড়ুকসওয়ার' বই দুখানা এনেছি,—দেখে ভারি খুসি হবে।—ছেলে-মেয়েদের দশ বছরেই লায়েক করে দিচ্ছে—বাঃ!

—একি,—রাস্তার ধারে জনতা না? সন্ধ্যা হয়ে গেছে—ভাল বুঝা যাচ্ছে না—দু একটি আলো জ্বলছে। হঠাৎ একটি ছোকরা—

"বাবুজি, মেহেরবানি করকে এই তারঠো দেখিযে"—

কি 'তার' আবার? গাড়ী থামিয়ে হাতে নিলুম।

—"তিন ঘণ্টা ঘুমতেহেঁ বাবু, পাত্তা নেহি মিলতা।"

—"তবে খুলেছে কে? এ তো খোলা হয়েছে দেখছি"

—"এক বাবু আপনা সমঝকে খোল ডালিস্ থা…"

Address রয়েছে—Ch : Purnea—

—"না ভাই, বুঝতে পারলুম না।—পড়ে দেখতে পারি কি ?"

"হোঁ হোঁ দেখিয়ে, খুলা তো হায়ই। হাম হায়রাণ হো গেঁয়ে বাবু—"

—বেশ লম্বা তিন পৃষ্ঠা। পড়ে চমকে গেলুম,—কলকেত্তা থেকে আসছে,—পাঠাচ্ছেন শ্রীনাথ! সংক্ষিপ্ত সার—পনর দিন চোখে চোখে রেখেও, সেই কাজটায় থাকায় একটুর জন্যে মিস্ করেছি। ভয়ঙ্কর sharp। পূর্বকথিত গাঁজার দোকান থেকে সরে পড়েছেন,—কলকেতায়ও নেই। কাটিহারে হরিশকে 'তার' করলুম। বিশেষ বন্ধু বলে একটা কথা বার করে নিতে পেরেছি।—সত্বর হরিদ্বারের পথে হিমালয়ে যাবেন। যা খোঁজা যাচ্ছে—পেছু নিলেই এইবার তা নির্ঘাত মিলবে। Battle Cows (বোধ হয়—রণগোপাল) যেন স্টেশনে থাকে…

মাথা ঘুরে গেল! টেলিগ্রামখানা খামে পুরে পিয়নের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললুম,—না ভাই কার যে তা ঠিক্ করতে পারলুম না। ওখানে ও ভিড় কিসের ?

—"কেয়া জানে—পাটনাসে কোন আয়া,—লিক্‌চার হোনেকা বাত হায।"

—তবে তুমি ভাবচো কেনো, ওখানে গেলেই ঠিকানা মিলবে। চাই কি লোকও মিলতে পারে…

—"বড়া পরেসান কিয়া"—বলতে বলতে সে সেই দিকে চলে গেলো।

দেখেই যাই—টেলিগ্রামখানা কে নেয়।

গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকিয়ে দিলুম, সে চলে গেল, আমি পায় পায় meeting-এর দিকে এগুলুম।

—উঃ, সেই শ্রীনাথ,—জব্বলপুরে সাত মাস বাসায় রেখেছিলুম—হঠযোগে ডুবে থাকতো!—আমি খুঁজে মরছিলুম আর সে কিনা আমাকে পনর দিন

চোখে চোখে রেখেছিল!

গিয়ে দেখলুম—ভিড় মন্দ নয়—ছেলে ছোকরা সব হাজির হয়েছে, বাকি জনসাধারণ। মধ্যে খানিকটে স্থান আলোকিত, আশ-পাশ অন্ধকার, এবং অন্ধকারেই জনতা বেশী। সেখানে খদ্যোতের কি সুন্দর খেলা! একসঙ্গে পঞ্চাশটি জ্বলছে নিবছে,—আঁধারে আলো!—

বক্তৃতা হিন্দিতে হচ্ছে—বক্তা শিক্ষিত ও সুবক্তা। দেশের বর্তমান অবস্থা ও দেশবাসীর কর্তব্য সম্বন্ধে বলে যাচ্ছেন। জ্ঞাতব্য কথাগুলি সহজভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

দেখি রণগোপাল তার মধ্যে ঘুরছে,—কারুকে বসবার স্থান করে দিচ্ছে, কারুকে উৎসাহের সহিত জিজ্ঞাসা করছে,—কেমন? এবং তার মতামত না নিয়ে ছাড়ছে না। অভ্যর্থনাদির ভার যেন তার। কখনো অন্ধকারের দিকে ধাওয়া করে কাউকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, "সেকি, আপনি এখানে? চলুন—সামনে বসবেন চলুন।" সাড়া পেয়েই দু'চার জন পাশ কাটিয়ে মুখ ঢেকে সরে পড়ছে। দেখে বুঝলুম—অন্ধকার আশ্রয় করে গা ঢাকা আছেন ভদ্রবাবুরা, অবশ্য যাঁরা বেশী বুদ্ধি ধরেন। রঞ্জনবাবু প্রভৃতি স্বাধীনদের দেখতে পেলুমনা, পাবার আশাও করা অন্যায়। যেহেতু গীতায় শ্রীভগবানই বলেছেন—"অজ্ঞানীদের উপদেশ দিতে যেওনা, নিজে কাজ করে দেখিও অর্থাৎ আদর্শ হয়ো। জ্ঞানীর কাজ দেখে তারা শিখুক,—" তাই বোধ হয়।

বক্তৃতা ক্রমে Tropical Zoneএর মধ্যে—গরম-গণ্ডিতে এসে পড়ায় শ্রোতারাও একাগ্র। এমন সময় দেখি, সেই পিয়নের সঙ্গে রণগোপাল সভা মধ্যে প্রবেশ করে শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধের হাতে coverটা দিলে। তিনি খামটা দেখে একবার কট্‌মট্ করে তাদের দিকে চেয়ে, না পড়েই বিরক্ত ভাবে উঠে বাইরের দিকে গেলেন। রণগোপাল ও পিয়ন অনুসরণ

করলে।

বৃদ্ধ লোকটি আমাদের সেই পরিচিত ফকীর সাহেব যে!

জগতে মিথ্যা জিনিষটা না থাকলে বুদ্ধিমানেরা কি নিয়ে বাঁচতো, তাদের কি দুর্দশাই হোতো? নিজের সৃষ্টির একটা আনন্দ আছে,—সেটা বুঝতে পারি—ডিনামাইট আবিষ্কারকও জানতেন—হত্যাকাণ্ডের কি বড়িয়া বীজই বার করেছেন। তাতে কত আনন্দ কত খোসনামই পেয়েছিলেন। সেটা ব্যবহারিক সত্য বলে প্রমাণও হয়েছে। কিন্তু মিথ্যার পশ্চাতে ছোটার এত স্পর্দ্ধা এত কসরৎ কোথা থেকে আসে? এটা মাথার টানে না পেটের টানে? যাক বাসায় যাই। কুম্ভকর্ণের পায়ের ধূলো নি,—কি বুদ্ধিমানই ছিলেন!

চেনা জিনিষ বেইমানী করেনা। কোন্ রাস্তা বা কোন্ দিক কিছুই হুঁস্ ছিলনা,—বাসায় কিন্তু ঠিক পৌঁছে দিয়েছে। শীতকালের রাত—নয়টা বেজে গিয়েছে,—স্বাতী ঘুমিয়ে পড়েছে।

সূর্য্য তামাক দিয়ে—চা আনলে। এই জন্তেই পুরাতন ভৃত্যের কদর,—বাড়ীর লোকের নাড়ী বোঝে। চেয়ে দেখি ভুলে ভুলে আমারি ব্যানাক্লাভাটা চড়িয়ে ফেলেছে। খুসিই হলুম,—অপঘাতের আশঙ্কা রইলনা। বললুম—"ওটা পরে বনে-বাদাড়ে যাসনে সূর্য্য, বাবুরা বন্দুকের পাশ নিয়েছে,—এন্তোক্ কাছারির চাপরাসি। ওটা পরে রোববারে যেন বাড়ীর-বার হস্‌নি।"

"রামজি মালিক" বলে সে চলে গেল।

শরীর মন দুই অবসন্ন ছিল, তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে এগারটার মধ্যেই শয্যা নিলুম। আজ পড়লেই ঘুম,—কই কিছুতেই যে ঘুম আসে না! চোখ বুজলেই শ্রীনাথকে দেখি। যে সব কথা মনে আসা উচিত নয়—মনের হীনতা ও মলিনতাই প্রকাশ করে, সেই সব বিস্মৃত কথাও রূপ ধরে দেখা দেয়।—জামিন হয়ে ধনিরামের কারবারে ওকে ঢুকিয়ে দিই। অনেক টাকার মাল নিয়ে রায়পুর গেল,—আর ফিরলো না! তিন বছর পরে খাণ্ডুয়া স্টেশনে দেখা,—রেলে কাজ করছে। বললে—"রাত্রে গুরু স্বপ্ন দিলেন—যে অবস্থায় আছিস—সিধে চিত্রকূটে চলে আয়—তোর সময় হয়েছে!—কি করি ভাই, সে সুযোগ ছাড়তে পারলুমনা, তোমারও অমত হতনা জানি। যাক্—গুরুর কৃপায় ভাই, কি আর বোলবো"···।

শুনে আনন্দই হল, বহু ভাগ্যে এ কৃপা মেলে, ধন্য শ্রীনাথ!

সেই শ্রীনাথ···এও সম্ভব !

যেন ওপর থেকে মাটিতে কোনো ভারি জিনিষ পড়বার ভীষণ একটা শব্দ হল,—রাত তখন সাড়ে বারোটা। সব নিস্তব্ধ। তাড়াতাড়ি উঠে টর্চ-হাতে সূর্য্যি সূর্য্যি বলে ডাকতে ডাকতে বেরুলুম,—সভয়ে। কই—কিছু তো দেখতে পাইনা। আওয়াজটা কিন্তু একটা গরুর ওজনের—সে তো ছোটো জিনিষ হবেনা।—"সূর্য্যি, ওরে ওরে সূর্য্যি ?—সেই মাত্র শুয়েছে —উত্তর দেবে কে ? তার সে আবার 'খাকিপন্থী'—দিনে পাঁচবার 'খাকিবাবার' আড্ডায় যায়—ধোঁ ছাড়েনা ! বলে—গুরুর প্রসাদ ফেলতে নেই,—মহাভক্ত। যাক্—

বৈঠকখানার পাশেই হাস্নাহেনা, তার দক্ষিণেই সুদীর্ঘ যোজনগন্ধা গাছটা যেন পাড়াটার মাস্তুলের মত দাঁড়িয়ে। সন্ধ্যে হলেই সেদিক থেকে ছেলেদের উৎপাত সরে যায়। তার তলায় বল্‌টা কি মার্বলটা গিয়ে পড়লে রাত্রে তার সেইখানেই স্থিতি। শয়তান ছেলেও সেখানে ঘেঁসতে সাহস পাযনা। তার কাছে আমাদের বাসাটাব পরদা নেই,—সবই তার চোখের ওপর।

তার তলায় হঠাৎ কি একটা স্তূপের মত নজরে পড়ায় চমকে উঠলুম। তলা তো পরিষ্কারই থাকে। একটু যেন নোড়লো। গরুই হবে। একটু এগুতেই মানুষ বলে জানার সঙ্গে সঙ্গে গা ছম্‌ছমিযে উঠলো। 'চোর-চোর' বলে চীৎকার করবার সামর্থও রইলনা, একেবারে ঘরে এসে হাজির হলুম।—ওই লোকটাই পড়েনি তো ? তা হলে কি আর বেঁচে আছে ? আবার সূর্য্যিকে ডাকলুম ;—সূর্য্যি কি আর রাত্রে সাড়া দেয় ! হারিকেনটা জ্বেলে এগুলুম—দেখা উচিত। ফ্যাঁসাদে না পড়তে হয়।

সর্বনাশ—এক ভাবেই যে পড়ে আছে। মাথায় নালিমলির ব্যাগাকলাশ —গলা পর্যন্ত টানা। তবে আর সূর্য্যিকে পাবো কোথায় ? আহা

অনেকদিনের চাকর,—এতো রাতে গাছে উঠতে গিয়েছিল কেনো? গাঁজা টেনে মরেছে দেখছি। গায়েও সেই ছাই রংয়ের গরম জার্সি। —নিশ্চয় সূর্য্যি, কাছেই গেলুম—

— বেঁচে আছে, পাঁজরা দুটো ফুলছে, 'সূর্য্যি সূর্য্যি' বলে ডাকলুম,—উত্তর নেই। অজ্ঞান হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি ব্যালাক্লাভাটা খুলে দিলুম! তার ভেতর থেকে কাগজের মত কি একটা মাটির ওপর পোড়লো। সে আর তখন ছাখে কে,—যা দেখলুম—সমস্ত শরীর শিউরে গেল!—এ যে রূপগোপাল! ভাববার সময় নেই—ভাঙা ডালটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। মাথা ঘুলিয়ে গেল। কি যে কোরবো ঠিক করতে না পেরে হাত-পায় কাঁপুনি এসে গেল। সে দুমুনি লাশ তুলে ঘরে নে'-যাবার শক্তি আমার নেই। কাকে ডাকি।—

—ঘরে ছুটলুম,—কুঁজো থেকে জল নিয়ে গিয়ে তার মাথায় মুখে চোখে অল্প অল্প দিলুম। সেকেলে ইস্কুলে First-aid শেখাতোনা,—কিছুই জানিনা। কিন্তু কিছু তো করা চাই।

টুপির মধ্যে নোট্ ছিলনা তো?—কুড়িয়ে দেখলুম একখানা মোটা খাম্—Cover মাত্র—ভেতরে কিছু নেই—ওপরে লেখা—"রাত একটার মধ্যে তোমার কাছে রিপোর্ট্ চাই।"—Cover খানা তাড়াতাড়ি—টুপিটার মধ্যে গুঁজে দিলুম।—মানে কি?—

—কি করি? এখানে এ অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকলে মারা যেতে পারে।... এই দিকেই কে আসছে না? ও আবার কে? লোকটা চুপচাপ আসছিল, আমি লণ্ঠন হাতে উঠে দাঁড়াতেই,—প্রচলিত সুমধুর 'হৈ' আওয়াজ দিয়েই —"হঁয়া ক্যা হায়, কোন্ হায়?"

বললুম—"হিঁয়া আও জমাদার,—বাবু গির গিয়া হায়।"

সে দ্রুত এসেই—"ক্যায়সা গিরা, কোন গিরায়া,—কব গিরা?" ইত্যাদি

অত্যাবশ্যকীয় প্রশ্ন।

তাকে দুকথায় সব বলে—আমার ঘরে তুলে এনে রণগোপালের বাড়ী খবর দিতে বললুম। সে বললে—"আমি ডিউটি ছেড়ে কোথাও যেতে পারিনা, —ওঁকে নাড়াচাড়া করা হবেনা,—জুড়িদারকে ডেকে থানায় খবর দেওয়া দরকার"—বলে চলে গেল।—ব্যাপারটা যেন সোজা নয়, এর মধ্যে অনেক গোলমাল আছে এবং তাতে আমিই প্রধান আসামী।

এ আবার এক ক্রোড়পর্ব জুটলো—রাত্রের দফা রফা—শোবার দফা শেষ!

*   *   *

পনের মিনিটের মধ্যেই জমাদারজি সহ-জুড়িদার এবং অনুগামী অচ্যুতবাবু ও চক্রধর দ্রুত এসে হাজির। চক্রধরের হাতের চেটোয় একখানা রুমাল জড়ানো।—এসব দুর্লভ রত্ন এত সহজ প্রাপ্য হল কি করে!

রণগোপালের তখন জ্ঞান ফিরছে—কিন্তু বে-কায়দায় থাকায় যন্ত্রণায় ওঁ আঁ করছে।

চক্রধর দেখে বললে—"তাই তো—এতবড় ডাল ভাংলো কি করে?"

জমাদারজি তখন ডালের সন্ধিস্থলটা পরীক্ষা আরম্ভ করলে—"না, কাটা নয়, ভাঙ্গাই বটে," বলেই, কোথাও দড়ি বাধা আছে বা ছিলো কিনা, দেখতে সুরু করলে। কেউ যেন ফেলবার কল পেতেছিল,—টেনে ফেলে দিয়েছে।

দেখে শুনে আমিতো অবাক্। বললুম—'যাক্ আপনারা এসে গেছেন—বাঁচলুম। আমি যে কি করবো ঠিকই করতে পারছিলুমনা। ছোকরা বড় বে-কায়দায় রয়েছে, পা'টা চেপে মুড়ে গিয়েছে দেখছি, ওইটে আগে ঠিক করে দিন..."

অচ্যুতবাবু রাগতভাবে বললেন—"আপনি এতক্ষণ তুলে—"

এ অবস্থায় হাসতে আর পারলুমনা, বললুম—আমার সে শক্তি থাকলে কি

আর...আপনি তো আমার চেয়ে বয়সে কম,···একবার চেষ্টা করুননা। না পারলেও চেষ্টা পেতুম কিন্তু জমাদারজি হাত লাগাতে বারণ করেও গিয়েছিলেন···"

অচ্যুতবাবু একবার এগিয়ে—পিছন ফিরে চক্রধরের দিকে তাকাতেই চক্রধর যেন অপরিচিত জমাদারজিকে সবিনয়ে মেহেরবানী করতে বললেন। জমাদারজি ও জুড়িদার এবং স্বয়ং অচ্যুতবাবু এই তিন জনের শুভ স্পর্শে যা হয়—সেই ভাবে টানা-হেঁচড়া ক'রে রণগোপালের ডান পা'টির মুক্তি সাধন করলেন। সে যন্ত্রনায় অধীর হয়ে পোড়লো। পা পেতে দাঁড়াতে পারলেনা। চক্রধরের অনুনয়ে জুড়িদার স্ট্রেচার আনতে ছুটলো।

ছেলে খুব হুঁসিয়ার,—এত যন্ত্রণার মধ্যেও টুপিটা চাইলে। তার কষ্ট দেখে মুখ থেকে বেরিয়ে গেলো—"এত রাত্রে গাছে উঠতে কেনো গিয়েছিলে ভাই···"

চক্রধর তাড়াতাড়ি বললে—"গাছের ফুল নাকি পোড়া ঘায়ের মহৌষধ,—আমারি এই···আমি কি জানি রাত্রেই ও..."

অচ্যুত বাবু বললেন—"ওই করেই ও গেলো···কারুর উপকারে আসতে পেলে ওর আর জ্ঞান থাকেনা—সবুর সয়না। ওর কুষ্টিতেও আছে—ওই করেই ও মরবে—"

চক্রধর,—আমাকে আর লজ্জা দিবেন না, আমারি জন্যে—

বাহক সহ স্ট্রেচার এসে গেল। রণগোপালকে নিয়ে সকলে চলে গেলেন। জমাদারজি ডালটা নিতে ভুললেন না। কেনো তা বুঝলুমনা। ভূত যখন ছেড়ে যায়, শুনেছি একটা ডাল ভেঙে পড়ে।—ছাড়লে যে বাঁচি।

নানা অবান্তর চিন্তা নিয়ে শয্যায় গিয়ে ঢুকলুম—রাত তখন সাড়ে তিনটে।

* * *

ঘুম তো হলই না। সকাল পাঁচটায় উঠে নিজেই গুড়ুক সেজে টানতে টানতে কখন নিদ্রা এসে গেছে জানিনা। ডাকের ওপর ডাক—উঠে পড়লুম—সাড়ে সাতটা। দেখি জমাদারজি ডাকছেন—"উঠিয়ে, নিস্‌পেক্টর সাহেব আয়া…।"

বালাপোসখানা গায়ে দিয়ে বাইরে আসতেই দেখি গাছটাকে ঘিরে সাত আট জন উর্ধ্বমুখ।—ইন্‌স্‌পেক্টর, দুজন কনস্টেবল, চক্রধর, অচ্যুতবাবু, রঙ্গনবাবু, রসসিন্দুর এবং ভাঙ্গা ডালটাও এসে হাজির হয়েছেন!

চোখোচোখি হতে রঙ্গনবাবু একটু অস্ফুট হাসি হাসলেন।

ইন্‌সপেক্টর (Inspector) চক্রধরকে প্রশ্ন করলেন—"ডালটা যে এই গাছেরই তার প্রমাণ কি?"

চক্র। পাতা মিলছে…

ইন্‌সপেক্টর। দুনিয়ায় কি এ গাছ আর নেই—

চক্র। তা বটে,—গাছের গায়ে সদ্য শাখাচ্যুতির চিহ্ন তো থাকবেই।

ইন্‌সপেক্টর।—আর সেটা গুঁড়ি আর শাখার জোড়ের স্থানে Coincide-ও করবে I mean ফিট্ (fit) করবে।

রঙ্গনবাবু ধীরে বললেন—"অর্থাৎ রাজ-যোটক হবে।"

কথাটায় কেউ কান দেয়নি। আমার কানদুটো কিছু রসখাজা, তাই এড়ালো না। Inspectorবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন—"আপনাদের চাকরকে ডাকুন, গাছে উঠতে হবে…"

বললুম—'ডাকচি, কিন্তু সে আমার চেয়েও দুবচরের বড়ো!'

করুণাময়ের সৃষ্টিতে এমন জিনিষ নেই যার কোনো কাজ বা গুণ নেই। সূর্য্যি গাঁজার জোরে আজ বেঁচে গেল, তাকে দেখে ইন্‌সপেক্টরবাবুও হতাশ হলেন। কনস্টেবল হনুমান সিংয়ের দিকে দৃষ্টি দিতেই সে হাত জোড় করে অক্ষমতা প্রকাশ করলে এবং জানিয়েও দিলে ও-গাছ অপ

-দেবতার অতিপ্রিয়,—"আমি রোঁদে বেরিয়ে কয়েকবার দেখেছিও···কসম্ খা-সেক্তে হুজুর।"

রঞ্জনবাবু বললেন—আমাদের বাইরের রোয়াকে শুয়ে দেখা যায় বটে। ও-গাছে উপদেবতা থাকবেন বইকি,—তাঁদের স্থানই উঁচুতে যে।

ইন্‌স্‌পেক্টর এ প্রদেশের হিন্দুবংশধর, মুখে না স্বীকার করলেও—বিশ্বাস রাখেন। বললেন—

—"এটা কি গাছ,—নাম কি ?" সকলেই মাথা নাড়লে।

উকীল রঞ্জনবাবু বললেন—"ওটা এ দেশের গাছ নয়, য়ুরোপে জন্ম। দেখছেন না—কি-রকম উচ্চশির ! ওর নাম Cork tree,—আমাদের Native areaর মধ্যে কমই পাবেন। ওর কাঁধে পা—বাপ্‌রে !—হাঁস-পাতালে গিয়েই ছেলেটি রেহাই পেলে হয়···"

শুনে অচ্যুতবাবুর মুখ শুকিয়ে গেল,—তিনি অলক্ষ্যে হাতজোড় করে গাছটাকে নমস্কার করলেন। সেটা অবশ্য কারুর লক্ষ্য না এড়ালেও,—বাৎসল্য বাধা মানেনা।

জমাদারজি গাছে ওঠবার হুকুমের ভয়ে আড়ষ্ট ছিলেন,—সামনে থেকে হঠে পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং মুখটা বিকৃত করে—নিজের হাঁটুতে হাত বুলুতে লাগলেন—বোধ্‌হয় বাত চাগিয়েছে।

ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু—বদনমণ্ডলে বোধ হয় হাসির আভাসই হবে, টেনে রঞ্জনবাবুকে বললেন—"এই জন্যই আপনাদের সর্বজ্ঞ বলে,—গাছের বয়ান পর্যন্ত বাদ যায়নি। আপনাকে সরকারী উকীল দেখলে খুসী হবো।"

তিনিও হাস্যমুখে সেলাম করে বললেন—"আপনারা যদি খুসি হন তো তা হতে কতক্ষণ।···তা এই বেফায়দা কাজে মিছে কষ্ট পাচ্ছেন কেনো ? ওই তো দেখা যাচ্ছে—ডালটা কোথা থেকে ভেঙেছে—"বলে অঙ্গুলি নির্দেশে দেখালেন।

তখন সেটা সকলেরি নজরে পড়লো।

Inspectorবাবু সবিস্ময়ে বলে উঠলেন—"ওঃ, ও-যে চব্বিশ ফিট উঁচু হবে! পড়লে কি আর…"

রঞ্জনবাবু—"ও-সব ছেলে বলেই"—চট্ ঝোঁকটা সামলে বললেন—"ওসব ছেলেকে ধর্মই রক্ষা করেন—পরার্থে উঠেছিল কিনা। ডালটা এই গাছেরই তাতে আর সন্দেহের কিছু নেই, যাক্,—চা খাওয়া হয়েছে কি?"

অচ্যুতবাবু আমার দিকে চাইলেন।

বললুম—"দয়া করলেই হয়, কাজ মিটলো কি?"

"ও আর জোড়া লাগবে না—আসুন"—বলে রঞ্জনবাবু ইন্‌সপেক্টরবাবুকে নিয়ে এগুলেন।

আমি স্যুর্য্যকে ডাকলুম।

অচ্যুতবাবু নিশ্চিন্ত ছিলেননা, জানলাটা দিয়ে গাছটার ক্ষতস্থান লক্ষ্য হয় কিনা, পূর্ব্বের মত অলক্ষ্যেই দেখে নিলেন এবং চায়ে চুমুক দিয়ে আমাকে লক্ষ্য করেই যেন অন্যমনস্কে ধীরে ধীরে বললেন—"সে অবাধ্য ছেলে নয়, বয়োজ্যেষ্ঠ কেউ বারণ করলে আর…"

অর্থাৎ আমি যেন দেখেও বারণ করিনি। বললুম—"জগতে কোনো জিনিষই নিরবচ্ছিন্ন মন্দ নয়,—ভালোমন্দের মিশ্রণেই সৃজন—ডায়েবিটিস্ থাকলে কাজ দিতো বটে,—দুঃখের বিষয় তা নেই। শীতকালে লেপ ছেড়ে দুপুর রাত্রে কে গাছে উঠছে সেটা দেখবার সখও তো ছিলনা অচ্যুতবাবু। —অপরাধ হয়ে থাকে তো—ডায়েবিটিস্‌টা না থাকা,—গরজে উঠতেই হত"…

ইন্‌সপেক্টরবাবু বললেন—"না না, ও কথাই নয়, পুত্রস্নেহে ওঁকে…"

বললুম—"খুব ঠিক কথা,—হওয়াই স্বাভাবিক। হবেনা? রণগোপালের মত ছেলে কমই দেখতে পাওয়া যায়, বয়সের চেয়ে ঢের বেশী বুদ্ধি ধরে।

তার পরার্থপরতা দেখে মুগ্ধ হয়েছি! এই শীতে দুপুর রাত্রে গাছ বেয়ে চব্বিশ ফিট্ ওঠার record এই প্রথম পেলুম। প্রার্থনা করি সত্বর সেরে উঠুক,—কত লোকের কত উপকার ওর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে।"

চক্রধর আমার কথাগুলি যেন চক্ষু দিয়ে শুনছিল। চোখোচোখি হতেই ক্রূর হাসিটা চোখের কোন দিয়ে সরে গেল।

রঞ্জনবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন—"চায়ের সঙ্গে বুঝি কিছু খাননা?"

বললুম—"না, ও বিষ্ণুচক্রগুলো আর বয়সের সঙ্গে খাপ্ খায়না"—

এইরূপ দুচার কথার পর সকলে বিদায় হলেন। যেন মেঘ কাটলো। ভাঙা ডালটা কেবল গাছের তলাতেই পড়ে রইলো। সূর্য্যকে বিশেষ করে বারণ করেদিলুম—খবরদার যেন ওটায় হাত না দেয়।—অপদেবতার ভয়ও দেখালুম।

*            *            *

থাকতে পারিনা, নিত্যই একবার করে হাঁসপাতালে যাই,—ঘণ্টা দুই রণগোপালের কাছে কাটিয়ে আসি। মধ্যে মধ্যে চক্রধর ও অচ্যুতবাবুর সঙ্গে সেইখানেই দেখা হয়। বুঝলুম—সবই সগোত্র—একই গুরুর শিষ্য। রণগোপাল সেরে আসছে। ডাক্তার আমাদের কাছে বলেন,—"একটু খুঁৎ থেকে যাবে—চব্বিশ ফিট্ ওঠা এবারকার মত খতম্।" শুনে দুঃখ হয়।

অচ্যুতবাবু আমাকে নিয়মিত আসতে ও রণগোপালকে প্রফুল্ল রাখবার চেষ্টা করতে দেখে কৃতজ্ঞতার কথা কন। চক্রধর বলে—"এ কি দেখছেন—ওঁদের ব্রতই দেশের সেবা,—প্রাণ পর্যন্ত পণ, ওঁরা সাধারণ থাকের নন," ইত্যাদি। অচ্যুতবাবু সেটা শতমুখে স্বীকার করেন—"সে আর বলতে হবে কেনো—দেখতেই পাচ্ছি,—কিন্তু সাধ্য কি যে কেউ বোঝে—," ইত্যাদি।

ক্রমে তাদের কথাবার্ত্তা ও ব্যবহারের সুর যেন বদলে গেল,—সহজ হয়ে এলো। সে সুমধুর স্বার্থভাব ও ভাষা আর পাচ্ছিনা! সেই দণ্ডে দণ্ডে থামচে থামচে পায়ের ধূলো নেওয়া,—পাশ ফিরতে নমস্কার, কমে গেল। এটা একটা নূতন পথ নাকি? কে জানে।—বিশ্বাস নৈব কর্ত্তব্য দ্বিতীয়েষু!

আর দিন দুই পরে রণগোপাল হাঁসপাতাল থেকে ছুটি পাবে। ডাক্তার বল্লেন—"এক গাছা লাঠি ঠিক করে রাখুন। কিছুদিন দরকার হবে।" আমিই সেটা present করলুম। আমাকেও এক ডিপুটি-বন্ধু present করেছিলেন, কারণ সেটার চেহারা দেখলে তাঁর পত্নার হিস্টিরিয়া চাগাতো।—অপাত্রেই গেলো—আমাদের সাহিত্য পরিষৎ পেলে যত্নে থাকতো।—খুব সম্ভব মহাতপা অষ্টাবক্রের আমলের।

* * *

বাসায় ফিরে কাশী থেকে মুকুন্দ বাবুর পত্র পেলুম—অনেক দিন পরে। বোধ হয় নন্দকুমারখানা খইয়েছেন। তা হলেই…

ইষ্ট স্মরণ করে ভয়ে ভয়ে পড়ে দেখি—না, তা নয়,—সে আছে, বাঁচলুম। লিখেছেন—"আপনার বাসার চাবি খুলে সপ্তাহে একবার দেখতুম। কাল খুলে,—দেখবার আর কিছু পেলুমনা,—হাতিতে খাওয়া কদ্‌বেলই পেলুম। কাশী থেকে পত্র লেখা বড় কঠিন, মিথ্যা না বেরিয়ে যায়।—দেখছি ফুটো বালতিটে একদিকে পড়ে আছে! আপনি পত্রপাঠ চলে এসে যা করবার করুন; ইত্যাদি—"

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। প্রাচীন বোঝাগুলো মাঝে মাঝে কেবল বিক্ষেপই আনতো।—বৈরাগ্যের পথ সামনে,—পেছু বলে কিছু নেই,—সেটা মুছে চলতে হয়। বিশ্বনাথ মুছে দিয়েছেন।—কি দয়া—

একদম ঝাড়া হাত-পা করে দিয়েছেন! সে-সব মাল—কাপড় চোপড়, বিছানা মাদুর, বাসন-কোসন কারেও হাতে করে দেওয়া যেতনা, দিলেও কেউ নিতোনা।—কোনোটাই পঞ্চাশের কম কাজ দেয়নি। পাঁচ সাত ঝুড়ি বই আর খাতা যা ছিল ( সে নিশ্চয়ই আছে, সে আর কে ছোঁবে ? ) তার সঙ্গে সত্তর পঁচাত্তর টাকা বাঁধাই খরচ না দিলে কেউ নিতোনা। যাক্ ভালই হয়েছে,—চিন্তা গেছে ;—তারা এগিয়েছে, আমিও যাচ্ছি। এতো আর সেই অশিক্ষিত ছুতোরের অনটন-বৈরাগ্য নয় যে আবার ফিরবো···

শেষ কথাগুলো আনন্দের আবেগে বোধ হয় বেরিয়ে এসেছিল ;—মুক্তির উচ্ছ্বাস কিনা—

"কি মশাই কার সঙ্গে কথা কচ্ছেন ? ক'ব বৈরাগ্য ? কেরাণিব বুঝি ?"

চম্‌কে চেয়ে দেখি পেছনে—পলাশ।

"এই যে, এসো ভায়া,—হাতে ও-সব কি ?"

"কিছুই নয়—লাউশাক, একটা লাউ আর গোটাকযেক মূলো ;—বাড়ীতেই হযেছিল। শুধু হাতে আসবো—তাই···"

পলাশ প্রায়ই শুধু হাতে আসেনা।

বললুম—"বাঃ, টাট্‌কা জিনিষের রূপই আলাদা,—দেখ্‌লে আনন্দ হয়।"

সূর্য্যকে দিয়ে ভেতরে পাঠিয়ে দিলুম। তামাক দিতেও বললুম।—"তার পর ? ছেলেমেয়েরা সব কেমন ?"

"মন্দ আছে বলবার জো নেই মশাই—বড় বাবুরা ও-সব শুনতে ইচ্ছে করেননা। দিন পনেরো আগে মেয়েটার হাম হয়ে সে যায় যায়। একটা দিনের ছুটি চাইলুম, বল্লেন—'হাম আবার একটা অসুখ নাকি ? তায় মেয়ের হাম,—যাও যাও কাজ কর গে।' মা দয়া করে সারিয়ে দিয়েছেন—আমাদের তিনিই ভরসা !"

বললুম—"তাতে কি আর সন্দেহ আছে পলাশ !"

পলাশ কাতর ভাবে বললে—"কিন্তু অন্ত দিকে যে রেহাই পাইনা মশাই। তার কয়েক দিন পরে বাবুর বাড়ী দু'তিনটির হাম দেখা দেয়।—ওঁদের বন্ধু সবাই,—ডাক্তারকে পয়সা দিতে হয়না। জানেন তো—বন্ধুদের T. A.র মধ্যেই সব সারতে হয়,—তাঁরা সেটা পরস্পর জানেন। তাঁদের মোটর আছে, পেট্রল আছে, আমাদের পা আছে,—পেট্রল লাগেনা, তাই ছুটোছুটির ভারটা আমাদের ওপরই পড়ে।—এই যাচ্ছি ভার্সেপিস আনতে, এই ছুটছি হিপোড্রোম আনতে—ওষুধের সব বিদকুটে নাম—মনেও থাকেনা মশাই। শেষে হাম লাট খেয়ে পরশু রাতে মেয়েটি তাঁর মারা গেছে। পাষণ্ডের মত আমাকেই সব করতে হল।—আহা সে কচি মুখ দেখলে…"

পলাশ আর বলতে পারলেনা—চোখ মুছলে।

বললুম—"ছেলে মেয়ে হয়েছে—তোমাব তো লাগবেই ভাই, আমারি…"

"না দাদাবাবু, আপনি শোনেননি। এই শীতেব বাতে পাঁচ ঘণ্টা সেই তিন মাইল দূবে নদীর ধাবে কাটিয়ে সকালে ভিজে কাপড়ে ফিরছি,—বড় বাবুব এক বন্ধু হাসতে হাসতে অম্লান বদনে বললেন—"শুনলুম তোমার অভিশাপেই নাকি"—( পলাশ কেঁদে ফেললে )

উত্তেজিত ভাবে বললুম—"ও-কথা মানুষের মুখ থেকে বেরয়! ওরা মানুষ? তুমি ওদের কথাব মূল্য দিতে চাও! নিজের মনুষ্যত্ব খুইওনা ভাই!"

স্বাতী চা দিয়ে গিয়েছিল। বললুম—"এসো চা খাওয়া যাক্।"

—পলাশ এক চুমুক খেয়ে বললে—

"হ্যাঁ ছুতোরের বৈরাগ্যের কথা কি বলছিলেন তাই বলুন,…এততেও বৈরাগ্য খেঁশেনা মশাই"

বললুম—"এই চিঠি পেলুম কাশীর বাসাটা পরিষ্কার করে ঝঞ্ঝাটগুলো কে সরিয়ে দিয়েছে,—বিশ্বনাথই হবেন, তা না তো এতো দয়া আর কাব।

এইবার ঘাটে জল—খটি খুচে গেছে। মুক্তির আনন্দে ও-কথাগুলো মুখ থেকে আওয়াজ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল বোধ হয়।"

"আনন্দ কি মশাই! সেদিন মেনির দুধ খাবার দুপয়সার ঝিনুকখানা কাকে নিয়ে গিয়েছিল, আবার—নেবে তো নিলে সন্ধ্যে বেলায়! তার পর লাণ্ঠান জেলে রাত দশটা পর্যন্ত জঙ্গলে জঙ্গলে! কোথায় পাবো? সকাল না হতেই—আবার সুরু। আর আপনার একটা সংসারের সর্বস্ব"......

"তোমরা খুঁজবে বইকি ভাই,—তোমরা এই দ্বিতীয়ে মাত্র পৌছেছ বইতো নয়, আমি যে চতুর্থাশ্রমের চৌহদ্দির মধ্যে এসে গিয়েছি।"

"চতুর্থাশ্রমের কথা রেখে দিন মশাই, সে সব মনুর অনুগমন করেছে। এখানে অনেকে চতুর্থাশ্রম টপ্‌কেছেন, দেখেন নি—সত্তর পেরিয়ে রক্ষা-খোলোস (preserver) চড়িয়েছেন—মোজা না ছেড়ে।"

বললুম,—"ও ঝিনুক বাসনের বৈরাগ্য বৈরাগ্যই নয়। বৈরাগযোগে তোমায় কৃপা করতে পারেন এক বড় বাবু, আর আমায় করছেন—তা বড়রা। ওঁরাই আমাদের কৃপাময়। তাই ছুতোরের কথাটা স্মরণ করে দৃঢ়তা আনছিলুম ভাই..."

"তবে আমারো তো আশা রয়েছে, বলুন বলুন—দয়া করে বলুন মশাই..."

বললুম—"বিশেষ কিছু নয়—একটা সত্য ঘটনা মাত্র। দু-ভাই ছুতোরের কাজ করতো, সকাল হলেই গুড়মুড়ি খেয়ে যন্তরের থলি পিটে ফেলে, কাজে বেরুতো। ক্রমে এমন দিন এল, কাজ মেলেনা, কেউ আর ডাকেনা,—দোর জানলা বানায়না। বলে,—লোকের আর আছে কি যে দোর জানলার দরকার? টাটের পরদা ফেললেই হিম আটকাবে, চোরে নেবার কিছু থাকলে তো—দেশ ফোঁপ্‌রা—

—"শেষ সংসার চলেনা—খেতে পায়না। দু-ভায়েরই বৈরাগ্য এসে

গেল,—ক্রমে প্রবল। একদিন তীব্রতার ঝোঁকে, ছোটো বললে—"নাঃ আর নয় দাদা, আজ দিনটেও ভালো।" বলেই মাঠের মধ্যে একটা কুয়োয় যন্ত্রগুলো ফেলে দিলে। দাদাকে বললে—"দেখচো কি দাদা—দাওনা ফেলে—"

"এই যে"—বলে দাদা যন্ত্রগুলো—'এই দুটো বাটালি,—এই তিনখানা ঘিশ্ কাপ্, এই দুখানা করাত, এই দুটো তুরপুন—"এই বলে আর গুণে গুণে কুয়োয় ফ্যালে। ছোট ভাই বললে,—"ওকি কচ্চো দাদা—ও আবার গোণাগুণি কেনো?" দাদা বললে—"গুণে রাখাটা ভালোরে—এর পর মনে থাকবেনা।" ছোট বললে—"এর পর আবার কি?" দাদা বললে—"না,—তাই বলছি, তুই বুঝিস্ না, হিসাবের কাজ ভালোরে"…

"তবে তুমি থাকো" বলে ছোট বেরিয়ে গেল।

—"হুঁ:—ছেলে মানুষের যেমন বুদ্ধি! সায়েবরা কলকারখানা বসাবেই… তখন ছুতোরের কদর হবে কত. বৈরাগ্য তো ভেতরেব জিনিষ, সে যাবে কোথায়,—নিজের কাছেই রইলো আর যন্তোর গুলোও কুযোয় জমা রইলো;" ইত্যাদি—

শুনে পলাশ ভাবতে ভাবতে উঠ্‌লো।—কেরাণী জীবনের জীর্ণ কাটামো!

* * *

রণগোপাল হাঁসপাতাল থেকে বেরিয়েছে। শুনলুম—লাঠি হাতে করে খুঁড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তিন-চার দিন কাটলো।—না রণগোপাল, না চক্রধর। ব্যাপার কি?—প্রকৃতি বদলায় নাকি? নতুন কিছু নয় ত? যাক্—ল্যাংটার আর বাটপাড়ের ভয় কেনো—মুকুন্দ বাবুও পাস্-পোর্ট পাঠিয়েছেন। জুতো ছাড়া সঙ্গে যাবারও কিছু নেই,—'এক এব সুহৃদ্।'—সহজেই কাশী রওনা হয়ে পড়লুম। শ্রীদুর্গা…

৩৪

পথে একটীও মিত্রের মুখ মেলেনা, কোনো পীঠস্থানেই পরিচিত পাইনা। —বারুণী, সোনপুর, ছাপরা, কোথাও না।—দূর করো, মহাপ্রস্থানযাত্রীর আবার এ মোহ কেনো? ঠাকুর বলতেন,—নারকোল গাছের বালদো খসে গেলেও দাগটা থাকে, বোধ হয় তাই। ও কিছু নয়—মরা দাগ।

কাশী সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। ট্রেন্ প্লাটফর্মে পৌছুতেই একেবারে সরেজমিনে শুভদৃষ্টি—গুরুদেবের সঙ্গে। ভেতরে হাড়গুলো পর্যন্ত নড়ে উঠলো। ভগবান দয়া করে কারো নিজের চেহারা দেখতে দেননি। আমার তখন কেমনটা দাঁড়িয়েছিল—দশজনে দেখে থাকবেন।

কিন্তু এ কি! চেহারায় সে রুদ্রাভাসের বিকট ঔজ্জ্বল্য যেন নিষ্প্রভ। কিঞ্চিৎ শুষ্কও দেখছি······

আমার হাতে গীতাখানা দেখে বললেন—"আজো বুঝি মুখস্থ হয়নি? আমার মুখস্থ"···

মনে মনে ভাবলুম—"ভারবাহী"।

বললেন, ভগবানের কথা না শুনেই লোকের এত কষ্ট! তিনি বলচেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।

তুমি মদ্‌গতচিত্ত ও মদ্ভক্ত হও, আমারি উপাসক হও এবং আমাকে নমস্কার কর—

"কি বলেন? অন্যায় বলেছেন?"

ভাবলুম—বাকি আর কি? নমস্কার তো করিয়েই রেখেছেন। হাত দুখানা আপনিই গিয়ে মাথায় ঠেকলো।

দেখে তিনি একটু হাসলেন।

বললেন—তার পর বলছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ—

—"আছে না? অর্থাৎ তুমি সমুদয় ধর্মাধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক একমাত্র আমাকে আশ্রয় কর। এই তো বলেছেন? আপনার কেমন লাগে? আচ্ছা সে সব—এখন তো আর,"···হাসলেন।

সেটা বুঝতেই পারছি, অর্থাৎ "এখন আর যাবে কোথা, এখন মামেকং শরণম্ ব্রজ!" আবার প্রচারক হলেন নাকি!—কার সর্বনাশ করতে!—আমাকে "আপনি" বলাও হচ্ছে! প্রয়োগটা পরিহাস না সম্মানার্থে বুঝলুমনা। এত সমাদর যে কোনোদিনই সয়নি। বিচলিত করে দিলেন। পরিবারের সম্মানিতা ভগ্নীরা কান দুটো নিয়েই খুসি ছিলেন,—এ যে জান নেবার ব্যবস্থা।

—ক্রমে 'আসুন' বলে যে মোটরে তোলেন। ওতো তাঁদের জন্যে "যাঁরা মাটীতে পা দেননা। আমাদের তো—পা দু'খানাই এ জীবনের এক মাত্র যান্!"

সন্দেহ ক্রমেই ঘনীভূত,—মহাপ্রস্থান মাঝপথেই মচ্‌কালো দেখছি।

বললেন—"ভাবচেন কি—উঠে পড়ুন। ওখানেই যেতে হবে, আমি সব ব্যবস্থাই করে রেখেছি—"

তা এখন বেশ বুঝতেই পারছি, বলবলও পারো।—এখানেই মহাপ্রস্থান সুরু হয়ে গেল!

তবু একবার বললুম—"বাসা রয়েছে, মুকুন্দবাবুও বিশেষ করে···"

কথা শেষ করতে না দিয়ে সহাস্যে বললেন—"মুকুন্দবাবুকে বলে এসেছি, তিনি নিশ্চিন্তই আছেন, আর আপনার নিজের বাসা?—তার অবস্থা তো খাসা!—শুনেই থাকবেন।"

বুঝলুম—সেটাও জানেন। জানবেন বইকি, নতুন নেপ·থানা গয়াসিং দয়া

করে আরাম সে গায়ে দিচ্ছে হবে। যাক—মুকুন্দ বাবুকেও নিশ্চিন্ত করে এসেছেন। ভালই করেছেন! তাঁর সঙ্গে দেখা হলে কতকগুলো—'বুদ্ধির দোষ' আর সদুপদেশ শোনাতেন বইতো নয়, ওটা বুদ্ধিমানদের রোগ। যে ফাঁশি যাচ্ছে তাকেও বলতে ভোলেন না—"দেখ্‌লে তো—ভবিষ্যতে এমন কাজ আর কোরোনা…"

হাতে পুঁটলিটে ছিল। দেখে বললেন—"পুঁটলিতে কি?—ও আপনার হাতে কেনো?"

তাতো বটেই; আমার জিনিষ—আর আমার হাতেই বা কেনো!

একজনকে হুকুম করলেন—"এই দিকশূল সিং—লেও।"

আমি একটু কুণ্ঠিত হয়েই বললুম—"ওটা আম্…"

বললেন—"কেনো—ওতে কি আছে?—খাবার জিনিষ?"

বললুম—"আজ্ঞে সকলের নয়,—কয়েক জোড়া জুতো…"

সহাস্যে বললেন—"জুতো?—অতো?"

বললুম—"আজ্ঞে সৎসঙ্গ হিসেবে মহাপ্রস্থানের সংস্থান। সেই সঙ্কল্প নিয়েই বেরিয়েছিলুম,—পথের-দাবী আছে তো…"

আশ্চর্য হয়ে বললেন—"মহাপ্রস্থান মানে? যাবেন কোথা?"

তাও ঠিক,—আর যাবো কোথা? যেতে দেবেই বা কে?

বললুম—"ভেবেছিলুম কাশী হয়ে পায়-পায় Via গৌরীশঙ্কর…"

বললেন—"সে সব হচ্ছেনা!"

—তা দেখতেই পাচ্ছি!

বললেন—"ভালো কথা,—আপনার মত বিশ্রুত সাহিত্যিক যে বড় থার্ডক্লাসে এলেন?"

বললুম—"যখন দয়া করে সাহিত্যিক বল্‌চেন, তখন আর ও-প্রশ্ন কেনো। ও খেতাবটা honorary—অনাহারিরই রাশনাম। ঘোড়াটা ঘাস খায়,—

বেতও পায়,—race মারেন ধনেশ। আমাদের তো সর্বত্রেই third অন্যত্রে Alphabetএর তৃতীয়...

এইরূপ কথাবর্তায় 'অষ্টিন' এসে অগস্ত্যকুণ্ডে থামলো। শিষ্যেরা ছুটে এলো। বললেন—"লে যাও।"

আবার 'লে যাও' কেনো,গিয়েই তো রয়েছি। বাঘে ধরলে, 'খেয়ে ফ্যাল্' বলবার অপেক্ষা সে রাখেনা।

বললুম—"আমি তো নিজেই যাচ্ছি।"

তিনি হেসে বললেন—"আপনাকে নয়, ঐ পুঁটলিটে নিয়ে যেতে বলছি।"

ভাবলুম,—বেশ, একে-একেই অগস্ত্য যাত্রা হোক্।

বললুম "আজকাল দশাশ্বমেধেই কি......"

বললেন—"হ্যাঁ, আজকাল এখানেই থাকি।"

"থাকি" বলেন যে! বুঝতে পারছিনা। পূর্বে এখানে তো,...তা হবে...। জল সর্বদা বয়ে চলবে,—সাধু বিচরণ করে বেড়াবে, এই নিয়ম,—নইলে ময়লা জমে। যাক্—সে দিকেও নজর রাখেন।—জমবার জায়গা আর আছে কি?

'আসুন' বলে এগুলেন,—আমি অনুগমনে বাধ্য।

বাড়ীখানি বেশ, বোধ হয় নীচের বৈঠকখানায় শিষ্যেরা থাকেন। ওপরে একটি বড় ঘরে উপস্থিত হয়ে বললেন—"বসুন,—আসছি।"

ঘরে টেবিল চেয়ার ছাড়া দ্রষ্টব্য বড় কিছু নেই। দেয়ালে নজর পড়লো,—দেখি বিশ পঁচিশখানা ফটো। তা-ই দেখতে লাগলুম। একি—আমারো যে! শিউরে দিলে। দেখেছি সাহেবগঞ্জ স্টেশনে পকেটমার বা গাঁটকাটাদের ফটো টাঙ্গানো আছে,—লোককে চিনিয়ে সাবধান করার জন্যে। তাই নাকি?

দেখতে দেখতে আর ভাবতে ভাবতে চেহারাটা সেই রকমই দাঁড়াচ্ছে

লাগলো। সত্বর তা-থেকে মুখ ফেরাতে বাধ্য হলুম।

গুরুদেব কখন এসে ঢুকেছেন টের পাইনি। একগাল হেসে বললেন—কি দেখছিলেন ?

হাসিটে ভালো লাগলোনা। এক-একজনের হাসি বোঝাই যায়না,—সেটা হাসি-মুখ, কি রাগের আভাস, কি কান্না। সে মুখ Universal keyর মত সকল তাতেই লাগে—fit করে। নব-রসের ছাঁচ।

বুঝলুম প্রিয়দের চক্ষের আড়াল করতে চাননা তাই দেয়াল চারটে—তরুণ আর যুবকপ্রীতির পরিচয় দিচ্ছে; হংস মধ্যে বুড়ো ঢুকিয়ে বৈচিত্র্যও বজায় রেখেছেন!

বললেন,—নিন—হাত-মুখ ধুয়ে সন্ধ্যাহ্নিক সেরে নিন, চা আসছে।

এ সব পরিহাস আর কেনো,—ক্রমে বিরক্তি এসে গিয়েছিল। যা হয় হোক্ এই ভেবে বললুম—বাল্যকাল থেকেই সরকারের হাতে রয়েছি—সন্ধ্যো আহ্নিকের আর বালাই নেই।

বললেন—সরকার বারণ করেন নাকি ?

বললুম—তাঁরা আর কোন্‌টা নিজে করেন ? বাল্যে প্যারীচরণ সরকারের মার্ফৎ First Book এসে—অজ্ঞাতে এমন বীজ ছড়ালেন—সন্ধ্যাহ্নিক সহজেই হটে গেল। বলেন তো সন্ধ্যাহ্নিকের অভিনয় করতে রাজি আছি—

প্রভু না হেসে কথা কননা, হেসেই বললেন—আপনার যা ইচ্ছে করুন—চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

এক সঙ্গেই চা খওয়া হল।

বললেন—আমি কিছুক্ষণের জন্যে বেরুচ্ছি। আপনি একটু আরাম করুন—rest নিন, 3rd Classএ নিশ্চয়ই নিদ্রা হয়নি…

আর কেনো,—আজ মরিয়া হয়েই কথা কবো। বললুম—আজ সাত বচর

restless—শান্তি নেই, তার জন্যে ভাববেন না, যান ব্যবস্থাদি করে আসুন গে…

কি বলতে যাচ্ছিলেন, থেমে গিয়ে বললেন—"আচ্ছা সন্ধ্যের পর হবে'খন," —সুরটা উদাস।

বললুম—"তার আগে বাসাটা একবার দেখে আসতে পারি কি? মুকুন্দ বাবুর কাছেও…"

কথা শেষ না হতেই বললেন—"বৈকালে গিয়ে দেখে আসবেন।—'নন্দ-কুমারখানা' যত্নেই আছে—পাবেন,"—বলতে বলতে ফিকে হাসি টেনে বেরিয়ে গেলেন—

অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম—যোগমার্গ কি অলৌকিক! তাই বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন—"অর্জুন তুমি যোগী হও।"—সব-জান্তা হবার অমন উপায় আর নেই…

* * * *

ঘুম হবে কেনো? পড়ে পড়ে চোখ বুজে ভাবছি—"দশ চক্রে ভগবান ভূত" কথাটা যাঁর মুখ থেকে প্রথম বেরিয়েছিল,—সেই নিরীহ অন্তপ্ত লোকটি কত বড় সত্যকেই ভাষা দিয়ে গেছেন!

বোধ হয় তন্দ্রা এসে থাকবে। সহসা ঘরের মধ্যে নারীকণ্ঠ শুনে, চাইতেই দেখি—মলিন বস্ত্রাবরণে একটি স্বর্ণপ্রতিমা,—নবপ্রৌঢ়া। বলছেন—কাঁদো বুঝি,—কান্না সারাতে এসেছো? কেঁদনা—কেঁদনা। চুপ্ করো আমার সতু কাঁদতো। আর কাঁদেনা—চুপ্ করেছে"—

শুনে প্রাণটা কেমন করে উঠলো, আমি সসম্ভ্রমে নমস্কার করলুম। কে একটি স্ত্রীলোক ছুটে এসে তাঁর হাত ধরে বললেন,—"এখানে কেনো বউমা,—ভেতরে চলো—"

আমার দিকে বাঁ-হাত নেড়ে—"চুপ করো—কেঁদনা বাবা—কেঁদনা; আমি আর দেখতে পারবনা"...

অপরা তাঁকে টেনে নিয়ে গেলেন।

স্বপ্ন নয় তো! প্রাণটা আকুলি বিকুলি করে উঠলো। স্তব্ধ বিস্ময়ে ভাবতে লাগলুম,—কে এ পুত্রহীনা পাগলিনী? ও-কথা বল্লেন কেনো?—জগতে কত রহস্যই নীরব রয়েছে। কার ব্যথা কে জানে! কতটুকু বোঝে?

তাইতো, আমাকে এ সোনার-খাঁচায় রাখা কেনো?—সরাসরি রাজগৃহে রেখে এলেই তো ছিলো ভালো। কিছু কথা বার করতে চান বোধ হয়! কি বলবো? অপরাধটা তো আজো বুঝলুম না। কাশীখণ্ড পড়ে উঠতে পারিনি বটে...

—বেশ তো—জিজ্ঞাসা করলেই তো হয়। বলবার মধ্যে,—চব্বিশ পরগণায় বাড়ী, ঈশ্বর শর্মার সন্তান,—অঙ্কাতঙ্কে লেখাপড়া এগোয় নি। তবু শ্বশুরমশাই দয়া করে কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন। তখনকার দিনে 'প্রিয়ে' বলে ডাকাও ছিলনা,-'ওগো·হাঁগো'তেই দিন কেটেছে.—অসুবিধে বোধ হয়নি। রাঁধতেন বাড়তেন, চুল বাঁধতেন, কখনো আলতাও পরতেন,—আবার বাসনও মাজতেন। বোধ হয় তাতে কারো অসুখের কিছু ছিলনা। যদি বলেন—"ছিলো বই কি, তিনি বলতেন না বা আপনি জানতেননা,"—তা হলে আমি নাচার। তবে যদি অন্যের স্ত্রীকে তার স্বামীর চেয়ে আপনারা ভালো জানেন ও বেশী বোঝেন, আমার তাতে আপত্তি নেই। তাতে আপনাদের বিদ্যের বাহাদুরী দেওয়া ছাড়া, আমি গরীব ব্রাহ্মণ medalও দিতে পারিনা, Knight করে দেবার ক্ষমতাও নেই,—অবশ্য Sir বলতে পারি দুশবার।—

—এ সব কে না জানে—বিদ্যেসাগর মশাই জানতেন, ভূদেব বাবুও

জানতেন। এর মধ্যে অপরাধের কি আছে জানিনা।

—হ্যাঁ—যা ছিল না, বঙ্কিম বাবু সেটা এনে দেওয়ায়—সাহিত্য ঘাঁটাঘাঁটির নেশা ধরিয়ে দিয়েছিলেন বটে। তাতে মারাত্মক কিছু ছিলনা—এমন কথা বলতে পারি না।—তা নাতো কুন্দ মরে কেনো। আর ছিল কাগজে আঁকা লাঠি সড়কি, তলোয়ার—তাতে একটা ছারপোকাও মরেনা।—তাঁর আনন্দমঠে নির্ভয়ে ও মহানন্দে আমি তাদের বিচরণ করতে স্বচক্ষে দেখেছি। আর কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে এবং তা আমার জানা থাকে—তাও বলবো।—অবশ্য অন্যের কথা বিশ্বাস করবার কথাও নয়—প্রথাও নয়, তা জানি। বেশ—যা ইচ্ছা হয় করুন! আর এ বিরক্তিকর ব্যাপার ভালো লাগে না, তাঁদেরও মিথ্যার পশ্চাতে ছুটোছুটি থামুক।—

—এই বোলবো;—আর তো বলবার কিছু খুঁজে পাইনা,—আছেই বা কি? হ্যাঁ, ঠাকুর একটি কথা বলতেন,—এক সাধু এক গাছতলায় থাকতেন, রাস্তার ওপারে এক বেশ্যা থাকতো। (আজকালের ভাষায়—'থাকতেন')। সাধু নিজের কাজ-কর্ম ছেড়ে দিন-রাত গুণতেন—তার বাড়ী কত লোক গেলো,—আর সকালে তাকে নম্বরটা শুনিয়ে উপদেশ দিতেন—"কচ্ছিস কি—ডুবলি যে'—ইত্যাদি।

তিরিশ বচর তিনি একনিষ্ঠ হয়ে এই Good Service করেন। সাধু কিনা—দয়ার শরীর! কিন্তু নিজের কর্ত্তব্য অবহেলা করায় শেষে নাকি তিনিই ডুবেছিলেন! প্রকৃতির পরিহাস বুঝতে পারেননি।

—ইনি তো খুব উচ্চ সাধক—বুদ্ধিও ধরেন ক্ষুরধার—দৃষ্টি ইট্ কাট লোহার ব্যবধান টোপ্‌কে 'নন্দকুমারে' নজর পড়েছে! এমন সর্বজ্ঞের আমার বেলাই ভুল হয় কেনো!—ভাগ্যের কথা ভেবে নিজেই হেসে ফেললুম,...

পাশ ফিরতেই চমকে গেলুম। গুরুজি কখন্ কোন্ ফাঁকে ঢুকে, পেছনের দিকের চেয়ারে বসে আছেন! চার চক্ষুব মিলন হতেই—সেই অস্ফুট হাসি। বললেন—ঘুমোননি?—খুব হাসছিলেন যে।

'তাবৎ ভয়স্য ভেতব্যম' পেরিয়ে পড়েছি, তাই বললুম—"হাসতে ভুলে গেছি কিনা দেখছিলুম। আপনি বলায় বিশ্বাস হল।—নিজের হাসি তো দেখতে পাইনা। যাক্—ভুলিনি।"

"একটু ঘুমুলেই তো ভালো ছিল, হাসির অবকাশ তো আছেই।"

"এমন চূণকাম কবা ঘরেই না খোলে ভালো,—তাইতো দেখতে পেলেন। অন্ধকারে হেসে বা গুড়ুক খেযে সুখ নেই।"

—"আপনার কাছে শেখবার অনেক কিছু আছে দেখছি।"

বললুম—"লক্ষ্মীছাড়া হবাব লোভ থাকে তো"—

"আচ্ছা সে রাত্রে শোনা যাবে। এখন বেলা হয়েছে, খাবেন চলুন।"

ইতক্ষণ জোটে—জুট্‌ক—

*   *   *   *

পাশের ঘরেই স্থান হয়েছিল। সাডে ছফিট্ ছন্দের এক ঠাকুব, চৌষট্টী ইঞ্চি বুক ফুলিয়ে, ভাতেব থাল রেখে বাঁদিকে ডাল আব ঝোলেব বাটী দিলে। পাতেও—লবণ, শাকের ঘণ্ট বাঁ-দস্তবই ছিল। চবণে শিল্পেব পরিচয লেখা—বোধ হয় 13 by 7. সর্বত্রই কডার Safeguard। যাক্—বাটার জুতাগুলো বাঁচবে—ও-পাযে অচল—

শাক দিয়েই খেযে চলেছি দেখে গুরুজি বললেন—ওকি—এসব···

বললুম—"দেখছি পারি কিনা, পেটে কিছু দেওযা নিযে কথা তো? অভ্যাস্ করা ভালো নয়?"

এমন সময় পাঁড়েজি সহসা "আওর কুছ্" বলে উঠতেই, বেড়ালটা ভয়

পেয়ে তড়াক্ করে লাফিয়ে পালালো।

আহারান্তে বললেন,—"এইবার একটু ঘুমুন, আমি দোর জানলা বন্ধ করে দি।"

বললুম—সে ভয় করবেননা! ঘুম আমার অনেক দিন গেছে, একটু গড়াই। মুকুন্দবাবুর সঙ্গে যে একবার—

—"বেশ—চা খেয়ে চারটে নাগাদ্ যাবেন। আমি না থাকি সঙ্গে একজন কেউ যাবে'খন…"

"তবে আর যাবনা,—"

"কেনো—কেনো ?"

"ও সৎসঙ্গ আজ আর কেনো, ও তো আছেই। থাক্, কি এমন কাজই বা আছে, নাই বা গেলুম।

"না না, যাবেন বইকি,—বেশ, একাই যাবেন। আপনার সুবিধের জন্যেই…"

"আমার সুবিধে আর মানুষের হাতে নেই।"

তিনি আমার মুখের দিকে কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে থেকে বললেন—আপনার যা ভালো বোধ হয় তাই করবেন, কেউ বাধা দেবেনা। তবে যে-কয়দিন নিজের ব্যবস্থা না হয়, এইখানেই দয়া করে থাকবেন,—এই আমার অনুরোধ।

—বলতে বলতে চলে গেলেন। তাঁর মুখে বা কথায় বিরুদ্ধ কিছু না পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলুম ;—সত্যের সাড়াই পেলুম আর কাতর একটা রেস। বুঝতে পারলুমনা। সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে।

* * * *

৩৫

বেলা তিনটের পর দুর্গানাম করতে করতে বেরুলুম। নীচে নাবতে দুতিনজন দাঁড়িয়ে উঠে সেলাম করলে। আমি সোজা এগিয়ে পড়লুম, কেউ একটি কথাও কইলেনা, বাধাও দিলেনা। খানিক এগিয়ে গিয়ে পেছন ফিরে দেখলুম,—না কেউ আসছেনা।

মুকুন্দবাবু বাইরের রোয়াকটায় গুণ পেতে বসেছিলেন। চোখে পেতলের ফ্রেমের চশমা, পশ্চাতে দড়ি বেঁধে control করেছেন। সামনে জীর্ণ একখানা 'যোগবাশিষ্ঠ' খোলা রয়েছে। এক মাগী ঘুঁটে গুণে স্তূপাকার করছে, বাজরা প্রায় খালি। তার সঙ্গে গুণ্‌তির ভুল ধরে তকরার করছেন। সে প্রত্যেকবার পাঁচখানা করে তুলছিল,—'এক পাঁচ' নাকি ফাঁকি দিয়েছে। সে বল্‌ছে, "না বাবু ঠিক আছে";—বাবু বলছেন "না ভুল করেছিস"। সেই হাঁ আর নার মধ্যে আমি উপস্থিত।

আমাকে দেখেই শশব্যস্তে যেন সভয়ে বললেন,—"ওই ঘরটায় গিয়ে বসুন —জানলাটা ভেজিয়ে দেবেন।—ঘুঁটেগুলো পাল্‌টে গুণিয়ে আসছি।"

বললুম,—"পাঁচখানার মামলা বইতো নয়, আর পাল্‌টে গোণানো কেনো?"

"ওই বুদ্ধিতেই তো,...যান বসুন গে।" ভাবটা—বাইরে আর দাঁড়াবেন না।

প্রকৃতিটে জানাই ছিলো,—কেমন আছি কখন এলুম, জিজ্ঞাসার ভদ্রতা না পেলেও, ক্ষুণ্ণ বা বিরক্ত হবার কারণ ছিলনা। পুরোনো লোক,—মানুষ ভালো।

ঘুঁটেউলি বেচারিকে পাল্‌টে আবার গুণতেই হল এবং ভুলটা মুকুন্দ বাবুরই প্রমাণ হল। তার পয়সা চুকিয়ে, যোগবাশিষ্ঠ আর গুণখানা

হাতে করে ঘরে ঢুকলেন। ঢুকেই—

—"কেমন তখুনি বলেছিলুম—ওই 'কেলে' ছোঁড়াকে আমল দেবেন না। আপনি বললেন—'আনন্দ মঠের' শেষ পরিণাম বুঝতে চায়,—তাই।—এখন পরিণামটা সে বুঝবে, না আপনি?"

তাঁর মুখের ভাব দেখে হেসে ফেললুম,—বললুম "মাইকেল লিখেছেন—'গ্রহ দোষে দোষী জনে' "

তিনি জ্বলে-উঠে বললেন,—

"রাখুন আপনার সাহিত্য, আমাকে ওসব শোনাবেন না। আমার দুবেটা গ্রহই বাড়ীতে বসে থাকে, আবার ভবানীরাও ভর করেছেন! তাঁরা আসায় বুঝেছি— ও-জিনিষের একটা পেলেয়ে মোহ আছে।—সাড়ে তিন বছরে বাড়ী যেন 'মেট্‌কাফ-হল' বানিয়ে বসেচে। তাতে না আছেন দাশুরায, না আছেন অন্নদা মঙ্গল, আছেন—'খিড়কি দোর,' 'গবাক্ষ-মঙ্গল,'—নমস্কার আপনাদের সাহিত্যে…"

বললুম,"বউমারা কেমন?"

বললেন, "তা বেশ, একদম মিনিটারী—দিশি-মার্কা বিলিতি, এসেই সব ছেলে কোলে করেছেন—আবার হাতের পাচ। কাশীর জল-হাওয়া আর বিশ্বনাথের কৃপা।"

বললুম, "তখন তো 'সার্দা বিল' পাস হয়নি—তবে ··"

বললেন,—"লোকটা খুব বুদ্ধিমান গো—নিশ্চয়ই তাঁর ছেলেপুলে অনেক, ধাড়ি না হলে বেটাদের সামলাবে কে? ছেলেদের জেলের বাইরে রাখবার—নান্য-পন্থা। সে কি সাধে বয়েস বাড়িয়েছে। লোকটা চতুর বটে। মহাশয়ারা কি দয়াই করেছেন, দুবেটাই বাড়ী থেকে আর নড়েনা, বাজার আমাকেই করতে হয়। বেটারা বিলিতির বাতাস সইতে পারতোনা,—পট্টুর অলস্টার বানালে, গায়ে দিলেনা,—বললে বিলিতি সুতোর সেলাই!

শেষ দিশি টাট্টু ঘোড়ার বালামচি ছিঁড়ে তাই দিয়ে শেলাই করিয়ে গায়ে দিলে। বাড়াবাড়ী কি কম্। মগন্ লালের ঘোড়াটা বেঁড়ে হয়ে গেল,—তাকে দশটাকা দিয়ে মেটাই।

বললুম—“এখন ?”

“এখন ওদের ঘরে যদি এক পয়সার দিশি জিনিষ পান আমার কাণ মলে দেবেন, অবশ্য পৈত্রিক রংটা ছাড়া। এখন সব ম্যাকেসর্ মাখেন, হোয়াইট্ রোজ শোঁকেন, ওভালটিন্ খান, টমেটো টাক্না দেন। তবে আপনাদের সাহিত্যের আর কবিত্বের বলিহারি,—দেশকে এতো মিথ্যেও শেখান্! ওই নামগুলো আমার পছন্দ হয়না। একজন রেণুকা আর একটি লতিকা, অর্থ বোধে অনর্থ ঘটায়, সামঞ্জস্য পাইনা—থেব্ড়ে বসে বড়ি দিতে হয়! যাক্—তাতে ভালই হয়েছে ; Law of Gravitationএ ছেলে বেটাদের লম্ফেtion ঘুচেছে—যখন তখন বাড়ী ছেড়ে লম্বা হওয়া আর নেই। বেটারা দিন-রাত গহরজানের গজল্ শুনছে আর বাবার মাথা পজল্ করছে!”

এসব শুনে কেউ ত্রুষ্ঠ বা অভদ্র মনে করবেন না, সেকালের লোকের কথা-বার্ত্তাই ছিল এই রকম।

বললুম, “তা হলে আছেন ভালো ?”

বললেন, “হ্যাঁ—গেলেই বাঁচি। অসদুপায়ে উপার্জ্জনের টাকা,—তাই আজো দাঁড়িয়ে আছি। কুচো বংশধরেরা ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকে ফি-মাসে—all wool সোয়েটার, মোজা আর ক্যাপ্ কিনতেই ফতুর করলে। হঠাৎ দেখলে সেগুলোকে ভেড়ার বাচ্চা বলেই মনে হয়। আবার নাকি আসছেন,—Welcome;—কাশীবাস সার্থক হক্।—জানেন,—আবার কে এক ওস্তাদ্ গাইয়ে ( singer ) সেলায়ের কল বানিয়ে পাঠিয়েছেন—বেঁচে থাকুন। কল্ দিনরাত ঘুরছেন আর আবার মুণ্ডু ঘোরাচ্ছেন!

নতুন ছিট্ বাজারে বেরিয়েছে কি অমনি কলে পড়েছে ;—ইঁদুর পড়েনা! মাসে ষাট টাকার কম—ছিটের বিল পাই না! জানেন—জাঙ্গিয়াও বেরুচ্ছে!—বাবা গেলে লেংটি!''

হঠাৎ চমকে উঠে বাইরে বেরিয়ে দেখে এলেন। বললেন, "ওসব কথা চুলোয় যাক্, আপনার খবর বলুন। আর বলবেনই বা কি—ওতো জানাই ছিলো। তবে দুঃখু হয়, আপনার মত নিরীহ সহৃদয় লোক্ কোনো কিছুতে না থেকেও··আমি তো সব জানি, কিন্তু শুনবে কে? দেখুন-দিকি—মিছিমিছি এই দুর্ভোগ কেনো ডেকে আনা। ডেকে-আনা বোলবো না তো কি? কাশীবাস করতে এসে গরীবদের ছেলে পড়াবার মাথা ব্যথাই বা কেনো?—যারা ইট বইবে, বিড়ি পাকাবে, তাদের পড়া-শোনার দরকারই বা কি? কাশীতে পয়সা দিয়ে একটা মজুর মেলেনা। ভিক্ষে করবে তবু কাজ করবেনা—এ আমার দেখা। কোত্থেকে যে আপনাদের উল্‌টো বুদ্ধি আসে! তাই না 'কেলে' সুযোগ পেলে। বয়সই হয়েছে—দেশটাকে তো বুঝলেননা। বৈঠকে শুনতে পাবেন—"আমার জন্মভূমি''—সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটের শ্রাদ্ধ, চপ্ আর চা। নির্লজ্জ! বলে—দিশি সিগারেট উঠেছে। উঠবে বই কি; না উঠলে যে রাধা বাঁচেনা। বুদ্ধিমানেরা সুযোগ ছাড়বে কেনো? এই তো সাধুদের কারবারের সময়। এই আমার দেশ!···"

আবার বাইরে গিয়ে দেখে এলেন।

বললুম, "ও-সব আর কেনো শোনাচ্ছেন। আমি ত ও-সব কোনো দিনই seriously ভাবিনি,—আপনি তো দেখ্‌ছি অনেক ভেবেচেন। হ্যাঁ—কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে তার উত্তর দিতে হয় বটে। জানেন তো—ছেলেদের ভালোবাসি, তাদের ক্ষুণ্ন করতে পারিনা, আর ভালোবাসি —সাহিত্য নিয়ে নাড়াচাড়া। এ যদি অপরাধ হয়, নিশ্চয়ই অপরাধী—

সেটা অস্বীকার করছিনা। তবে একটা কথা বুঝেছি,—আপনারা স্বদেশী বলতে যা বোঝেন, সে সব ছেলেরা তার দিক দিয়েও যায়না। মানুষের একটা নেশাই যথেষ্ট, কারণ নেশা মানে প্রেম। তার দুটোর অবকাশ নেই। যে সাহিত্যপাগল তাকে সন্দেহ করবার চেয়ে ভুল আর নেই। অমন অকেজো-লোক আর হয়না।

বললেন,—"আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি, আমি যেন বুঝলুম। রস তে৺ একটা নয়, যাদের অন্য রসের কারবার, যে-রস তাদের রস যোগায়,—তারা বুঝবে কেনো ?"

বললুম "সেখানে ভাগ্যকে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় আছে কি ?"

একটু নীরব থেকে বললেন,—"এ বয়সে যে…"

বললুম, "কি হয়েছে যে আপনি এত ভাবছেন ? সকলেই মানুষ, মানুষকে আমি শ্রদ্ধা করি।"

বললেন,—"তবে যাক ও কথা—অত শ্রদ্ধায় শ্রাদ্ধ না গড়ালেই হল। চিটিতো পেয়েইছেন। বাসার শূন্যতার মূল্য হিসেবে ভাড়া গুণে আর কি হবে, তাই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।"

"ভালই করেছেন। এখন কাশীবাস করতে যদি হয়—নিশ্চায় চলবে। বইগুলোও কি…"

"না চোরে নেয়নি, গোরে গেছে—পাঁচ না ছ' সিন্দুক মাটি আর উই পেলুম।"

বললুম,—"যাক্, কাশী পেয়েছে তো,—বাঁচিয়েছে, শেষ পর্যন্ত ফেলতে পারতুম না। (বুক-ভাঙা শ্বাসটা কিন্তু চাপতে পারলুমনা।) সুখে দুখে সঙ্গ ছাড়েনি। যাক্, ওদের মারে কে, জগৎ জুড়ে আছে, থাকবেও।"

সন্ধ্যে হয়ে গেল, কথা কইবার মত মনোভাব উভয়েরি কমে গেল।

বিদায়ের কথা কইতে মুকুন্দবাবু কথা খুঁজে না পেয়ে বললেন,—"আমার দ্বারা যদি কিছু…আমি হলফ করতে প্রস্তুত আছি।"

বললুম,—আমাকে ঐ যা দিলেন ওর চেয়ে বেশী কিছু আমি চাই না, ওর চেয়ে বড় কিছু নেইও।—আপনাদের মঙ্গল হোক্।"

প্রণাম করলেন। বেরিয়ে পড়লুম। হেঁকে বললেন, "নন্দকুমার থানা।"

বললুম—"ফিরে এসে।" দেখি চোখ মুছচেন।

সবার চেয়ে মানুষ বড়, সে দেখা না দিয়ে পারেনা। প্রায়ই সন্ধিক্ষণে সে বেরিয়ে পড়ে।

ত্যাগ করেছি বললেই ত্যাগ হয়না,—প্রিয় যে, সে অলক্ষ্যে অন্তরের কোন নিভৃতে যে বাসা বেঁধে অবসরের অপেক্ষায় থাকে কেউ বলতে পারেনা। ফউস্ট্ খানা ফুট্ কাটলে! গ্যেটেও যাবেনা, ফউস্টও যাবেনা, কিন্তু Noteগুলো?—যাক্—পেন্‌সিলের দুটো আঁচড়ের ওপরও মানুষের এত মমতা বুঝি!—পৃথিবীতে এসে, দেখছি কোনো জন্মেই, কারুর মুক্তি নেই,—মোহ-মমতাই বারবার ফেরাবে।

গরুগুলো সারাদিন এ-মাঠ ও-মাঠ ঘুরে সন্ধ্যের সময় ঠিক গোয়ালে গিয়ে ঢোকে। আমিও দেখি, কোনো দিকে না চেয়েও এবং অন্য চিন্তায় অন্যমনস্ক থেকেও—গুরুগৃহে ঠিক্ পৌঁছে গেছি। দুচার জন দাঁড়িয়ে উঠে সেলাম করলে,—কি নির্মম পরিহাস! মানুষকে আঘাত করবার কত রকম অস্ত্রই আছে! সম্মান দেখানোটাও অবস্থান্তরে প্রয়োগভেদে অন্তর্চ্ছেদে অসীম শক্তি ধরে। এতবড় বুদ্ধির পরিচয় এক মানুষই দিতে পারে!

ধীরে ধীরে ঘরে উপস্থিত হয়ে দেখি, প্রভু একাই রয়েছেন। সামনে একখানি দোহারা গোছের বই খোলা, দৃষ্টি তাতেই আবদ্ধ। আমি ঢুকতেই 'আসুন' বলে দাঁড়িয়ে উঠলেন। হাসি পেলে,—বললুম—"উত্তর মীমাংসা বুঝি?"

—"উত্তর-মীমাংসা?"

হাসতে হাসতেই বললুম—"পেনাল কোডের রাশ্-নাম না?" কথাটা মুখ থেকে বেরুতেই, তার রূঢ়তায় নিজের অন্তরটা ছি ছি করে উঠলো। যাঁকে স্মরণ হলেই শিউরেছি, আজ এতটা বিস্মৃতি—যা সহজ ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করে,—কে এনে দিলে?

তাঁকে নীরবে একটু ম্লান হাসির চেষ্টা করতে দেখে, বললুম—"মাপ করবেন,—যাদের সঙ্গ এত দুঃখ-কষ্টেও আনন্দে রেখেছিল, সেই পাঁচ ছয় সিন্দুক বইও আমাকে অসহায় করে চলে গিয়েছে শুনে মনটা বেদনা-বিক্ষিপ্ত ছিল, কিছু মনে করবেন না। অতিষ্ঠ ও উত্ত্যক্ত অবস্থায় দিনগুলো বৃথা কাটছে—তাতেও অমানুষ করে ফেলেছে।"

বললেন,—"আপনার অত কুণ্ঠিত হবার কোনো কারণ ঘটেনি, বেসুরো কথাও কননি। তবে সত্যটা অপরাধীদের লজ্জাও দেয়—আঘাতও করে। পিনালকোড ( Penal code ) ভাবা তো আপনার তরফ্ থেকে ভুল হয়নি।"

দেখি—বইখানা শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীকৃত গীতার ব্যাখ্যা।

বললেন -"আশ্চর্য হচ্ছেন বোধ হয় ?"

বললুম—"হওয়া তো উচিত ছিল না।"

একটু চুপ করে থেকে বললেন—"আহারাদির পর কথা হবে—অনেক কথা আছে।"

বললুম, "বৃথা কষ্ট পাবেননা, আমার বলবার কিছু নেই,—স্বপক্ষেও না।"

হাস্যমুখে বললেন—"বেশ,—শুনতে আপত্তি নেই তো।"

বললুম—"আমি চিরদিনই সহিষ্ণু শ্রোতা। কেহ না ক্ষুণ্ণ হন—সাধ্যমত সেই চেষ্টাই পেয়ে এসেছি।"

বললেন—"আজ তার পরীক্ষা দিতে হবে।"

* * *

আহারান্তে চাকর ( যে সব মূর্তির সঙ্গে শেষ-মুহূর্তে দেখা হয় শুনেছি, যেন তাদেরি মডেল্) তামাক দিয়ে গেল।

কর্তা উঠে ঘরের দোর-জানলা বন্ধ করলেন। উৎসাহ-হীন হাসি হেসে

বললেন—"এইবার আপনার সহিষ্ণুতার পরিচয় পাবো···"

বললুম—"বেশ, আরম্ভ করুন"।

বললেন—"আমাকে বন্ধু ভাবতে আপনার আপত্তি আছে কি ?"

আশ্চর্য হয়ে বললুম—"ও সম্বন্ধটা তো এক-তরফা হয়না, ভাষার ওপরও দাঁড়ায়না,—অন্তরের অনুমোদন-সাপেক্ষ। আমি এখন resigned man (বাতিল—দাবীশূন্য লোক) আপত্তি বা সম্মতির অর্থ আর আমার কাছে নেই,—এখন ও দুই-ই সমান। এই পর্যন্ত বলতে পারি—আমি আপনার শত্রু নই—আপনার বিপক্ষে আমার কোনো নালিস্ নেই—আপনি কর্তব্য-বদ্ধ।"

আশ্চর্য হয়ে বললেন,—"এটা আপনি সত্য বলছেন না···"

বললুম—"যে যে-কাজের জন্য নিযুক্ত, সে তার নির্দিষ্ট ধারা ও আদেশ মত কর্তব্য করতে বাধ্য,—অন্যায়টা কোথায় ? জীবনোপায়, প্রতিষ্ঠা সবই যে তার তাতেই রয়েছে।"

একটু হাসি টেনে বললেন—"সবটা বললেন না।"

বললুম,—"মনের অগোচরই যদি নেই,—থাকবার কথাও নয়,—'ইন্দ্রিয়ানামমনশ্চাস্মি' যে,···তবে বৃথা আমাকে দিয়ে বলানো কেনো ?"

বললেন—'তবু শুনতে ইচ্ছে হয়—"

বললুম,—"বেশ, কিন্তু অপ্রিয় সত্য বলতে পণ্ডিতেরা নিষেধ করেছেন। কেন যে করে গেছেন—এ জীবনে তার পরীক্ষাও অনেক হয়ে গেছে। নাই বা শুনলেন।"

জেদ করায় বললুম,—"মানুষ জ্ঞানে কি বুদ্ধিতে নিজে ছোট হতে চায়না বা নিজেকে ছোট স্বীকার করতে চায়না। চাইবে কেনো ? চাইতে সে যে পারেনা।—সত্যিই যিনি বড়, তিনি যে সবার মধ্যে রয়েছেন। বড় যে সে ছোট হতে চায় কি ? তাই এটা অস্বাভাবিক নয়। ভুলের

বেলাও তাই। সেটা স্বীকার করতেও সহজে কেউ চায় না। ভুল যিনি স্বীকার করেন, তিনি মহৎ। যিনি তা করতে চান্‌না, তিনি আত্ম-প্রতিষ্ঠা রক্ষার্থে ভুল বজায়ের জেদ ধরেন, তাতে ক্রমেই অকারণ আক্রোশ বাড়ে। বুদ্ধি তখন বিপথে গিয়ে পড়ে অন্যায়ই করায়;—এটা আর মনেই আসেনা, নির্দোষার তাতে যে কি সর্বনাশটা করা হচ্ছে। অহং সেটা বুঝতে দেয়না।—ভুল দিয়ে ভুল শোধরানোও যায়না। ক্ষমতার জোরে, জেদ্‌ মিটিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করা চলে বোধ হয়। ঠিক বলতে পারিনা, সেটা শেষ পর্যন্ত টাঁকে কি না, প্রাণ সমর্থন করে কি না।—যাক্‌ আমার তো কথা কবার কথা নয়, শোনবার কথা। বলুন কি বলবেন"…

ম্লান সহাস নেত্রে চেয়ে বললেন,—"বেশ লাগছিলো,—বড্ডো হাতে রেখে বলছিলেন কিন্তু…"

( মুখের দিকে চাইলুম ) বললুম,—"আমার হাতে থাকলেও, আপনার মন তো কসুর হয়নি, সেখানে জমা ঠিকই পাবেন।"

বললেন –"আর বলবেন না ?"

বললুম,—"না, যেহেতু সে সব আপনার অজানা নয়। মানুষ—সকল—জীবের সমষ্টি হলেও—মানুষ মানুষই,—কেবল সামঞ্জস্য বোধেই তার তারতম্য। সামলে চলাতেই তার পরিচয়।"

কয়েক সেকেণ্ড আমার দিকে চেয়ে, শেষ ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "তবে শুনুন—সংক্ষেপেই বলবো—"

—"বাবা ছিলেন ফৌজদারী আদালতের নামজাদা উকীল—সঙ্কট তারণ। হয় কে নয়—নয় কে হয় করা ছিল তাঁর বিলাসের মধ্যে। আমি তাঁর মধ্যাহ্ন-প্রাখর্য্যের শুভক্ষণে জন্মাই,—প্রথম সন্তান। কি পড়া শোনায়, কি মার-পিটে, কি সাহসে, কি শক্তিতে, কি কূট বুদ্ধিতে—সহপাঠিদের সর্দার দাঁড়িয়ে যাই। বাবার বলা ছিল—"আমার ছেলে হয়ে হেরে এসেছ

—এটা না আমাকে শুনতে হয়।”—তা হননি।

—“Boisgoby, Gaborioর বই খুঁজে খুঁজে আনতুম। ডিটেকটিভ্ নভেল ছিল আমার প্রিয়-পাঠ্য। ‘লিকো’, সারলক্ হোমস্ আমার উপাস্য ছিল। তাদের বুদ্ধির কসরৎ আমাকে লুব্ধ ও মুগ্ধ করতো। যখন Ist Yearএ পড়ি, তখন থেকে ওই বিভাগে ঢোকবার জন্যে চেষ্টা পাই, কিন্তু বয়েস কম বলে কমিশনার সায়েব অপেক্ষা করতে বলেন। বাবা আশ্বাস দিয়ে বললেন—Scotland Yardএ পাঠাবার সুযোগ খুঁজছি,—ও-একটা art, হাতে কলমে শেখা দরকার। কিন্তু চাকরি নিওনা, ইচ্ছা হয়—প্রাইভেট এমেচার থেকে কাজ কোরো,—তাও হয়”। আমার ইচ্ছাও ছিল তাই।

বাবা একদিন হঠাৎ কোর্টেই in Harness. heart fail হার্ট ফেল্ করে মারা গেলেন,—হাজার পঁয়তাল্লিশ টাকা রেখে।

Scotland Yardএর কথাও থেমে গেল। কমিশনার সায়েব আমাকে ছেলের মত ভালবাসতে লাগলেন। তাঁর উপদেশ ও পরামর্শ মত প্রাইভেট্ ( Private ) থেকেই কাজ আরম্ভ করলুম। তাঁর ছাড়-পত্র আমাকে সর্বত্রই সকল প্রকার সাহায্যের অধিকারী করে দিলে। সাত মাসের চিন্তা-চেষ্টায় একটা ভয়ঙ্কর জটিল রহস্যোদ্ঘাটন করে দেওয়ায়, আমার প্রভাব-প্রতিপত্তি খুব বেড়ে গেল। অ্যামেচার হলেও, বিশিষ্টদের মধ্যে স্থান পেলুম,—গতি অবাধ হল, মতের মূল্য বাড়লো।—

“তার পর অনেক কাজই করেছি—যার ভাল-মন্দের জন্যে আমিই দায়ী, কারণ আমি Private। উচ্চ পদে পাকা চাকরি নেবার জন্যে কয়েকবার প্রস্তাব এলেও আমি বাবার ইচ্ছামত অ্যামেচারই আছি,—বেতন-বদ্ধ হইনি। যা করি নিজেই। দায়িত্ব আমার।—

“ভগবান এতটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়েছেন—জগৎকে একটা কিছু দিয়ে যাবই।

অভিজ্ঞতা আর চিন্তা মিশিয়ে এ কাজের fiive vital prinoiples—পাঁচটি মোক্ষম নীতি আবিষ্কার করে ফেললুম,—যা ধরে চললে মোটামুটি অনেক কিছু সমাধান হয়,—বেরিয়ে পড়ে। যথা—

(১) সবাই মিথ্যা কথা কয়,—সাধুতা একটা ভাণ মাত্র।—ঠকাতে পারলে কেউ ছাড়ে না, কারুর কিছু হাত লাগলে, স্বইচ্ছায় কেউ ফিরিয়ে দিতে আসে না বা দেয় না।

( ২ ) সুবিধে পেলে সবাই চুরি করে। ফাঁকি দেয়।

( ৩ ) টাকার চেয়ে ধর্ম বড় নয়, লোকের প্রাণও বড় নয়।

( ৪) মারের চেয়ে ওষুধ নেই। ভূত পালায়—

( ৫ ) নিজের সম্মানকে ছোট হতে দিতে কেউ চায়না। অপরকে প্রশংসা করতেই যদি হয় তো অনেকখানি হাতে রেখে করা, নিজেকে খাটো কোরে না ফ্যালা হয়,…"

প্রভুর সকল ইন্দ্রিয়ই ক্ষুরধার। আমি অতিষ্ঠ হয়েছি লক্ষ্য করে বললেন,—"আপনি নিজেই বলেছেন—সহিষ্ণু শ্রোতা।"

বললুম,—"আমি অতি দুর্বল-চিত্ত,—নতুন করে কিছু শেখবার আগ্রহও নেই, বয়সও নেই; শিখে আর এখন ফলও নেই। আপনার মস্তিষ্ক শক্তিশালী, তাই ভয় হয়—পূর্ব ধারণাগুলো যদি ওলট্-পালট্ হয়ে যায়,—আমার দুকূলই নষ্ট হবে। আপনি জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ দিয়েছেন যে সব চরিত্র অনুসরণে, অথবা যে সব চিন্তায় বা কার্যে কাটিয়েছেন ও যে পারি-পার্শ্বিকের মধ্যে, তা নিয়ে বিশ্বের বিচার চলে কি? সেটা মানব-সমাজের একটা রোগদুষ্ট বা ব্যাধিগ্রস্ত অংশ নয় কি?"

বললেন,—"আপনার নিজের সম্বন্ধে ভয়টা আমি মেনে নিলুম। কিন্তু আমার সম্পর্কে যা বললেন তা মানতে পারিনা—প্রত্যক্ষকে অবিশ্বাস করতে পারিনা। আপনি যাদের কথা বললেন—নূতন ব্রতিদের হাতেখড়ি

তাদের নিয়েই বটে,—চোর জোচ্চোর চুনো-পুঁটীদের নিয়েই তাদের কাজ, —বড়দের কাত্‌লা নিয়ে কাজ—যা বড় বড় পদ্ম-ঢাকা ঝিলে বেড়ায়। দেশ বোঝে না তোদের জন্মেই···( হঠাৎ থেমে )—তাদের নিয়েই বড়দের প্রধান কাজ। তাদেরই রহস্যোদ্ঘাটনে আনন্দ আছে, risk ও বিপদও কম নেই। শিক্ষিতদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় সুখও পেতুম।"

মুখ থেকে বেরিয়ে গেল,—"পেতুম ?"

অন্যমনস্কভাবে বললেন—"বোধহয় তাই।"—

একটু উদাস দৃষ্টিতে নীরব থেকে বললেন—"জগতের সকল কাজের মূলেই নেশা। নেশায় না পেলে—'বেতার'ও বেরুত না, উড়ো জাহাজও পেতেন না। কিন্তু ছোটগুলো নজরের বাইরে পড়ে যায়—তুচ্ছ হয়ে যায়। বড়র যে বুদ্ধির ওপর সনাতন দাবী রয়েছে। তাই বড় নিয়ে থাকতেই তারা ভালোবাসে।

—"নেশায় অজ্ঞানও আনে, সুতরাং ভুলও করায়। ছোট ছোট বিষয়ে তা কত করে থাকবো জানিনা। নিজের কাছে ধরা পড়লেও exception এর কোটায় ফেলে দিতুম,—সে চিন্তায় সময় নষ্ট করতুম না। মন খারাপ করতুম না। ও দৌর্বল্য রাখলে চলেনা,—set principle ধরে—নীতি মেনে কাজ করা হলেই হল।"—

থেমে জিজ্ঞাসা করলেন—"ঘুম পাচ্ছে ?"

বললুম—"বলেছি তো সেটা সাত বচর নেই, এইবার গ্যালও বোধ হয় জন্মের মত। আরো আছে নাকি ?"

বললেন—"আঠার বছরে থাকাই তো সম্ভব, তবে সখের কাজে discount (বাদ) থাকে। সাফল্যের গৌরব আর আত্মপ্রসাদ ছাড়া লাভ বা লোভের ত কিছু ছিল না। যাক্ সে কথা।—

—"জানেন তো জগতে নিজের মাথাই ধরে, আর কারুর ধরে না,—তারা

সব মিছে কথা কয়। না ?"

চুপ করে রইলুম।

—"আমার ভাইপো ম্যাট্রিক্ দেবে,—হরেন বলে একটি ছেলে তাকে পড়াতো। সে মায়ের একমাত্র ছেলে, বড় গরীব, B. A., English Honour. ছেলে পড়িয়ে নিজে এম-এ পড়ছিল। ভাইপোর পড়বার ঘরেই আমার পোষাক পরিচ্ছদ থাকতো। কোটের বুক্‌পকেটে আমার সোনার ফাউণ্টেন্-পেনটাও clip লাগানো থাকতো—কমিশনার সাহেব প্রেজেন্ট্ কোরেছিলেন! একদিন সেটা দেখতে না পেয়ে পাতি পাতি করে খোঁজা হল, কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না।—এ হরেন ছাড়া আর কারুর কাজ নয়। কিন্তু সে কিছুতেই স্বীকার করলে না, বললে—"আমি তো দেড় বছর আসছি-যাচ্ছি, আমাকে আপনার সন্দেহ করবার কারণ কি ?" আমি ও-বিষয়ের ওস্তাদ—expert, আমাকে কারণ জিজ্ঞাসা করে ? চেনে না ? আচ্ছা চেনাচ্ছি।—তৃতীয় দিনে বার বেত খাইয়ে দিলুম। পরদিন সকালে শুনলুম এসিড্ (acid) খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। যাক্—চোর কমাই ভালো। তবু—তার মাকে আমার বাড়ীতে এসে থাকতে বললুম। এলো না, পাগল হয়ে গেল, রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে। আমার দোষ কি,······কর্ত্তব্যে দৌর্বল্য—কাজের কথা নয়।

ও-সব তুচ্ছ কথা ভাবাই বা কেনো।"--

কথাগুলো চেষ্টা করেই বোধহয় বলে যাচ্ছিলেন। মুখ ফিরিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন। সহসা কাঁটা ফোটার মত মুখের ভাবটা কিন্তু তাতে ঢাকা পোড়লো না। কণ্ঠস্বরও নেবে এলো। বললেন—

—"আমার ভায়রাভাই বীমা কোম্পানীর এজেন্ট, দেড় মাস পরে রাজপুতানা ঘুরে এসে—কলমটা ফিরিয়ে দিলে !···"

শুনে চম্‌কে উঠলুম,—আমাকে বিচলিত হতে দেখে বললেন,—

"বলেছেন—আমি সহিষ্ণু শ্রোতা।"

বললুম—"কথাটা ঠিক হলেও শরীর আমার শক্ত নয় নার্ভ্ ( Nerve ) বড় দুর্বল,—ভাঙন ধরেছে—"

বললেন—"বেশ, গল্প মনে করেই আমার বিষয়টা শুনুন না।"—কণ্ঠ যেন কাতর আওয়াজ দিলে।

চুপ করে রইলুম,—তিনি আরম্ভ করলেন—

—"পথে সাইকেলটা একদিন বিগড়ে যাওয়ায়, নিকটে যে দোকানটা পেলুম, সেইখানেই সেটা ঠিক্ করতে দিলুম। কার দোকান বোঝবার জো নেই,—কয়েকটি লক্ষ্মীছাড়া—বাঙালীর ছেলে, বসে বসে বিড়ী ফোঁকে,—আড্ডা মারে, হোটেলে খায়,—সকলেই ওস্তাদ।—তাদের ওপরেও নজর রাখতে হয়,—কারণ সন্দেহ জাগায়। আমি যে পোষাকে ছিলুম তাতে আমাকে চেনবার কোনো উপায়ই ছিলনা। এদিক উদিক ঘুরে মিনিট পনেরো পরে—তাদের ছআনা মজুরি দিযে সাইকেলে চড়ে আরো পাঁচ জায়গা ঘুরে চলে এলুম।

কখনো কখনো আবশ্যক মত দিনে-রাতে সাতবার পোষাক বদলাতে হয়। তিনদিন পরে মনিব্যাগটার খোঁজ পড়লো—কোথাও পেলুমনা। ইতিমধ্যে পঞ্চাশ জায়গায় গিয়েছি, বসেছি,—কোথায় ফেলেছি বা পড়ে গিয়েছে, ঠিক নেই।—

"—আমাদের দৃষ্টি সব দিকে, বিশেষ যেখানে সন্দেহ থাকে। দেখি সেই সাইকেলের দোকানে বড় বড় বাংলা ও হিন্দি হরফে লেখা একখানা বোর্ড ঝুলছে। এটা তো ছিলনা! লেখা—"কারো কিছু খোয়া গিযে থাকে তো, সে সম্বন্ধে ঠিক্ ঠিক্ বর্ণনা দিলে, এখানে পাবেন"। সেদিন আমি ছিলুম মাদ্রাজী, আজ কাশ্মীরি শাল বিক্রেতা। গিয়ে বললুম, আমার একটা চামড়ার কেস্ খোয়া গিয়েছে, তাতে ছিল আটখানা

দশটাকার নোট, ছটাকা নগদ আর ইংরেজি লেখা আধ sheet চিঠির কাগজ…”

—“ময়লা কাপড় আর ছেঁড়া গেঞ্জি পরা একটি আঠার উনিশ বছরের ছেলে, একখানা সাইকেলের অংশ খুলে পরিষ্কার করছিল। কাজ ফেলে উঠে, কালি-ঝুলি মাখা হাতেই, দোকানে রাখা মাটির গণেশের পেছন্ থেকে ব্যাগটি এনে আমার হাতে দিয়ে,—মাত্র বললে ‘দেখে নিন’। পরেই নির্লিপ্তের মত কাজে মন দিলে। আমি ঠিক্ ঠিক্ পেয়ে নির্বাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত! যারা আড্ডা দিচ্ছিলো তাদের একজন হাসতে হাসতে বললে—‘সবই নিয়ে যাবেন’?—শুনে প্রথম ছেলেটি রুষ্টভাবে বলে উঠলো—“কি ছোটলোকমি করচো,—আপনি যান মশাই।” আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথাও যোগালোনা। চলে এলুম।—কিন্তু মস্ত চাবুক খেয়ে।—এও হয়!”

ভগবানকে স্মরণ করে আমার একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়লো।—“এই ছেলেরাই আমার দেশের মূলধন।”

কথা কইলেন না, আমার দিকে চাইলেন মাত্র। শেষ বললেন,—“বিশুরা তিন ভাই, বাপ সাড়ে ছ'লাক টাকা রেখে মারা গেলেন।. বিশু চরিত্রবান, ধর্মপ্রাণ, মাতৃভক্ত। থার্ড-ইয়ারে বি-এ পড়ছিল। বিবাহ করেনি। অন্য ভায়েদের সব দোষই ছিল,— মাকে নিয়ে এক সংসারে থাকা তাদের পোষাবেনা। বিশু তাতে রাজি হলনা—শেষে জাল উইলের সাহায্যে বিশুকে বঞ্চিত করে তারা এখন বালিগঞ্জে বড় লোক।—

“—বিশু একবার যদি বলে—‘সইটে বাবার নয়’—সহজেই সব উলটে যায়, কারণ সকলেই এবং সবই ছিল তার স্বপক্ষে,—হাকিম পর্যন্ত। সে বললে, অত টাকা নিয়ে কি হবে—পশু হয়েও বেড়ে পারি। আর

বড় জোর পঁচিশ ত্রিশ বচর থাকা,—মরে যেতে হবেই, টাকাতে তা রুকবেনা, দাদাদের বিপন্ন করি কেনো।—

—সে এখন ছেলে পড়িয়ে পঁচিশ ত্রিশ টাকা পায়, তাতে মার কাশীবাস চলে,—তাঁর প্রসাদ পাওয়াও নিজের চলে। সদাই প্রফুল্ল মুখ; জিজ্ঞাসা করলে বলে, "মায়ের কৃপায় বেঁচে গেছি কাকাবাবু,—কোনো চিন্তাই নেই—বেশ আছি,—কি হতুম তা কে জানে"!—পড়া-শোনা নিয়েই থাকে।

মুখ থেকে আপনিই বেরিয়ে গেল—"বিশ্ব-সভায় এরাই ভারতের পরিচয়।"

—বললেন—"বেশ লাগছে বোধ হয়,—তবে বলি,—"

—"দেখছেন, আমি আমার পূর্বোক্ত পাঁচটী basic Principle (মূল-নীতি) ধরেই চলেছি, তা লঙ্ঘন করে অবান্তর কথা শুনিয়ে আপনাকে বিরক্ত করবনা, আমার তা উদ্দেশ্যও নয়! আঠার বচরের অভিজ্ঞতা,—সবগুলিই বারবার পরীক্ষা করা ছিল।—যাচাই করা খাঁটি।—

—"আর একটি মাত্র,—ক্ষমা করবেন"। কথা কয়টি গভীর কণ্ঠে উচ্চারিত হবার সময় গলাও কাঁপলো। হঠাৎ উঠে ঘরের মধ্যে চঞ্চলভাবে ঘুরতে লাগলেন। আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে,—ভয়ে অসহিষ্ণু হয়ে বলে ফেললুম—"বলুন, আমি শুনচি।"

চম্‌কে উঠে,—হাঁ শুনবেন বইকি, ভারী ইন্‌টারেষ্টিং,"—বলতে বলতে মুখে হাসির একটা বিভৎস রেখা টেনে এসে বসলেন। বললেন—"শোনবার লোক পাইনি—শুনুন"...

মুখে কথা সরলোনা,—আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলুম।

সেদিন একটা ভারী জরুরী বিষয় মাথায় ঘুরছিল,—তার রহস্য ভেদ করার মধ্যে আমার সখের এবং জীবনেরও যেন চরম সার্থকতা অপেক্ষা

করছিল। সেই তন্ময় অবস্থায় বাড়ী ঢুকতেই—ছেলেটার কান্নার শব্দে চিন্তাধারা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল, – ক্ষিপ্ত করে দিলে।—

—"কবচ ধারণ, পূজা, মানত, দৈব-ক্রিয়াদির পর ছেলেটি হয় সুতরাং আদরের সীমা ছিলনা। তখন মাত্র সতর মাসে পড়েছে। তার কান্নায় স্ত্রীর ওপর ভয়ঙ্কর চটে গেলুম—"একটা ছেলে থামাতে পারনা—আদরে আদরে সর্বনাশ করতে বসেছ?" পত্নী বললেন—"কি করবো—কিছুতে থামচেনা, বোধ হয় পেট কামড়াচ্ছে, কি কান কট্ কট্ করছে।" "বড়-বড়রা থামে আর ও থামবেনা—দাও"—বলে টেনে নিয়ে এক চড় লাগালুম। তবু কান্না, – আর এক চড়।—"কি করচো গো—দুধের বাছা—মেরে ফেলবে নাকি", বলে ছুটে নিতে এলেন।—"ফের কান্না, থাম্ বলছি"—বলে চড় পড়তেই তার মা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠে তাকে টেনে নিলে। ছেলে চুপ করলো। তার পরই—"ওগো কি সর্বনাশ করলে গো"—বলে স্ত্রী আছ্ড়ে পড়লেন।"—

শুনে আমার তখন নার্ভাস tremor (কম্পন) আরম্ভ হয়ে গিয়েছে—কাণের দু পাশ'দে যেন ট্রেণ চলছে। বারাণ্ডায় গিয়ে, মাথায় মুখে জল দিয়ে, ঘরে ঢুকেই ফরাশের ওপরই শুয়ে পড়লুম।

শীত ধরতে যখন উঠে বসলুম, দেখি গোলাপের গন্ধে ঘর ভরে গেছে, পাশে গোলাপ জলের বোতল। মাথা বয়ে গোলাপ জল ঝরছে!—

—উঃ, তাই মা-লক্ষ্মী কাঁদতে মানা করেছিলেন। পাগলিনী হয়েও সন্তানদের ভোলেননি, ছুটে সাবধান করে দিতে এসেছিলেন।—জগৎজননী শান্ত হও! (মাথায় হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করলুম)—মারবেন বলে মারেন নি, – Principle রক্ষা করেছেন!

ফুফোঁটা গোলাপ জল নাকের দুধার দিয়ে গড়িয়ে এসে গোঁফ ভিজিয়ে

দেওয়ায়—গন্ধটা ঘোরালো হয়েই নাকে ঢুকলো।—দুঃখের মধ্যে একটু হাসি ফুটলো।—চোখের জলের পূর্বরাগ!

"হাসছেন যে?"

চমকে দিলেন। তিনি যে একখানা চেয়ারে নীরবে অপেক্ষা করছিলেন, সেটা ভাবতেই পারিনি। ট্রাজিডির শেষেই ড্রপ পড়ে—চলে গিয়ে থাকবেন,—এই ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে ছিলুম।

বল্লুম—চার্জটা আজকেই শুনিয়ে দিন, আমি প্রস্তুত। আশা করি এর ওপর আর কিছু নেই—

মুখময় বিশ্রী হাসি টেনে বললেন,—"বলেছেন না মানুষের চেয়ে বড় কিছু নেই।—সে নিষ্ঠুরতাতেও বড়,—পশুকেও পরাস্ত করেছে—যমের চেয়েও নির্মম।"

অন্তরটা শিউরে উঠলো।

বল্লুম—"সহিষ্ণু শ্রোতার গর্ব আমার আর নেই—"

বললেন—"কদাচ দুএকজনকে বলতে শুনেছি—"যা হয় এখনি হোক্।" তারা দয়া চায়না—"

মরিয়ার মত বল্লুম—"দয়া থাকে তো—সে দযা আমিও চাইনা। আপনি শান্ত হোন…"

বললেন—"আপনি তা চাননা—আমি জানি। কারণ—ও বস্তুটির অভাব আপনার নেই। তাই—দযা করে আর একটু শুনতে অনুরোধ করি।"—বলতে আরম্ভ করলেন—

—"এ প্রদেশে একটা যে ভীষণ ষড়যন্ত্র চলছিল—সেটা অনুমান করা কঠিন ছিলনা; কিন্তু তার দ্রুত পরিবর্তনশীল আড্ডা, সেটাকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রেখে বড় বড় বুদ্ধিমানদের বোকা বানিয়ে চলেছিল। কথাটা আমার কানে আসায়,—আমার সখ তার প্রিয় বস্তুই পায়।—

উৎসাহ, উত্তম, আনন্দ ও যশোলিপ্সা—এক সঙ্গেই জেগে ওঠে। তখন আমার নিজের ব্যবস্থায়—অপর-নির্লিপ্ত ভাবে কাজ আরম্ভ করি।—

—"নিশ্চয়ই এর পশ্চাতে পাকা 'ব্রেন্' আছে। তাকে পেলেই—সব পাওয়া হবে।—আপনার ওপর নজর পড়লো। কেনো? সে সব শোনাবার প্রয়োজন নেই।—পরলোকে সকলকেই যেতে হয়; বড় বড় ধুরন্ধর দক্ষ-কর্মীরা মোক্ষের আশায় Via কাশী যেতে চান। (আমি প্রকৃত ধর্ম-প্রাণদের কথা বলছিনা।)—আপনাকে চেনেন—এমন লোকও এখানে পেলুম;—বেকার আর অবস্থাপীড়িত দেখে নিজ ব্যয়ে তাদের নিযুক্ত করলুম। কাজ দিলে না, পূর্ণ পরিচয় যা পেলুম তা সাহায্য করলেনা।—আমার উদ্দেশ্যের অনুকূল নয়,—বিরুদ্ধেই দাঁড়ায়—

—"তাই ত, লোকটি কাশীবাস করেন—কাশীখণ্ড দেখেন না! বৃদ্ধ হয়েছেন—বৃদ্ধের সঙ্গ করেন না;—সাহিত্যচর্চা করেন, তরুণেরাই প্রিয়! খুব অস্বভাবিক নয় কি?"

সহাস্যে বললুম—"এবং লজ্জার কথাও"…

বললেন—"তা বলতে পারিনা। তবে ওটাকে আমরা ভয়ের বা সন্দেহের বড়-কারণ বলে ধরি না। কারণ—সাহিত্যিকদের যা-কিছু দৌড়, তা প্রায়ই লেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কাজের 'ক'য়ের সঙ্গে তাদের পরিচয় নেই,—কল্পনা-বিলাস মাত্র। তাই সাহিত্যিকদের আমরা বিশেষ অপকারী জীব বলে গণ্য করিনা, অকেজো বলেই ধরি। যাক্…

—"ষড়যন্ত্রের প্রকৃত নেতাকে অন্যপক্ষ বার করলে!—নিজের বহুটাকা ব্যয় হয়ে যাবার পর—সেটা কি সাংঘাতিক আঘাত! বসে গেলুম। কল্পিত মান, সম্ভ্রম, যশ, প্রতিষ্ঠা পরিহাসে দাঁড়াবে নাকি? ক্ষিপ্ত করে দিলে। আত্মসম্মানে আঘাত যে অসহনীয়! জেদ বাড়িয়ে দিলে,—আপনার সঙ্গে ওর একটা কিছু যোগ-সূত্র সৃষ্টি করতেই হবে।—

—আপনাকে ডুপ্লিকেট হিসেবে রেখে কাজ চালালুম। Intellect খেলানোর একটা আনন্দ আছে। আমার ধারণা ছিল—লোক পাকড়েছি ঠিক, কিন্তু যেমনি খলিফা তেমনি চতুর, ধরা-ছোঁয়া এড়িয়ে চলে।—যাকে বলে—dangerous type,—জন্ম-নেতা।"

বললুম—"খুব compliment,—বাহবা দিচ্ছেন যে"—

বললেন—"আপনি ও-সবেরও ওপোর..."

নির্ভয়েই বললুম—"তা হলে বুঝতে হয়—বাপের কষ্টার্জিত অর্থ নষ্ট করবার জন্যেই ও-পথ্ চেপেছিল,—গ্রহে টেনেছিল,"...

উৎসাহহীন দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললেন—"এক একবার সে সন্দেহও যে আসেনি তা নয়;—তাড়াতাড়ি সেটাকে দূর করেছি।—বুদ্ধিমানে আত্মপ্রসাদ নষ্ট করতে চায়না"...

বললুম—"বুদ্ধিমানে নয়,—দুর্বলে।"

"Exactly,"—আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে, একটু ভেবে, বললেন—"ঠিক্ বলেছেন। এই দেখুন না—আসল কথাটা বুকে আটকে বেদনা দিচ্ছে তবু মুখে আনতে বিলম্বই করছি—এড়িয়ে চলছি"...

বললুম—"আমি অভয় দিচ্ছি, অসঙ্কোচে বলে ফেলুন—আমি প্রস্তুত।"

একটা গভীর শ্বাসের সঙ্গে ম্লান হাসি টেনে বললেন—"এত বুদ্ধি ধরেও ভুল করছেন"...

বললুম—"আমি তো বুদ্ধির স্পর্দ্ধা করিনি।—আপনি নিজেকে যত বড় strong nerveএর লোকই ভাবুন,—আপনি মানুষ ভিন্ন আর কিছু নন।—সুতরাং স্বহস্ত সঞ্চিত পুত্রশোকের বেদনা হতে মুক্ত হতেই পারেন না। আবার সেই সত্যের প্রভাবেই, বিস্মৃতগুলোও জীবন্ত হয়ে দেখা দেয়। সত্যের ছোট বড় যে নেই"...

"মাপ করুন—আর বলবেন না।"—সে কি কাতর মিনতি! আমি বিস্ময়ে—নির্বাক্ ।

সামলে দ্রুতকণ্ঠে "শুনুন—আর বলবার সুযোগ পাবনা।—আমি নির্মম হিংস্রের মত উৎসাহে—একাগ্রে আপনার অনিষ্টের উপায় উদ্ভাবন চিন্তায় তন্ময় হয়ে বাড়ী ঢুকতেই—সতুর কান্নার শব্দে…( স্বর বন্ধ হয়ে এলো )—আজ আমি কাঁদছি—অপরাধ হচ্ছেনা,—আর সেই সতের মাসের শিশু…

উঠে—জানলার কাছে গিয়ে সামলাতে লাগলেন। আমি বাধা দিলুম না।—কয়েক মিনিট পরে—"মিথ্যা সত্য হয়না! তাকে সত্য করতে যাবার সাজা যে এত নিদারুণ"…

আমার কথা যোগাচ্ছিল না।

কাতর ভাবে বললেন,—"আমার আপনার বলতে কেউ নেই,—আমাকে অন্তর থেকে ক্ষমা কোরে, ছোট ভাই বলে নিতে পারবেন না কি ?—আমার গৃহ-সুখও গেছে,"…

সে কাতর দৃষ্টি মর্মকে বিচলিত করে। তবু বললুম—"আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন কি ?"

"আর আঘাত দেবেন না,—আমি আর পারছি না! আপনার সম্বন্ধে—আপনি নিজে যা না জানেন, তাও জানতে আমার বাকি নেই। তাই আপনার প্রতীক্ষায়—অশান্ত ভাবে দিনগুলো কাটাচ্ছিলুম,—নচেৎ শান্তির উপায—অভিন্নভাবে পকেটেই ছিল,"—( দেখালেন )—কেবল আপনার আশায়—আপনি যদি—

দেখে বুকটা কেঁপে উঠলো!—চেয়ে নিলুম।—দিলেন।

বললুম—"ওটা দুর্বল স্বার্থপরের শান্তির উপায। যাঁর বেদনা আমাদের অনুভবেরও অতীত—তাঁর কথাটা…"

"বলবেন না—সে দিকটা মনে আনতে পারি না, আমার যে অপরাধীর বেদনা…"

"থাক্,—ও কথার শেষ হয়েছে। এখন আমাকে কি করতে বলেন?—অসাধ্য না হয়।"

"অসাধ্য নয়,—বহু কষ্ট দিয়েছি, অনেক অপরাধ করেছি। আপনি দয়া করে কাশীবাস করুন, আর যে সঙ্কল্প আমি নষ্ট করেছিলুম, তাতেই আপনাকে প্রতিষ্ঠিত দেখে—"

চুপ করলেন।

"তার পর?"

"আর কিই বা আছে!—তাতেই একটু শান্তি পাব। তার সকল ব্যবস্থাই মনে মনে করে রেখেছি। এখনো কয়েক হাজার টাকা আছে, গরীবের ছেলেদের নিয়ে আপনি বসুন,—দেখে যাই—"

"কোথায়?"

"তার ঠিক্ নেই।"

"বেশ,—ঠিক্ করুন। সস্ত্রীক যাওয়া চাই কিন্তু,—পরে তাঁর ইচ্ছামত তীর্থাদি সেরে ফিরে এসে আমাকে সাহায্য করা চাই,—তা হলে রাজি আছি।"

"তাই হবে।" 'কিন্তু' বলে একটু থামলেন।

—"আপনাকে ভালো করেই জেনেছি—আপনার কাছে মাথা নীচু করতে তাই কোথাও বাধেনি—বাধছেনা, কিন্তু…"

"সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন।"

## ৩৭

দশাশ্বমেধে গঙ্গাস্নান করে, বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শনান্তে ফিরে এসে মা কালীকে মনের কথা জানিয়ে মাথা তুলতেই দেখি—শিবুদা ব্যস্ত হয়ে চলেছেন—দুহাতই জোড়া,—কাপড়েও কি সব···

ডাকতেই বিরক্ত ভাবে পেছন ফিরে চাইলেন। পরেই প্রসন্ন মুখে—"এখানে রয়েছিস আর দেখাটাও করিসনা ?"

বললুম—"এখানে রয়েছি কে বললে ?"

বললেন—"তবে যে আজো বেঁচে ?—কি ভয়ঙ্কর জায়গা রে ভাই,—মরণ খ্যাশেনা !—

বললুম,—সব চুল যে পাকিয়ে ফেলেছেন দেখছি—"

বললেন—"চুল পেকে আর হোলো কি, বাজার করাটাও তো বন্ধ হলনা। —ভুরু না পাকলে কি নেবেনা ? কাশীখণ্ডে তো ও-সম্বন্ধে কিছু খুঁজে পাইনা ! সাঁইত্রিশ বছর কাশীবাসই করছি ! দেশে ফেরবার দফাও রফা,—দয়াময়েরা,—বুঝতে পারলিনি ? জ্ঞাতিরা রে,—ভিটেটুকুও ভাগাভাগি করে নিয়েছেন—তা নিন।—তার পর তাঁরা নিজেরা সব সাবাড় হয়েও গেছেন,—তা যান।—এখন দেশে গেলে আর চিনবে কে ? কি বিপদ বল দিকি !"

বললুম—"তা বটে—কি করবেন, হাত তো নেই—"

বললেন—"থাকবেনা কেনো,—এই তো বাজার করার তরে তো বেশ রয়েছে—"

কথা না বাড়িয়ে বললুম—"এতো বেলায়—এসব কি ?"

দুহাত জোড়া,—কপালে ডান হাতের উলটো পিঠটা ঠেকিয়ে বললেন—

—"ভাই, কে জানে কে দুজন আমার আত্মীয় এসে হাজির হয়েছেন—ধর্মক্ষেত্রে 'বসুধৈব' কিনা। নিজের খাবার তাঁদের বেড়ে দিয়ে মুড়ি কিনতে এসেছি। এখন আবার রাঁধে কে? বিকেলে একজন চায়ের সঙ্গে সেনাটোজেন খান,—তাই এই দুধ।—আমার তো কাপ্ নেই—ভাঁড়েই বানাবেন, তাই ভাঁড়টা নিলুম। সেনাটোজেন-ভোজীর এ অনাটনের আস্তানায় কষ্ট পেতেই আসা—"

দুতিন সেকেণ্ড নীরব থেকে বললেন—"ভুলের সাজা রে ভাই ভুলের সাজা! কাশীবাস করেও ভুল করেছি। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন) সারা জীবনটাই (আইহ্যাজ্) 'I has' হয়ে গেল!"

আমি সোৎসুকে বলে উঠলুম—"বড় কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন দাদা। ইচ্ছে করে I has বলেন কেনো, ওর গূঢ় অর্থ-টা কি?"

তিনি আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে বিস্ময়-নেত্রে চেয়ে বললেন—"ওটা সত্যিই আজো তোর আক্কেলে আসেনি নাকি? বলিস্ কি! এতো ঘুরলি, এতো দেখলি, এতো দিন রইলি, তবু অ্যাঃ!"

আমি অপ্রতিভ ভাবেই স্বীকার করলুম—সত্যিই বুঝিনি দাদা,—বরং শুনলে খট্ করে কাণে বেসুরো লাগে।

—"লাগ্‌বে, লাগ্‌বে, তোরা গ্রামার-দুরন্ত ছেলে,—লাগবে বইকি! আর বিশ্বটা যে সজ্ঞানে ভুলের ওপরদে' বুক ফুলিয়ে চলেছে···সেটা লাগেনা! কি অমৃতই গিলেছিস্! আমাদের I (আই) বলে কিছু নেই রে—সব 'it',—third-person Singular! এতদিন তবে দেখলি কি? Iটা আমাদের ঝুটো অভিনয়ের মুখোস! অর্জুন ক্লীব হয়ে বিরাটের রাজ্যে বেশ নিরাপদে ছিলেন, তাঁর Iটি রেখে এসেছিলেন শমীবৃক্ষের চুড়োয়। আমাদের আছে খুরোয়, যাক—ভাবিসনি—শনৈঃ পন্থ। দুঃখু করিসনি—It এখন বিশেষণে উঠেছে রে—গুণবাচক

দাঁড়িয়েছে—খবর রাখিস? বড় বড় নাম্নী অভিনেত্রীরা নাকি 'It girl' —তোদের গ্রামারকে নমস্কার।—"

—"দেখে শুনে তাই অসবর্ণ-ই মঞ্জুর করেছি। কেনো জানিস্? তোদের —একবার যেন বলেছি বোধ হয়। একজন up to date হালী বাবুর বাড়ী যেতে হবে, কিন্তু জুতো জোড়াটা কিনে পর্যন্ত ব্রহ্মো দেখেনি। কাজেই পা আর এগোয়না! হাসিসনি—Cultural Sway—কৃষ্টির কৃপা, —'কোবরায়' কেটেছে যে! যাক্—কাশী এসে বিশ্বনাথের নাম পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলুম,—সে দিন তাঁকে ডাকতেই হল—"ব্রহ্মোর ব্যবস্থা করে দাও বাবা।"—

—"এক তেমাথায় ফুটপাথে দেখি, এক চামার তোড়-জোড় নিয়ে বসে— "পার্ করো মেরি নেইয়া" বলে গান ধরেছে। তাকে বললুম—বাবা আমাকে তো আগে পার করো—ভদ্রসমাজে যেতে পারছিনা…"

"দিজিয়ে বাবুজি" বলে, পা থেকে এক পাটি খুলে নিয়ে ঝাড়তে বোসলো। তখন বিশ্বনাথে প্রগাঢ় বিশ্বাস এলো,—ডাক্ শোনেন বটে! সেই সময় এক কুদৃশ্য এক্কা এসে উপস্থিত, তার হতভাগা গাড়োয়ানটা কতকগুলো ছেঁড়া-খোঁড়া চামড়া এনে সকাতরে বললে,—"দুটো কোঁড় লাগিয়ে দে ভাই, সওয়ারী বসে,—বিশ্বনাথের কৃপায় মিলেছে ভাই,—নেবে গেলে ছেলেপুলেরা খেতে পাবেনা—এই তিনটি পয়সা আছে।"—

—"মুচি আমার জুতো হাত থেকে নাবিয়ে রেখে আমাকে বললে—"বাবু পাঁচ মিনিট্ মেহেরবানি কি-জিয়ে. আপকা তো সওক্ (সখ্), —ইস্‌কা বড়া জরুরৎ, লেড়কা-বালা ভুখা হায়"—বলে তাড়াতাড়ি তার কাজ আরম্ভ করে দিলে।—

—"সর্বাঙ্গ জলে গেল, ব্যাটা ছোটলোকের আক্কেল ছাখো! ও লোকটা পরে এলো, আবার ওর কাজই জরুরি হল! ছেড়ে যেতেও পারিনা—

গুম্ হয়ে রইলুম। ও-বেটা যেন চামার,—বিশ্বনাথের ব্যবহারটা কি? এতে আর ঠাকুর দেবতা, মানতে ইচ্ছে হয়?—

—"একাওলার কাজ হয়ে গেল, সে তিনটি পয়সা বার করতেই মুচি বেটা বললে—"ও রাক্কো ভেইয়া, লেড়কা-বালাকো খিলাও যাকে,হামকো রামজি দেই দেগা।" তার কাতর মুখে চামার বোধ হয় তার হৃদয়ে সত্য ছবিটা দেখতে পেয়েছিল,—গরীব গরীবকে চেনে।—আমার কাছে হাত জোড় করে মাপ চেয়ে বললে—"ওর সওয়ারিটি ছিলেন 'বাবু', তাঁর অপেক্ষা সইতোনা, অনায়াসে নেবে যেতেন,—বেচারার অবস্থা ভাবতেন না,—তাই আপনাকে কষ্ট দিয়েছি।"

যাক্—তারপর আমার জুতো ঝক্‌ঝক্ করে উঠলো বটে—মনটা কিন্তু ম্যাড়্‌মেড়ে হয়ে গেল। চামারের গ্রামারই প্রাণটা দখল করে রইলো। সে কেবলই বলতে লাগলো—"কপালে লম্বা I ( আই ) টেনে আর লজ্জা বাড়িওনা, টানতে হয় তো বরং এদের ভাই বলে কোলে টেনে নাও, এরাই সত্যিকারের ভারতবর্ষ।"—শিবুদা নীরব হলেন—

বললুম—"স্বীকার করি সব দিকেই ভুলের আস্ফালন, সেইটাই সর্বত্র সহজ সত্য হয়ে নৃত্য করছে,—জগৎময়! সত্যের শবের ওপর নব নব মিথ্যার সাধনাও চলছে,—তবু I has বলতে যেন—"

বললেন,—"ঠিক্ বলেছ ভায়া, শিক্ষিত যে—লজ্জা করে,—না? ওইটাই তো বুঝতে পারলুমনা! কিন্তু আর সব তো বেশ জেনে শুনে, ভেবে চিন্তে দিব্যি চলছে!—I hasও চলে রে—। শোন্—

—"হরগোবিন্দ বাবু বিচক্ষণ Sub-Judge ( সব-জজ্ ) ছিলেন—রায় বাহাদুর। ছেলে ননীগোপাল Englishএ ( ইংরিজিতে ) এম-এ—First Class First—

—ছোট-লাটসাহেব আসায়, ছেলেকে সঙ্গে করে interviewএ ( দেখা

করতে) গেলেন। প্রথমে নিজে ঢুকে ভূমি স্পর্শ করে সেলামান্তে জানালেন —আপনাদের কৃপায় ছেলে এবার এম-এ পরীক্ষায় ইংরিজিতে Ist Class Ist হয়েছে। সে সঙ্গে এসেছে,—হুজুরের কাছে Deputy mountainship এর জন্যে ভিক্ষাপ্রার্থী—( অর্থাৎ ডেপুটিগিরির জন্যে )। লাটসাহেব ছেলেকে দেখতে চাইলেন।—সে দোর-গোড়াতেই ছিল। বাপের কথা তার কাণে যাচ্ছিল আর ভ্রূ নাক মুখ বিষম কোঁচ্-কাচ্ছিল।—

—হরগোবিন্দ বাবু তাকে ডেকে এনে লাটকে দেখিয়ে বললেন—It is I son Sir—

লাটসাহেব বললেন—It is you son Haragobind,—very very glad—I shall see—he gets Deputy mountainship—

হরগোবিন্দ সেলাম করে বললেন—"Your 'see' and our 'done' same thing my Lord—( আপনাদের 'দেখবেন বলা' আর আমাদের 'কাজ হওয়া' একই কথা ) ইত্যাদি।

ছেলে লজ্জায় মাথা হেঁট করে লাল মারছিল আর ঘামছিল। বেরিয়ে এসে বাঁচলো। তার কষ্ট বিরক্ত মুখ দেখে বাপ বললেন—

"যদি হয় তো ওই I son এই হবে। তুই তোর ছেলের বেলায় my son বলিস। তাতে চাপরাশিগিরিও জুটবে না।"—

—"মাথায় ঢুকলো ?—'I has'ই কাজ দেয়,—তোদের পাসের পরীক্ষা-পত্রে ছাড়া।"

আমি শিবুদার পায়ের ধুলো নিলুম।

শিবুদার হুঁস হল,—"যাঃ, আমার দুধটো এতক্ষণ বেড়ালে মেরে দিলে!" ছুটলেন।

আমি নির্বাক নিস্পন্দ—শিবুদার দিকে চেয়ে রইলুম। তিনি মানুষের

মধ্যে মিশিয়ে কখন্ যে মহামানুষ হয়ে গেছেন, সে হুঁস নেই। আমার দৃষ্টি তাঁর গমন-পথেই আবদ্ধ, আমার চোখে শিবুদাই বর্ত্তমান—তাঁর সেই Graduates gown পরে সহাস মুখে গ্রামে প্রথম ঢোকা থেকে আজকের গামছা কাঁধে আটহাতি পরা শিবুদা, এক এক করে প্যানোরামা পিক্‌চারের মত দেখা দিচ্ছিলো,—পুরাতনের মধ্যে কেবল হাসির সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটেনি। গাউন্ গর্ব্বিত সেই শিবুদা—এখন গ্রামার ভুলে—চামারের গ্রামারই স্বীকার করেছেন।—কাশী মাহাত্ম্য।

একজন একাওলা খইনি খাচ্ছিলো, ঘোড়াটা মুখ হেঁট করে--কাশীর মাটি সোনা কিনা তাই বোধহয় দেখছিলো।—অভাবের উপভোগ্য বিলাস!

লোকটাকে বললুম,—যাবি ?

"আইয়ে বাবুজি—কাঁহা ?"

বললুম—"কাঁহা আবার জিজ্ঞেস্ করতা হায় ? সোচা শঙ্কটমোচনকে বাবা!"

সে একগাল হাসি গিলতে গিলতে হাঁকিয়ে দিলে এবং জোবসে গান হেঁকেও দিলে—"তুঁহি দীন-কাণ্ডারী"—

এরা এখনো বেসুরো মারেনি।

---